কাল্পনিক কথোপকথন

শ্রীরাজকুমার বসু বি এল্
ভারতী বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য ভুষণ

আশ্বিন, ১৩২৮

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীরাজকুমার বসু
৮এ আরজিকর রোড, কলিকাতা।

মূল্য ২৷৷০ আড়াই—টাকা—

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ভারতচন্দ্র সমালোচনায় বলেছেন সাহিত্যে যাহা চির নূতন ও চির সুন্দর তাহাই স্থায়ী কিন্তু এই উভয় গুণযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করাই সুকঠিন হলেও অনেকে মনের কথা বা চিন্তাসূত্রগুলি সাহিত্যাকারে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হল না। গ্রন্থকার ও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ইহাতে কিছু নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে কিনা ইহা পাঠক পাঠিকাগণের বিবেচনাধীন।

পাশ্চাত্য প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের কাল্পনিক কথোপ-কথন (i maginary convers ations) গ্রন্থই প্রচলিত আছে তদনুকরণে এতদ্দেশে কিছু কিছু প্রচলিত হয়েছে ও হতেছে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের নিকট নিন্দনীয় বা দোষাবহ বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা কম অনুমান করা বোধ হয়.অসঙ্গত হইবে না। ইতি

গ্রন্থকারস্য—

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
১।	লক্ষ্মীনারায়ণ	...	...	১
২।	বাল্মীকি	...	...	৬
৩।	নাট্যকলা	...	...	১২
৪।	অনুতাপী	...	...	১৬
৫।	নারীজাগরণ	...	...	২২
৬।	পাঠাগার	...	...	২৬
৭।	দেবীরাণী	...	...	৩০
৮।	অধ্যাপক মোক্ষমূলর	...	...	৩৫
৯।	ক্ষুদ্র গল্প	...	...	৪০
১০।	বিক্রমাদিত্য	...	...	৪৫
১১।	দেবালয়	...	...	৪৯
১২।	নারীশিক্ষা	...	...	৫৪
১৩।	রমাপ্রসাদ রায়	...	...	৫৯
১৪।	৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	...	৬৪
১৫।	প্রায়শ্চিত্তে শান্তি	...	...	৬৮
১৬।	ভক্তির পুরস্কার	...	...	৭২
১৭।	দানে মহৎ সৃষ্টি	...	...	৭৬

৩৯। রাজৈশ্বর্য্য ২১৪
৪০। অস্ত ভাস্কর ২১৯
৪১। অধর্ম্মের বংশ ২২৩
৪২। কল্পনা ২৩০
৪৩। বিবেক ২৩৬
৪৪। সত্য ২৪২

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী—

১। রামায়ণ কাহিনী ... ... ৩৲
২। কবি কালিদাস ... ... ২৲
৩। রস ও রসিকতা ... ... ২৲
৪। পরমানন্দ ... ... ৷৹
৫। ত্রিশক্তি ২৷৹
৬। গুরুদক্ষিণা ... ... ২৲
৭। বস্ত্রহরণ ... ... ৷৹
৮। সরোবর মন্থন ... ... ১৲
৯। দৈনিক লিপি ১৷৹
১০। তদন্ত কাহিনী (১ম খণ্ড) ... ১৷৹
১১। তদন্ত কাহিনী (২য় খণ্ড) ... ৷৹
১২। নীতি বিজ্ঞান (Ethics) ... ২৷৹

কাল্পনিক-কথোপকথন—

১। লক্ষ্মী-নারায়ণ

আমি প্রত্যহ সকালে শ্যামবাজার বসুদের বাড়ী ঠাকুর প্রণাম কর্ত্তে যেয়ে থাকি। সেখানে সুশোভন লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে নিত্য পুজা ভোগ হয়ে থাকে। আমি অর্থ হীন অবলম্বনশূন্য অর্থো-পার্জ্জনের কোন উপায়ই নাই, সপরিবার মাতুলের গলগ্রহ হয়ে আছি। মাতুল অবস্থাপন্ন বড় চাকুরে বটে কিন্তু আমার কিছুমাত্র অর্থোপার্জ্জনের পন্থা হইতেছে না। আমি তাই প্রত্যহ কায় মনোবাক্যে ঠাকুর প্রণাম করে থাকি।

একদিন সকালে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি সেই সময়

দেখ্‌তে পেলেম নারায়ণ ঠাকুর মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন তখন লক্ষ্মীদেবী জিজ্ঞেসা কর্লেন—

"এ লোকটি প্রত্যহ ভক্তি ভরে আমাদিগকে প্রণাম কচ্ছে কিন্তু তুমি এতে হাস্‌ছ কেন ?

নারায়ণ। আমার হাস্‌বার কারণ আছে। এ লোকটি প্রত্যহ আমাদিগকে প্রণাম কর্‌ছে আর প্রার্থনা করছে তাহার অর্থোপার্জ্জনের পন্থা হৌক। দেবতা কখনও এরূপ সকাম পূজায় সুফল দেন না।

লক্ষ্মীদেবী। তবে এ লোকটীর কি কর্ত্তব্য ?

নারায়ণ। দেবতার প্রতি আত্মনির্ভর থাকা আবশ্যক এবং অচলা ভক্তি থাকা প্রয়োজন। নিষ্কাম ভক্তি ও আন্তরিক নির্ভরতা থাকিলেই দেবতা যাপনা হতেই লোকের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন।

আমি সেদিন দেবতাদের এরূপ কথোপকথম শুনে বাড়ী এসে চিন্তে কর্ত্তে লাগ্‌লেম নিষ্কাম ভাবে দেবতা পূজাও সহজ নহে দেখা যাক্ চেষ্টা করে কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারি।

তারপর দিন পুনরায় সেই ঠাকুর প্রণাম কালে নারায়ণ ঠাকুর সেইরূপ মৃদু হাসিলে লক্ষ্মীদেবা জিজ্ঞাসা করিলেন" আজও যে সেরূপ হাস্‌ছ।"

নারায়ণ। লোকটী চেষ্টা করছে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্কাম হতে পারছেনা, প্রণাম কর্‌ছে কিন্তু মনে ভাব্‌ছে তার কোন চাকুরী হউক।

লক্ষ্মী। তবে মনে কি ভাববে ?

নারায়ণ। মনে ভাববে দেবতার প্রতি মতি ও অথচলা ভক্তি থাকুক ও তাহার ভাব দেবতাই গ্রহণ করুক।

লক্ষ্মী। নিজের অভাব রয়েছে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে এরূপ ভাবা কি সহজ ?

নারায়ণ। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই ঐ লোকটিকে তুমি রামায়ণের ত্রিজট ব্রাহ্মণের গল্পটি শুনিয়ে দেও।

তখন লক্ষ্মীদেবী আমাকে বল্লেন "ওহে বাবুটি শুন চেষ্টা করে নিষ্কাম হও নিষ্কাম না হতে পার্‌লে কোন সুফলই পাবে না। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে রামরাজত্ব কালে তাহার রাজ্য মধ্যে ত্রিজট নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খননলব্ধ কন্দ মূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং নিয়তই তাঁহার কুঠার কুদ্দাল ও হলাকায় দণ্ড বিশেষ লইয়া বনে বিচরণ করিতে হইত। সে এবং তাহার দারিদ্য দুঃখ পীড়িতা পত্নী উভয়েই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কালযাপন করিত। তাহারা শুনিতে

পাইল শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালে প্রভূত অর্থ বিতরণ করিতেছেন। সেই ত্রিজট ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নিষ্কাম ভাবে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে জন সঙ্ঘ মধ্যে দেখিয়া বলিলেন সরযূ নদীর পর-পারে আমার বহু সহস্র গো আছে তাহা হইতে আমি এখন পর্য্যন্ত কাহাকে ও কিছু প্রদান করি নাই। আপনি আপনার হস্তস্থিত যষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া তত্রত্য গো গৃহের যত স্থান অতিক্রম করিতে পারিবেন, সেই স্থান মধ্যে যত যত গো থাকিবে আপনি সে সমস্তই পাইবেন। তখন ত্রিজট অতি ব্যগ্র ভাবে তাহার জীর্ণ উত্তরীয় কটিদেশে বেষ্ঠন পূর্ব্বক সেই যষ্ঠি যথাশক্তি বেগের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। সেই যষ্ঠি সরযূনদীর পরপারে যাইয়া বহু সহস্র গো-গৃহ অতি-ক্রম করিয়া বৃক্ষদিগের আবাস সমীপে পতিত হইল। রামচন্দ্র ইহা দর্শনে ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার আশ্রমে সরযূর পর-পারবর্ত্তী সেই গো সমুদয় প্রেরণ করিলেন ও সান্ত্বনার্থ তাহাকে বলিলেন আপনি রাগ করিবেন না আমি আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি। এই যে আপনার দূর নিক্ষেপণ শক্তি ইহাই জানিতে অভিলাষী হইয়া আমি আপনাকে ঐরূপ করিতে

বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ ত্রিজট সেই সমস্ত গো অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন ও রামের যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (বাল্মীকির রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৩২শ স্বর্গ) তাই বলিতেছি যে ব্যক্তি নিষ্কাম ও ভক্তিশীল দৈব তাহার প্রতি স্বতঃই অনুকূল।

এ কথাগুলি চিন্তা করিতে করিতে আমি বাড়ী ফিরিয়া চাকুরীর চিন্তা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ চিন্তাই করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের অভ্যাসে ভগবৎ চিন্তাই প্রবল হইল এবং উপযুক্ত চাকুরীও জুটিল।

আমি মনে ভাবিলাম বিখ্যাত ইংরেজ লেখক প্রকৃত কথাই লিখেছেন।

"Trust in God ; not in one thing or another but in all. Resign the care of this wonderer to His guidance."

—Landor.

২। বাল্মিকী

কোন বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছি। হঠাৎ এক সুবৃহৎ বিল্ব বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মাণ এক বৃদ্ধ তেজপুঞ্জ ঋষিকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। পক্ক কেশ সমুজ্বল চক্ষু গৌরবর্ণ দিব্য প্রভাময় কান্তি বিশিষ্ট ঋষিকে দর্শনে আমি শ্রদ্ধাভক্তিতে আপ্লুত হইলাম। ভক্তি বিস্মিত চিত্তে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সত্যযুগের রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মীকি। সমূহ এই ধরাধাম একবার দেখ্‌তে এসেছি। আমাদের সময়ে অন্য এক বাল্মীকি মুনি ও ছিলেন তিনি রামায়ণ প্রণেতা নহে।"

ভক্তি ভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এখন এই দেশ কিরূপ দেখিলেন?

বাল্মীকি। বাহ্য সম্পদ অনেক বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক বড় অবনতি দেখিতেছি।

আমি। আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ কি ?

বাল্মীকি। বৈদেশিক প্রভাব।

আমি। বৈদেশিক অনেক জিনিষই ও ভাল আছে।

বাল্মীকি। ভাল জিনিষের অনুকরণ বা অনুসরণ বড় হচ্ছে না। খারাপ জিনিষ কু-ভাবেই সাধারণতঃ বেশী অনুকরণ হচ্ছে। লোক সাধারণতঃ চঞ্চল ও কুভাবাপন্ন সুতরাং লোক চরিত্রের উপর কু-ভাবের প্রভাবই অধিক হইয়া পড়ে।

আমি। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় কি ?

বাল্মীকি। সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার শাস্ত্র চর্চ্চা সৎসঙ্গ ইত্যাদি।

আমি। কৃষি বাণিজ্য কিরূপ দেখিলেন ?

বাল্মীকি। বাণিজ্যের প্রসার অনেক বেড়েছে কিন্তু কৃষির বড় অবনতি ইহাতে দেশ ক্রমশঃ বড়ই দরিদ্র হয়ে পড়িতেছ।

আমি। কৃষির অবনতির কারণ কি ?

বাল্মীকি। কতক প্রাকৃতিক ফল কতক অর্থাভাব। কৃষক ও শ্রমজীবি দিগের অর্থ যথেষ্ট থাকে তৎপ্রতি

সকলেরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তাহাদিগের নিকট হতে অর্থ শোষণ করিয়া নিলে পরিণামে দেশই অর্থ হীন হয়ে পড়্‌বে।

আমি। দেশের সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ?

বাল্মীকি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবভাষা সংস্কৃতের যথোচিত প্রসার হইতেছে না। দেশীয় অন্যান্য সাহিত্যের অহিতকর প্রসার হইতেছে।

আমি। সে কিরূপ?

বাল্মীকি। দেশীয় সাহিত্যাদি সংখ্যায় বাড়িতেছে সত্য কিন্তু তাহার অধিকাংশই সার বিহীন অহিতকর। সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণই মৌলিকতা তাহার পূর্ণ অভাব।

আমি। ইহার কারণ কি?

বাল্মীকি। অনুচিত ভাবে—পাশ্চাত্য জিনিষের এবং পৌরাণিক সাহিত্য ও প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ এবং লোকের সাধারণ অক্ষমতা।

আমি। সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টি কি হইতেছে না?

বাল্মীকি। অধিকাংশই তর্জ্জমা বা অনুবাদ চুরি, ডাকাইতি তাহা আবার অস্বীকার বা স্বীকার বিহিন। এ দোষটি বোধ হয় সাহিত্যিকদের স্বাভাবিক। এমন

কি স্বয়ং ব্যাসদেব ও বোধ হয় এ দোষ হ'তে মুক্ত নহে। আমার রামায়ণখানি হতে অনেকেই অনেক জিনিষ নিয়েছে, অথচ তাহা স্বীকার অনেকেই করে নাই। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন, আমিই প্রথমতঃ আমার রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে অষ্টবিংশতি সর্গে প্রকটনকরি তাহা হইতেই গীতা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে উহা নেওয়া হইয়াছে এবং

ইহা রামায়ণে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তর কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত নহে।

আমি। সে কিরূপ?

বাল্মাকি। রাবণের দিগ্বিজয় বিবরণ পড় নাই কি?

আমি। উহা পড়িলেও হয় ত বিশ্বরূপ দর্শন লক্ষ্য করি নাই।

বাল্মীকি। কৃত্তিবাস সম্ভবত সে ঘটনাটি তাহার অনুবাদে দেয় নাই।

আমি। তা হবে। কৃত্তিবাস অনেক ঘটনাই পরিত্যাগ ক'রেছে।

বাল্মীকি। তোমরা পড়িবার সময় সব বিষয় সাধারণতঃ লক্ষ্য কর না। সে বিষয়টি এই প্রবল পরাক্রান্ত রাজা দশানণ দিগ্বিজয়ের সময় নানা দেশ দিগ্বিজয়ান্তর পাতালে প্রবেশ করিলেন তথায় এক দ্বীপ মধ্যে মহামুনি

কপিলকে ধ্যাননিমগ্ন সমাধি অবস্থায় দর্শন করিয়া তাহাকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এই মহামুনি কপিলই বিরাট পুরুষের প্রতিকৃতি। তখন রাবণ তাহাতে বিশ্বরূপ দর্শনে স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত হইল। তুমি বাঙ্গালী হয় ত সংস্কৃত জান না রাজকৃষ্ণ-রায়ের রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডের অষ্টোবিংশতি সর্গ দেগ।

"উরুহ্যাশ্রিত্যো তস্থাতে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ।
বিশ্বদেবাকটি ভাগে মরুতো বস্তি পার্শ্বয়োঃ ॥১৮
"মধ্যেঽষ্টৈর্ণ বসবস্তস্য সমুদ্রাকুক্ষিতাস্থিতাঃ—।
পার্শ্বাদিষুদিশঃ-সর্ব্বসর্ব্বসন্ধিষুমারুতঃ ॥১৯
ইত্যাদি উত্তরাকাণ্ড অষ্টবিংশতি সর্গঃ

আমি। তাই-ত দেখছি। এখানে কাব্যাদি এখন কিরূপ হচ্ছে।

বাল্মীকি। কিছুই হচ্ছে না।

আমি। সে কিরূপ? এত কবিতার ছড়াছড়ি অথচ কায্য কিছু হচ্ছে না কেন বলিতেছেন?

বাল্মীকি। কাব্যের প্রধান অবলম্বনীয় বিষয় ধর্ম্ম তৎপর হৃদয় বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি। এ সব লক্ষ্য না করিয়া কাব্য লিখিলে কাব্য ভাল হতে পারে না। অধুনা হৃদয় বৃত্তি প্রভৃতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহাতেই

কাব্যাদি হিতকর ও স্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারিতেছে না। একখানি সুবৃহৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাব্য ও (Heroicpœm) সৃষ্টি হতেছে না। চুট্‌কী কবিতায় বাশীর গান বা প্রেমের হাওয়াই দেখা যাইতেছে। একথা বলেই বল্মীকি ঋষি মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলেন। আমিও দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তথা হতে চলে আস্‌লেম।

৩। নাট্য-কলা

কলিকাতয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছি বাম ধারে থিয়েটার ঘর উচ্চ মাথা তুলিয়া রাস্তার দিকে চেয়ে যেন দর্শকবৃন্দ আহ্বান করিতেছে, সুবিস্তৃত দেহ নিয়া অনেকস্থান জুড়িয়াই দাঁড়াইয়া আছে। আমি উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই গৃহটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাওয়া হচ্ছে ? থিয়েটারে দেখ্‌বে নাকি ?

আমি। না, থিয়েটার দেখার এখন আমার সখ-আগ্রহ নাই।

নাট্যগৃহ। কেন ?

আমি। থিয়েটার দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছে।

নাট্যগৃহ। কেন ?

আমি। আমার নিকট এসব ভাল বোধ হয় নয়। তোমার কলেবর বেশ মোটা দেখ্‌ছি বোধ হয় বেশ পয়সা জুট্‌ছে।

নাট্যগৃহ। আমার কলেবর মোটা দেখ্‌ছ সত্য কিন্তু ভিতর শূন্য খোল।

আমি। সে কিরূপ?

নাট্যগৃহ। সেই খোলের ভিতর সৌখিন নরনারীলয়ে তাহাদের অর্থশোষণ করে ছেড়ে দিই।

আমি। তবেত অর্থ যথেষ্টই হচ্ছে?

নাট্যগৃহ। অর্থ অনেকই আস্‌ছে সত্য কিন্তু অত্যাধিক ব্যয় প্রফুল্ল সবই শুষে যাচ্ছে শেষে ধার কেবল ধারই বাড়্‌ছে।

আমি। নাটকাদি জম্‌ছে কেমন?

নাট্যগৃহ। কুলীনকুল সর্ব্বস্ব নাটক হতে এ পর্য্যন্ত অনেক নাটকই'ত হয়েছে। মাইকেলের নাটক, দিনবন্ধু মিত্রের, গিরিশ ঘোষের, ডি, এল, রায়ের নাটক প্রভৃতি অনেক নাটক'ত হয়েছে। অধুনিক অনেক নাট্যকারের ও উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সব নাটকই প্রায় জলবুদ্বুদ, নাট্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না।

আমি। কেন?

নাট্যগৃহ। গ্রীসীয় সৌন্দর্য্যের অভাব, দর্শন তত্ত্বের পুর্ণ ক্ষীণতা, ধর্ম্মতত্ত্বের হানতা। রসাদির সামঞ্জস্য ও সমতাহীনতা। রসাদির সম্যক বিকাশাভাব।

আমি। প্রত্যহ কত লোকই থিয়েটার দেখ্‌ছে তবে একথা বল্‌ছ কেন ?

নাট্যগৃহ। যারা দেখ্‌ছে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

আমি। কি প্রকারে জান্‌লে ?

নাট্যগৃহ। তাহাদের কথোপকোথনেই সব জানা যাচ্ছে।

আমি। সঙ্গীত হচ্ছে নাচ হচ্ছে, করতালি পড়্‌ছে তবু কেন একথা বলিতেছ ?

নাট্যগৃহ। সঙ্গীত নাচ হচ্ছে নরনারীদিগকে মুগ্ধ জন্য কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ সাময়িক মুগ্ধ হচ্ছে পরে বিরক্তিভাব হইতে তাহাদের নিস্পৃহা হয়। মাঝে মাঝে যে করতালি হচ্ছে সে সামরিক উত্তেজনা প্রযুক্তই হয়ে থাকে উহার কোন মূল্য নাই।

আমি। এখনকার নাটকগুলি কি লোকের রুচির অনুরূপ হচ্ছেনা !

নাট্যগৃহ। লোকের সাময়িক রুচির অনুরূপ নাটক সৃষ্ট নইলে তাহার স্থায়িত্ব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল।

আমি। লোকের যে নাটক দর্শনে মনোরঞ্জন হয় তাহাই স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

নাট্যগৃহ। সাময়িক মনোরঞ্জনের সঙ্গে স্থায়ীত্বের

সম্বন্ধ নাই। এ পর্য্যন্ত যত নাটকাদি হয়েছে কি হতেছে তাহাতে কেবল একটি উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান—সাময়িক মনোরঞ্জনের দ্বারা অর্থকরী উদ্দেশ্য। ইহাতে নাটকাদির স্থায়িত্ব হতে পারেনা। নৃত্য সঙ্গীত দৃশ্যপটাদি দ্বারা লোকের সাময়িক চিত্তরঞ্জনে নাটকের দীর্ঘস্থায়িত্ব হতে পারেনা।

আমি। নাটকাদির দীর্ঘস্থায়িত্ব কি হলে হতে পারে?

নাট্যগৃহ। নাটকাদিতে ধর্ম্মদর্শনাদিদ্বারা সর্ব্বরসের সুসমন্বয় করিয়া উহা পাঠপযোগী করা আবশ্যক, উহারা পাঠোপযোগী হইলেই স্থায়ী ভাবে দৃশ্যপোযোগী হইবে। এ পর্য্যন্ত যত নাটকাদি সৃষ্টি হয়েছে তাহা সর্ব্ব রস সুসমন্বয় বিহীন, সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী নহে সুতরাং স্থায়ীত্বগুণ বিহীন।

একথা বলিয়া নাট্য গৃহ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নীরব হইলে আমি গন্তব্য স্থলে চলিয়া গেলাম।

৪। অনুভাষী

পরদিন গড়ের মাঠে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে গিয়েছি মনে মনে আশা যে আজ কোন মূর্ত্তি তথায় দেখা যাইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল তজ্জন্য তথায় আমার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। নিরাশ চিত্তে বাড়ী ফিরিতেছি এরূপ সময় সম্মুখে দেখি ভীষণ মূর্ত্তি দশমূণ্ড কুড়িহাত। আমি তৎদৃষ্টে ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। আমাকে ভীত চকিত দৃষ্টে মূর্ত্তিটি আমাকে শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল!

"কি হে" আমাকে দেখে ভয় পেলে না কি?"

আমি। তা নয় তবে কি না আপনি কে জান্তে না পেরে কিছু বিচলিত হয়েছি।

মূর্ত্তি। আমি ত্রেতাযুগের দশানন রাবণ রাজা।

আমি। আপনি এ সময় এখানে কি জন্য?

দশানন। এই স্থান ভারতের রাজধানী, তাই দেখ্‌তে এলাম। জীবনে অনেক পাপ করেছি এবং জীবনেই তাহার যথেষ্ট ফল ভোগ করেছি; তাই জান্‌তে এসেছি, এখানে কিরূপ পাপাচারণ হচ্ছে।

আমি। সে বিষয় কিরূপ জান্‌তে পেলাম?

দশানন। কিছু কিছু জান্‌তে পেরেছি বৈ কি। খুন, জখম, স্বামী হত্যা, স্ত্রী হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, পরদার পরস্ব হরণ; গুণ্ডামি, ভণ্ডামি, গাইট কাটা, জুয়াচুরী, স্ত্রী চুরী, পত্যন্তর গ্রহণ প্রভৃতি অনেক রকম পাপই আছে।

আমি। এ সব পাপীদের শাস্তি কি?

দশানন। ইহ জীবনেই নরক যন্ত্রণা ভোগ ও ঘোরতর শাস্তি ভোগ।

আমি। আপনার জীবনে কি শাস্তি ভোগ করেছেন?

দশানন। আমি গর্হিত পাপের মধ্যে কেবল পরদার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেম। তজ্জন্য শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি। রম্ভাবতীকে বলাৎকার করায় অভিশপ্ত হই যে, পুনরায় কেহকে বলাৎকার করিলে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। সে জন্য সীতাকে আর বলাৎকার করিতে পারি নাই। এই পর স্ত্রী লোলুপতাই আমার মৃত্যুর কারণ। বেদবতীর উপাখ্যান হইতেই তাহা জানা যায়।

আমি। সে উপাখ্যানটি কি ?

দশানন। তাহা রামায়ণে এইরূপ সঠিকই বর্ণিত আছে।

“বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা—
তপস্যা করেন বনে হিমাংশু বদনা।
পবিত্র আকৃতি তার পবিত্র প্রকৃতি—
স্তব্ধ সত্বা শুদ্ধ মতি সূর্য্যসম দ্যুতি।
দৈব যোগে রাবণ তথায় উপনীত—
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত।
অতিথি আকারে কন্যা দিলেন আসন
কামে মত্ত দশানন জিজ্ঞাসে তখন।
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী।
এরূপ যৌবন ধন না কর বিনাশ—
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস।
কন্যা বলে, মোর কথা কহিতে বিস্তর—
যে হেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর।
কুশধ্বজ পিতা, পিতামহ বৃহস্পতি
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী।
দিবেন উত্তম স্থানে এই তার পণ—

কে আছে উত্তম পতি বিনে নারায়ণ।
অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার—
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিশ্চয় পিতার।
ইতি মধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য হস্তে পিতা
মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃতা।
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে
কত দিনে পাইব সে শ্যাম পীত বাসে।"

সেই অতুলনীয়া সুন্দরী কন্যার এইরূপ বিবরণ শুনিয়া তাহাকে অনেক প্রলোভন বাক্য বলিলাম, তাহাতে সে ভুলিল না। তারপর তার কেশে ধরিয়া বলাৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম। বালিকা হলেও সতীর তেজ অসাধারণ। সেই সতী বালিকা আমার ন্যায় পরাক্রমশালী ব্যক্তির হস্ত হইতে অনায়াসে নিজকে মুক্ত করিয়া তপস্যার জন্য যে হোমাগ্নি প্রস্তুত ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিল। অগ্নিতে প্রবেশের পূর্ব্বে সেই রূপসী তেজোময়ী কন্যা করযোড়ে প্রার্থনা করিল—

"অগ্নিকে প্রার্থনা করি করে বহু সেবা—
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মিলেন অযোনি-সম্ভবা।
নারায়ণ স্বামী হন জন্ম জন্মান্তরে—
মোর লাগি রাবণ সংবশে যেন মরে।

রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোক দুঃখী—
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী।"

সতী রমণীর অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না—সেই বেদবতীই সীতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হয়।

আমি। সেই বেদবতীই সীতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে আপনি হরণ করিতে গেলেন কেন?

দশানন। সীতাকে হরণ করিতে যাওয়ার আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল না, ভগ্নি সূর্পনখার উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনি। তজ্জন্য শাস্তি উপযুক্ত রকমই হয়েছে।

আমি। আপনার জীবিত সময়েও আপনার শাস্তি বিশেষ হয় নাই।

দশানন। আমার জীবিত সময়েই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বীরবাহুর মৃত্যু হইতেই শাস্তি আরম্ভ মেঘনাদ বধে আমার বক্ষে বজ্রপাত।

আমি। সীতাকে তবে ফিরিয়ে দিলেন নাকেন?

দশানন। গর্ব্বহানি ভয়ে, লোকের নিকট খর্ব্ব ও হাস্যাস্পদ হতে হবে এই আশঙ্কায়। কিন্তু অনুতাপের ত্রুটি হয় নাই। অহর্নিশি অনুশোচনায়ই গিয়েছে তাই

যুদ্ধে ধর্ম্মাবতার শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু ও স্বর্গলাভ। ইহধামে অনুতাপ অশ্রুই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও মূল্যবান। এক স্বর্গদূত স্বীয় দুষ্কৃতের জন্য স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এল। আদিষ্ট হল যে পৃথিবী হ'তে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ নিতে পারিলে পুনরায় স্বর্গগামী হবেন। সে বহুমূল্য জিনিষ নিল কিন্তু দেবরাজের মনোনীত হল না। এক ভ্রষ্টা রমণীর মুক্তাফল সদৃশ অনুতাপাশ্রু জল দৃষ্টে তাহা নেওয়ায় পুনরায় স্বর্গবাস আদেশ পেল। এইরূপ বলিয়া দশানন অন্তর্ধান হইলে আমার স্মরণ হইল—"The cares of the Lord are always open to those who confess their sins to confessor"

Landor.

Acc 22628

৭। নারী-জাগরণ

সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে পার্কে বেড়াইতে গিয়েছি। দেখি সেখানে নারী জাগরণের সভা হইতেছে। সভার কার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই, সমবেত নারীকণ্ঠে সঙ্গীত হইতেছে।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,

এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ইত্যাদি—

অনেক রমণীই সভায় উপস্থিত। একজন সুন্দর মুখাবয়ব সম্পন্না প্রৌঢ়া রমণী সভানেতৃর আসনে উপবিষ্টা। রমণীদের বক্তৃতা চলিতে লাগিল—আমি নিকটস্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়ায়েছি, মাথার উপর হইতে বৃক্ষটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি দেখ্‌ছ, কি শুন্‌ছ?"

আমি। এই নারীজাগরণের সভা দেখ্‌ছি বক্তৃতা ।ছি।

বৃক্ষ। তুমি এসব কি মনে কর ?

আমি। কি যে মনে কর্‌ব ঠিক পাচ্ছিনা।

বৃক্ষ। এই যে গানটি শুনলে কত বৎসর উহা হয়েছে।

আমি। অনেক বৎসর হবে।

বৃক্ষ। ন্যূনপক্ষে তদবধি নারীজাগরণ চল্‌ছে।

আমি। তা হবে।

বৃক্ষ। সে অবধি এ পর্য্যন্ত নারীদের ভিতর কি উন্নতি দেখ্‌তেছ ?

আমি। অনেক রমণী বি, এ, এম্‌, এ হয়েছে, অনেক পদ্য গদ্য লেখিকা ও হয়েছে।

বৃক্ষ। অবনতি কিছু দেখ্‌ছ ?

আমি। হ্যাঁ, অনেক রমণী অবিবাহিতা রয়েছে, স্বেচ্ছাচারীতাও কিছু বেড়েছে।

বৃক্ষ। সে সামান্য।

আমি। হ্যাঁ।

বৃক্ষ। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। শিক্ষোন্নতির ঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ কমে যাবে। গৃহস্থালীর অবনতি য়েছে কি ?

আমি। গৃহস্থালীর কোন অবনতি হয় নাই এবং ভাল বন্দোবস্তও সুশৃঙ্খলার জন্য উন্নতি কিছু হয়েছে ও হচ্ছে।

বৃক্ষ। ইহা শিক্ষোন্নতি প্রযুক্তই হচ্ছে। কার্য্যক্ষেত্রে নারী পুরুষের কিরূপ সহায় হচ্ছে?

আমি। হ্যাঁ, অনেক সহায় হচ্ছে।

বৃক্ষ। মুখ্য ভাবে বা গৌণ ভাবে রমণী কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পূর্ব্ব হইতেই সহায়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখ। সীতা ভিন্ন দুষ্ট রাবণ বংশ ধ্বংস হইতনা। হনুমান সীতান্বেষণে যাইয়া সীতাকে অশোকবনে দেখিতে পাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া নিয়া যেতে চেয়েছিল কিন্তু সীতা তাহাতে স্বীকার হয় নাই। সেরূপ স্বীকার হইলে রাবণ বংশ ধ্বংস হইত না। সাবিত্রী দময়ন্তী নিজ নিজ স্বামীর জীবনসঙ্গিনী। দ্রৌপদীর গতিকেই মহাকুরু যুদ্ধেও অত্যাচারী কুরু বংশ ধ্বংস। পূর্ব্বের দেবতাদের কথা বিবেচনা করিলেও কালীদুর্গার কথা ভেবে দেখ্‌তে পার।

আমি। কালী দুর্গা'ত অস্ত্র হস্তে যুদ্ধ করেছিলেন।

বৃক্ষ। তোমাদের দেশে সে দৃষ্টান্তরও অভাব নাই। পাশ্চাত্য দেশে যেরূপ জোয়ান অব আর্ক (joan of Arc) ভারতবর্ষেও সেরূপ লক্ষীবাঈ প্রভৃতি ছিল।

আমি। আমাদের বঙ্গদেশে বোধ হয় সেরূপ দৃষ্টান্ত মিলিবেনা।

বৃক্ষ। তাহাও মিলিবে। চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী বালবিধবা ছিল। যৌবনে সোণার গাঁয়ের ভূম্যাধিকারী ঈশাখার সাথে যোগ হয়। ঈশাখার যুদ্ধে মৃত্যুর পর স্বর্ণময়ী স্বয়ং সম্রাট সেনানীয় বিরুদ্ধে সৈন্য চালাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। সেরূপ দিন আর হবে না। অতএব নারী জাগরণ সর্ব্বতোভাবে দেশের উন্নতির কারণ। বৃক্ষটি তৎপর নীরব হইলে আমি আনন্দিত মনে গৃহে ফিরিলাম।

৮। পাঠাগার

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহু পাঠাগার সৃষ্টি হয়েছে। ইহা দেশের বহু উপকারের লক্ষণ। কিন্তু অনেক পাঠাগারই নামে মাত্র আছে, সেরূপ পাঠাগার থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। অদ্য সকালে এক পাঠাগারে গিয়াছিলাম। গিয়ে দেখিলাম, অধ্যক্ষ দুইটি আলমারী নিয়ে সাম্‌নের টেবিলে কয়েকখানি খবরের কাগজ রেখে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "catalogue (বইয়ের তালিকা) আছে?"

অধ্যক্ষ। আছে। হাতের লেখা দেখুন।

এই বলিয়া তিনি বইর ইংরেজী বাংলা তালিকা আমার নিকট রাখিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। সে ঘর তাহার থাকিবার ঘর। অনুসন্ধানে জানিলাম, অধ্যক্ষ বাবুটি ক্ষুদ্র বেতনে কোন অফিসে চাকুরী করে।

বাড়ীতে তিনখানি ঘর মাত্র তাহার ভাড়ার মধ্যে। দুইখানিতে সে পরিবার নিয়ে থাকে, অপরখানিতে লাইব্রেরী খুলেছে। লাইব্রেরীর মাসিক চাঁদা ॥০ আনা ও এক টাকা, এককালীন আমানত কর্ত্তে হয় ৪৲ চারি টাকা।

অধ্যক্ষটি ভিতরে চলিয়া গেলে টেবিলটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

“আপনি কি চাঁদা দিয়ে এখানে ভর্ত্তি হবেন?

আমি। আমি এখনও তাহা বল্‌তে পারি না, বইর তালিকা দেখে নেই, কি কি বই আছে।

টেবিল। তবে তালিকা না দেখাই ভাল।

আমি। কেন?

টেবিল। সব পুরাণো বই, দান-দাতব্যের বই।

আমি। নূতন বই খরিদ হয়না? প্রত্যেক সনই ত কিছু কিছু নূতন বই খরিদ হওয়ার কথা।

টেবিল। সামান্য দুই একখানি উপন্যাস বা গল্পের বই কেনা হতে পারে।

আমি। চাঁদার টাকা দিয়ে কি কাজ হয়?

টেবিল। তাহা অধিকাংশই বাবুর খরচেই যায়।

আমি। পাঠাগারে অন্য প্রকারের খরচ আছে কি?

টেবিল। আছে, মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বৎসরে তিনশত এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হতে মাসে দশ টাকা আসে।

আমি। সে সব টাকা কি হয়?

টেবিল। সে সব টাকাই বাবুর নিজ খরচে যেয়ে থাকে।

আমি। তবে এ পাঠাগার হয়েছে বাবুর নিজ আয়ের জন্য? আমাদের বাঙ্গালী এত ক্ষুদ্র প্রকৃতির তাহা জানিতাম না।

টেবিল। হ্যাঁ, তাই ত দেখ্‌ছি।

আমি। সাধারণতঃ কিরূপ সব বই লোকে পড়ে?

টেবিল। গল্প উপন্যাসের বই সাধারণতঃ লোকে নিয়ে পড়ে।

আমি। পাঠাগার কিরূপভাবে গঠন হওয়া উচিত?

টেবিল। পাঠাগার নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের আয়ের পন্থা হওয়া উচিত নহে।

আমি। তাহাও ঠিক কথা। তবে উহা কি ভাবে গঠন হইলে ভাল হয়?

টেবিল। সব ভাষারই ভাল ভাল বই রাখা উচিত এবং সে সব বইর তালিকা সর্ব্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরূপ ভাবে পাঠাগারের সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক পাঠাগারের পৃথক পত্রিকা থাকা আবশ্যক।

আমি। নারীগণ লাইব্রেরীতে আসে কিনা?

টেবিল। ক্বচিত তাহারা আসে। তাহাদের পাঠাগারে আসার সুবিধা থাকা আবশ্যক। এ জন্য পৃথক ঘর থাকা প্রয়োজন।

আমি। সকলে ত আর পাঠাগারে আসে না, তাহাদের পক্ষে পুস্তক পাঠের কি সুবিধা হইতে পারে?

টেবিল। বাহক দ্বারা প্রত্যেক ঘরে ঘরে, বাড়ী বাড়ী বেছে বেছে বই পাঠান উচিত। ইহাতে লোকের পাঠাগারের প্রতিও আকর্ষণ হবে এবং বই পড়ারও স্পৃহা হবে। বই পড়াই মহৎ সঙ্গ লাভ ও জ্ঞানার্জ্জন জনিত পরম আনন্দ উপভোগের প্রশস্ত সোপান।

এইরূপ বলিয়া টেবিলটি নীরব হইলে আমি তথা হতে প্রফুল্ল মনে চলিয়া আসিলাম।

৩০। দেবীরাণী

সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়েছি ; কলকল্লনাদে গঙ্গা ছুটিয়াছে, কত নৌকা পালভরে তাহার উপর দিয়া ছুটিয়াছে। আমি তদ্দৃষ্টে শুষ্ক হৃদয়েও কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, রাত্রিও হইল, চন্দ্রদেব আকাশে হাসিয়া উঠিয়া স্বর্ণরশ্মিতে গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে দীপ্ত করিয়া যেন আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। আমি এ সময় কিছু ভগবৎপ্রীতি বোধ করিতে লাগিলাম। এরূপ সময় দেখিলাম, একখানি সুশোভন বজ্‌রা আসিয়া তীরে লাগিল। বজ্‌রার ভিতর হইতে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী দিব্যাবয়ব সম্পন্না যুবতী রমণী বীণা হস্তে আসিয়া বজ্‌রার উপরে বসিল। তাঁহাকে দর্শনে আমার হৃদয়

ভক্তিশ্রদ্ধাপ্লুত হইল। আমি তীর হইতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

রমণী অপ্সরা বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে উত্তর করিল,—"আমি সেই দেবীরাণী, যাহার বজ্‌রা পূর্ব্বকালে তিস্তা হইতে হুগলি গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে যাতায়াত করিয়াছে। যাহার নাম—ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই দেবীরাণী।"

আমি। আপনি এ সময় এখানে কি জন্য?

দেবীরাণী। দেখিতে আসিলাম, সংসার এখন কিরূপ চলিতেছে—প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক সংসারে কিরূপ আছে!

আমি। প্রকৃত বুদ্ধিমান আপনি কাহাকে বলেন?

দেবীরাণী। রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে—

"পুরুষাঃ সুলভঃ রাজন্ সতত প্রিয়বাদিনঃ—।
অপ্রিয়স্য পথ্যাস্য বক্তাশ্রোতা চ দুর্লভঃ—॥

২১ শ্লোক

বাল্মীকির রামায়ণ—১৬শ সর্গ, লঙ্কাকাণ্ডে—

"সুপ্রিয় বচন রাজা সহজেই মিলে।
দুর্লভ জগতে বাণী প্রিয় হিতকর॥
যে জন যথার্থ বন্ধু অপ্রিয়ও বলে।

যদি তাহা হয় যথার্থই হিতকর॥
এহেন অপ্রিয়বাণী শুনি যেই জন।
তার অনুগত কাজ করে প্রাণপণে॥
সেইজন বুদ্ধিমান যথার্থ সুজন।
এহেন মানব কিন্তু দুর্লভ ভুবনে॥

আমি। সাংসারিকের পক্ষে হিতকর বাক্য কি?

দেবীরাণী। অর্থের সদ্ব্যবহার করা—ইহাই প্রধান হিতকর বাক্য। ইহা যে কার্য্য দ্বারা অনুসরণ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

আমি। অর্থের সদ্ব্যবহার কি প্রকারে করা কর্ত্তব্য?

দেবীরাণী। উপযুক্ত পাত্রে দান।

আমি। আপনি কি সেরূপ করেছেন?

দেবীরাণী। আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় কঠোর সাধনায়—আমার সেই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি। অতি নীচু হতে অতি উচ্চে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিদোষে সাধনা পথ ভ্রষ্ট হইয়া শেষ অকৃতকার্য্য হই।

আমি। কেন?

দেবীরাণী। ইংরেজ কবি সেক্সপীয়র প্রকৃতই বলিয়াছেন—

"But it is a common proof
That lowliness is young ambition's ladder.
Whereto the climber upward turns his face;
But when he once attains the upmost round
He then unto the ladder turns his back
Looks in the clouds, scorning the base-
degrees
By which he did ascend."

Julias Ceaser.

সাধনের ত্রুটিতেই শেষে অকৃতকার্য্য হই। [Se I

আমি। আমার বোধ হয় কার্য্যটি অসম্ভব বলেই অকৃতকার্য্য হন। ইতিহাস বলে আপনি আপনার দলের লোক দ্বারা ডাকাতি করিয়া লোকের অর্থ লুণ্ঠন করিতেন।

দেবীরাণী। ইতিহাস সব কথা সত্য লিখেনা; ইতিহাসে আমার সৎকার্য্যের কিছু উল্লেখ নাই, আমার শেষ কি হল তাহাও লিখা নাই। অপাত্র হইতে অর্থ আনিয়া আমি উপযুক্ত পাত্রে দান করিতাম। অর্থের যাহারা সদ্ব্যবহার করেনা তাহাদের নিকট অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। সংসারে পরোপকারই প্রধান

ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পালনই আমার উচ্চাভিলাষ ছিল। অর্থ দ্বারাই সাধারণতঃ পরোপকার সাধন করা যেতে পারে, আমি তাহাই করিতাম। এই সংসারে কত কত লক্ষপতি জমিদার তালুকদার দোকানদার বণিক, চাকুরে ইত্যাদি রয়েছে ইহাদের কয়জনে অর্থের সদ্ব্যবহার করে? অর্থশালী ব্যক্তি পরোপকারী নহে বলিয়াই অধিকাংশ লোকের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থা। অর্থশালী ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া অনেক কুকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়না এবং পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে। অর্থের সমতা সংস্থানেই সংসারের সমতা ও সুশৃঙ্খলতা।

আমি। তাহা হতে পারে। কিন্তু উহা কল্পনার কথা কতদূর সুসাধ্য বলা যায় না। আপনার শেষ অবস্থা কি হল?

দেবীরাণী। নারায়ণ, স্বামী নারায়ণে লয়। ইহলোকে আমার অন্য কোন স্বামী ছিলনা। যোগ সাধনায় আমি নারায়ণে লীন হলেম। ইহার অন্যথা বর্ণনায় আমার চরিত্রের অসঙ্গত অপকর্ষ সৃষ্টি। তৎপর দেবীরাণীর বজ্রা অন্তর্হিত হলে আমি চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিলাম।

৮। অধ্যাপক মোক্ষমূলর

আজ ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়েছি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, বৈদ্যুতিক আলো চারিদিকে জ্বলিয়াছে ; আমি নীরবে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া বিবিধ চিন্তা করিতেছি ও কত লোক আসিতেছে যাইতেছে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছি। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। আমার বাড়ী ফিরিবার সময় হয়েছে স্থানটিও নির্জ্জন হয়েছে। বাড়ী ফিরিবার জন্য দাড়িয়েছি, অমনি সন্মুখে এক সাহেব প্রৌঢ়মূর্ত্তি দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হলেম। আমাকে তদবস্থ দর্শনে সাহেবটি বলিল,—"মাভৈঃ! মাভৈঃ !!"

আমি ইহাতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—অবস্থা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। সাহেব তখন বলিল,—

দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্
ত্যাজ্যোদুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলী বোরগক্ষতা ॥
কালীদাস—রঘুবংশ—১ম সর্গ—২য় শ্লোক

শত্রু হইলেও শিষ্টে পালেন নৃপতি
তিক্ত ঔষধেরে রোগী আদরে যেমন ;
প্রিয়জন দুষ্ট হলে দণ্ডেন সুমতি
কে না ত্যজে সর্পদষ্ট অঙ্গুলী আপন ?”

নৃপতিকুল শিষ্টব্যক্তিকে পালন করে থাকেন। তুমি শিষ্টজন, তোমার ভয়ের কারণ কি ?

আমি। আপনি কে ? আপনি দেখ্‌ছি আমাদের বাঙ্গলা সংস্কৃত সবই জানেন। আপনি নিশ্চয়ই বিশেষ জ্ঞানী ও সুমহৎ ব্যক্তি।

সাহেব। আমি অধ্যাপক মোক্ষমূলর। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি এত লিখেছি, তাই ভারতবর্ষ একবার দেখ্‌তে এলেম।

আমি। আপনার লিখিত অনেক বই দেখেছি।

সাহেব। অনেক বই পড়েছি এবং অনেক বইও লিখেছি কিন্তু এখনও জীবনে মহাত্মা বেকনের বাক্যের সার্থকতা বুঝি না। তিনি বলেছেন,—Reading

maketh a wise man, writing a perfect man."

এ বাক্যের সার্থকতা আমার জীবিতকালে হয়েছে কিনা জানি না।

আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাত্মা বেকনের ঐ বাক্য আপনার জীবনে পূর্ণভাবেই সফল হয়েছে। কিন্তু এই বর্ষাকালে এখানে এসে ভাল করেন নাই। বর্ষাকালে এস্থান ভাল নহে।

মোক্ষমূলর। এখানেও বর্ষা বড় দেখ্‌ছিনে, আকাশে কেবল মেঘই দেখ্‌ছি। ইংরেজী কবি Wordsworth লিখেছেন,—

Army of clouds ye winged Host in troops
Ascending from the motionless brow,
Of that tallrock, as from a hidden world
Oh wither with such eagerness of speed or
What seek ye ? or what slum ye ? of the gale
Companious, fear ye to be left behind ? etc"

Wordsworth "To the clouds.'

এই বিভিন্ন বর্ণের মেঘপুঞ্জের ভিতরেও অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা রয়েছে।

আমি। আপনি ভাবুক ব্যক্তি' কাজেই সকল জিনিষের ভিতরেই শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখেন।

মোক্ষমূলর। এই বিশ্বের সকলের ভিতরই বিশ্বনিয়ন্তা প্রকটিত। তাঁহার সৌন্দর্য্য সব জিনিষেই মানুষের পক্ষে অনুভব করা অস্বাভাবিক নহে।

আমি। মানুষরূপধারী সকলেরই কি প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে? প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পন্থা কি?

মোক্ষমূলর। শিক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়।

আমি। তা' হলে আমাদের স্কুল-কলেজের উচ্চ শিক্ষিত সকলেরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে।

মোক্ষমূলর। তাহাদের সকলেরই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে, তাহা মনে হয় না। যাহাদের আছে তাহা নিজেদের চেষ্টায় হয়েছে।

আমি। কেন?

মোক্ষমূলর। তোমাদের দেশের স্কুল-কলেজে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, কেবল পরীক্ষা পাশের জন্য যে পরিমাণ শিক্ষা প্রয়োজন, তাহাই ক'রে থাকে। ছাত্রগণ বাহিরের শিক্ষা পেয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে, সেদিকে অধ্যাপক বা অধ্যক্ষদিগেরও বিশেষ লক্ষ্য

নাই। সেজন্য তোমাদের দেশে সাধারণতঃ শিক্ষা ও ভাল হয় না। আমাদের দেশে অন্যরূপ।

এইরূপ বলে মোক্ষমূলর সাহেব অন্তর্ধান হলে আমি চিন্তিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। মনে হ'ল কথাগুলি ঠিকই বলেছে।

৯। ক্ষুদ্র গল্প।

অন্যদিন আবার ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়েছি। সন্ধ্যা চলিয়া গেলে ক্রমশঃ রাত্রির বৃদ্ধির সঙ্গে স্থানও নির্জ্জন হইল। বৈদ্যুতিক আলোগুলি কেবল উজ্জ্বল দীপ্তিতে পাহাড়া দিতেছিল ; এরূপ সময় আমার সম্মুখে এক সাহেব মূর্ত্তি দাড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলাম। সাহেব মূর্ত্তিটি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকায় আমি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি কে ?"

সাহেবমূর্ত্তি। আমি ফরাসী গল্পলেখক মোপাসা—

আমি। আপনি এখানে কি জন্য ?

মোপাসা। আমার ক্ষুদ্রগল্পের বইগুলি এখানে অনেকই বিক্রী হয়, তাই এস্থান একবার দেখ্তে এলেম

আমি। কেন ?

মোপাসা। যেখানে ক্ষুদ্র গল্পের প্রসার, সেখানে ক্ষুদ্র গল্পাদির প্রচারও যথেষ্ট থাক্‌বে। এদেশীয় সেই ক্ষুদ্র গল্পগুলি কিরূপ ; দেখ্‌তে এলেম।

আমি। কিরূপ দেখ্‌লেন ?

মোপাসা। সে সবই প্রায় কলাবিহীন অসম্পূর্ণ অঙ্গহীন প্রণয়ের বিভিন্ন লীলা বা বীভৎস ব্যাপার। প্রায় গল্পেই ২।১ টী যুবতী যুবকের রঙ্গরস ব্যতীত আর কিছুই নাই। গল্পগুলি অনাবশ্যক ভাবে সাধারণতঃ এত দীর্ঘ যে পাঠবিরক্তিকর।

আমি। কেন, রবীবাবুর বিভিন্নরসের ক্ষুদ্রগল্প, জলধর সেনের করুন রসাত্মক গল্প, মানিক ভট্টাচার্য্যের বিবিধ গল্প, জগদীশ গুপ্তের শোকব্যঞ্জক গল্প এবং অন্যান্য অনেকের গল্পেরই প্রসার যথেষ্ট রয়েছে।

মোপাসা। এ সবার গল্পই ঐ সব দোষে দুষ্ট। রবীবাবুর "অপরিচিতা," "কাবুলীওয়ালা" প্রভৃতি গল্পগুলি কি বিরক্তিজনক দীর্ঘ নহে ?

আমি। প্রত্যেক গল্পে অনাবশ্যক কথা কিছু দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেহর কেহর ক্ষুদ্র গল্পে কবিত্ব ও কল্পনা যথেষ্ট রয়েছে।

৬

মোপাসা। সে সব পাঠকের বিরক্তিকর না হয় তৎপ্রতি লেখকেব দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অনাবশ্যক কথাবাহুল্যে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য কথাটি পাঠক পাঠিকার সহজে মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র গল্পেই দুই একটি প্রতিপাদ্য বিষয় মাত্র থাকে। কাজেই অনেক অপ্রয়োজনীয় কথায় তাহা ঢাকা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। "Brevity is the soul of wit." ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ক্ষুদ্র গল্প গুলির সৃষ্টিই সে ভাব হইতে। সুতরাং ক্ষুদ্র গল্পে যদি উপযুক্তরূপ সংক্ষিপ্ততা না থাকে, তবে তাহা ক্ষুদ্র গল্পের নামেরই যোগ্য নহে।

আমি। তবে আপনার মতে উপন্যাসগুলিও অনাবশ্যকরূপে অতি দীর্ঘ।

মোপাসা। নিশ্চয়ই। একখানা সুবৃহৎ উপন্যাস পাঠে কত ধৈর্য্য ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহা প্রত্যেক পাঠকেই অনুভব করে। মনস্তত্ব বাহির করার ছলে ফেনাইয়া ফেনাইয়া রাশীকৃত অনাবশ্যক ধৈর্য্যচ্যুতিকর কথাদ্বারা উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। যে সব কথা লোকের সহজেই উপলব্ধি হয় তাহা ফেন ।ই ফেনাইয়া জটিল না করাই ভাল।

পাশ্চাত্য, প্রাচ্য প্রায় সব উপন্যাসেরই এই দোষ। অল্প কথায় অনেক ঘটনার সমাবেশ ভাল নহে কি? আমাদের (Bacon) বেকনের লিখায় ও তোমাদের কালীদাসের লিখার Brevity যথেষ্ট; এজন্য তাহাদের আদর ও স্থায়িত্ব ক্রমশঃ বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। গল্প ও গল্পগ্রন্থগুলি সাধারণতঃ অস্বাভাবিকতায় পুষ্ট। এজন্য অহিতকর ও অস্থায়ী।

আমি। সববিষয়ই হিতকরভাবে সন্নিবেশ করিতে অনেক অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হয়।

মোপাসা। সে সবই সংক্ষেপভাবে থাকা প্রয়োজন। সে সব অনাবশ্যকীয় সাজসজ্জার আবরণপ্রযুক্ত অস্বাভাবিকতা সহজে সাধারণ লোক চক্ষুর গোচরীভূত হয় না; কিন্তু অধিকদিন লুক্কায়িত থাকে না। গল্পগুলি হিতকর হয় তৎপ্রতিও লেখকের লক্ষ্য থাকে না। গোয়েন্দা গল্পগুলিও হিতকরভাবে ও সংক্ষিপ্তরূপে প্রদর্শিত হয় না। এই সব দোষে সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্র হাসির গল্পগুলিও প্রীতিকর হচ্ছেনা। ড্রাইডেন প্রকৃত কথাই বলেছেন—"An author should refuse all tedious and unnecessary descriptions. A robe which is too heavy, is less an ornament

than a burden"—Dryden's Poetry & painting.

আমি। কিন্তু গল্প অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হলে আবার লোকের তৃপ্তিকর হয় না।

মোপাসা। গল্প একেবারে অতৃপ্তিকর না হয়, তৎ-প্রতিও লেখকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। সংক্ষিপ্ত ও তৃপ্তিজনক এ উভয় গুণের সম্মিলন হওয়া প্রয়োজন। ইহা না হলেই বিসদৃশ। এইরূপ বলিয়া মোপাসা মুর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি তথা হতে চিন্তিতভাবে চলিয়া আসিলাম।

[library stamp]

১০। বিক্রমাদিত্য।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বেড়াইতে গিয়েছি, পবিত্র স্থান দেখিবার উদ্দেশ্যই প্রধান। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। লোকজনের বিশেষ সমাগম নাই। নদীতে বান্ধান ঘাট আছে। ঘাটের উপর বসিয়া নদীর তরঙ্গলীলা দেখিতেছি। ক্রমে রাত্রিও অধিক হইল। বাড়ী ফিরিব মনে করিতেছি, এরূপ সময় সম্মুখ ঘাটের উপর দাঁড়ায়ে দেখি এক দিব্যকান্তি রাজমূর্ত্তি। আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য। আমার নাম শুনেছ কি?

আমি। বিশেষ রকমই শুনেছি। এখানে এসময় কি জন্য?

মূর্ত্তি। আমি যৌবনকাল হতেই অনেক দেশ অনেক

তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু এ পবিত্র স্থানটি কোন দিন দেখা হয় নাই। তাই এ স্থান দেখার আনন্দ অনুভব কর্ত্তে এলাম। বাস্তবিক ইহা একটি স্বর্গীয় পবিত্র স্থান।

আমি। আপনি যৌবনকাল হইতে বহু দেশ, বহু তীর্থ কি জন্য পরিভ্রমণ করেছেন?

বিক্রমাদিত্য। দেশ ও তীর্থ ভ্রমণে শরীর স্বাস্থ্যশালী ও মন প্রফুল্ল হয়—চিত্ত ভক্তিশীল হয়। পরিশেষে অনেক যুদ্ধও করেছি, যুদ্ধ করে পরে অত্যাচারী শাকদিগকে দমন করিয়াছিলাম, যখন যেরূপ কর্ত্তব্য লোকের তাহাই করা উচিত।

আমি। সকলে তাহা পারেও না করেও না।

বিক্রমাদিত্য। চেষ্টা করিলে সকলেই যখন যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, সেরূপই করিতে পারে। উত্তর ভারতে আমিই বিধর্ম্মীদিগকে তাড়াইয়া শান্তি স্থাপন করি।

আমি। রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা সকল রাজারই কর্ত্তব্য। রাজ্যের মধ্যে অশান্তি আসা ভাল নহে। আপনিত অনেক পণ্ডিতদের পোষণ করিতেন লিখা আছে।

বিক্রমাদিত্য। হাঁ, সমগ্র রাজ্যেই শাস্ত্রচর্চ্চা ছিল। আমার সভায় নবরত্ন পণ্ডিতগণ শোভাবর্দ্ধন করিতেন। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিং, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, এবং বররুচি এই নয়জন সভার নবরত্ন ছিলেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য আমি বহু অর্থব্যয় করিতাম।

আমি। ইহাদের মধ্যে আপনি কাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন?

বিক্রমাদিত্য। কালীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুরসিক ও সুচতুর ছিলেন। তিনিই আমা হতে বিবিধ প্রকারের অনেক অর্থ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কালিদাস একদিন সভাতে এই শ্লোক বলিলেন

"ধনং পর্ব্বতাস্তং বচশ্চিত্ররূপং—
বপু কর্ম্মদক্ষং কুশাগ্রীয় বুদ্ধিঃ—
নদানং ন পাঠো ন ধর্ম্ম ন কীর্ত্তি
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥

অর্থাৎ যদি কেহ সুমেরু পর্ব্বত পরিমাণ ধনবান হয় আর দান না করে তবে তাহার সে ধনে ফল কি? কুশাগ্রের ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক যদি অধ্যয়ন না করেন তবে তাহার সে বুদ্ধিতেই বা প্রয়োজন কি? আর কর্ম্মফলে দেহ ধারণ করিয়া যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম

না করে তবে সে দেহ ধারণ করিয়াই বা লাভ কি? সভাস্থ আমরা সকলেই এই কবিতাটি শুনিয়া একান্ত মুগ্ধ হইলাম—আমি তৎক্ষণাৎ কবি কালিদাসকে যথেষ্ট অর্থ না দিয়া পারিলাম না।

আমি। রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য কি প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন?

বিক্রমাদিত্য। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারক নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পারিতোষিক দিতে ক্রটী করি নাই স্থানে স্থানে মঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। কথা কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করায়েছি, এবং ধর্ম্মসঙ্ঘাদি স্থাপন করিয়া ধার্ম্মিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি। ইহাতে রাজ্যে নিঃসন্দেহ যথেষ্ট শান্তি; শান্তিই সম্রাটের ঐশ্বর্য্য। যে রাজ্যে বিবিধ অশান্তি বা অসন্তোষ লেগেই রয়েছে, সে রাজ্যের ক্রমিক বিবিধ অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

এরূপ বলিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১১। দেবালয়

তারকেশ্বরের মহাদেব অতি প্রভাবশালী লোকে বলে। সেজন্য তারকেশ্বরের তীর্থস্থলে একদিন গেলাম। আধুনিক দেবালয়ের যেরূপ আড়ম্বর ও বাঁধাবাঁধি নিয়ম রয়েছে, এখানেও তাহা কিছুমাত্র ত্রুটী নাই। একদিন অনেক রাত্রিতে আমি মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় তথায় দেখিলাম, এক মুসলমান তেজপূর্ণ যোদ্ধা মূর্ত্তি। আমি তাহাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনি কে? এখানে কেন?"

মুসলমান মূর্ত্তি। আমি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ। এ দেবালয়টি দেখ্‌তে এসেছি।

আমি। দেবালয়টি দেখ্‌তে এসেছেন, কি ধ্বংস

৭

করতে এসেছেন ? ইতিহাস লিখে—আপনি অনেক হিন্দু দেবালয়ও ধ্বংস করেছেন।

মামুদ। ইতিহাস আমাকে এ বিষয়ে বৃথা অপবাদ দিয়েছে।

আমি। বৃথা অপবাদ কেন বলছেন ? আপনি ত প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ সব কাজই করেছেন।

মামুদ। করেছি সত্য—কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উচিত কাজই করেছি! লোক-হিতের জন্য করেছি।

আমি। সে কিরূপ ?

মামুদ। আমার প্রতি সর্ব্বপ্রধান অপবাদ আরোপ করা হয়েছে—সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন। আমি পূর্ব্বেই শুনেছিলাম যে, মন্দিরটির ভিতর প্রভূত ধন লুক্কায়িত আছে। সব ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ হিন্দু রাজপুতদিগকে অন্ধ-বিশ্বাসে মোহিত করিয়া মূর্ত্তির কীর্ত্তিবিস্তার ও ধন সঞ্চয় কাজ গোপনে গোপনে করিতেছে। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে এতই চতুরতা অবলম্বন করেছে যে, ধর্ম্মভীরু রাজপুতগণ তাহাদের কথার অবাধ্য হইতে পারিত না। আমি যখন সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করিতে উদ্যত হলেম, তখন চতুর্দ্দিকস্থ রাজপুতগণ সসৈন্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হলে আমি সকলকে পরাভূত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ

করিলাম। ব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিটি ধ্বংস না করি এ জন্য আমাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে চাহিল। কিন্তু আমি বলিলাম যে,—আমি মূর্ত্তি ধ্বংসকারক স্বরূপই প্রচারিত হতে ইচ্ছুক। উৎকোচ গ্রহণে মূর্ত্তিরক্ষক বলে পরিচিত হতে অভিলাষী নহি। আমি দণ্ডদ্বারা মূর্ত্তিটি ভঙ্গ করিলে প্রভূত মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি মূর্ত্তির দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণদিগের চতুরতা উন্মুক্ত হওয়ায় তাহারা সঙ্কুচিত হইল। এইরূপ ধূর্ত্ত, চতুর ব্রাহ্মণদিগের চতুরতায় প্রায় সব দেবালয় গুলিই তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের সহায় হয়েছে। অধুনা আবার প্রায় সব দেবালয় সংশ্রবেই অনেক পাণ্ডা হয়েছে। তাহারা ছলে-বলে অন্ধ-বিশ্বাসের বশীভূত হিন্দুদের হতে বিবিধপ্রকারে অর্থ আদায় করে। ধর্ম্মের নামে এরূপ আর্থিক অত্যাচার সমাজের ও রাজ্যের কলঙ্ক। আমি সে অত্যাচার নিবারণ এবং কলঙ্ক মোচন করেছি। প্রত্যেক রাজ্যের রাজারই এরূপ করা উচিত। এ বিষয় আমার বৃথা অপবাদ নহে কি ?

আমি। তাহা হতে পারে। কিন্তু কেবল এক বিষয়ে সৎকাজ করিলে ত রাজার সুনাম হয় না—সব বিষয়ে সুনাম হওয়া আবশ্যক।

মামুদ। আমার সব বিষয়ে সুনাম হয়েছিল—সব বিষয়েই সুনামের কাজ করেছি। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পেন্সনাদি দিয়েছি, যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে রাজ্যের ভিতর মস্‌জিদ, রাস্তা, ঝরণা, পুকুর খননাদি করায়েছি। শিল্প কলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করেছি। প্রত্যেক রাজারই রাজ্যের হিতকল্পে যাহা করা উচিত তাহাই করেছি। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় আমার কেবল একটি কলঙ্ক আছে। আমার সে গর্হিত কাজের জন্য আমি এখনও অনুতপ্ত।

আমি। তাহা কি ?

মামুদ। পারস্যকবি ফার্দ্দুসীকে সাহানামা লিখিতে অনুরোধ করি এবং প্রত্যেক কবিতার জন্য একটি স্বর্ণ মোহর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেই, কিন্তু তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহা দেওয়া হয় নাই। সোণার মোহরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে রূপার টাকা দিতে প্রস্তুত হওয়ায়, উহা গ্রহণ না করে সে রাগ করে স্বস্থানে চলে যায়। আমার সেই এক অপকর্ম্ম মাত্র রয়েছে, যাহার জন্য ইতিহাস আমাকে কেবলমাত্র নিন্দা করিতে পারে। মানুষ অভ্রান্ত নহে, এই ভ্রান্তির জন্য আমি নিজেই বিশেষ কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত।

এরূপ বলে মামুদের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলে আমি মনে ভাব্‌লাম—বাস্তবিক আমাদের দেবালয়গুলি ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের এক কৃত্রিম যন্ত্র। ইহা সংশোধন আবশ্যক।

১২। নারীশিক্ষা

ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিলাম। কোন মূর্ত্তিরই দর্শন হল না। নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। বেথুন কলেজের নিকট দিয়ে হেঁটেই আসিতেছি। রাত্রিও অনেক হয়েছিল। কলেজ দ্বারের সাম্‌নে দাঁড়ায়ে এক সুদীর্ঘ সাহেব মূর্ত্তি দর্শনে কথঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়ালেম। সাহেব মূর্ত্তি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি দেখ্‌ছ ?"

আমি। আপনাকেই দেখ্‌ছি।

সাহেব মূর্ত্তি। আমি জীবিত দেহধারী নহি।

আমি। আপনি কাহার মূর্ত্তি ?

সাহেব মূর্ত্তি। আমি বেথুন সাহেব, যার নামে এই কলেজটি চল্‌ছে।

আমি। আপনি এখন এখানে কিজন্য ?

বেথুন। দেখ্‌তে এলেম কলেজটি এখন কিরূপ চল্‌ছে।

আমি। রাত্রি করে দেখা কেন ?

বেথুন। মেয়েদের বোর্ডিং আছে, উহা রাত্রিতে দেখা আবশ্যক।

আমি। কিরূপ দেখ্‌লেন ?

বেথুন। বিশেষ ভাল বলা যায় না। অধ্যক্ষদের পক্ষে উপযুক্ত শাসন ও তত্ত্বাবধানের অভাব আছে।

আমি। তা হউক। কলেজ-স্কুলের উন্নতি কিরূপ ?

বেথুন। উন্নতি নিশ্চয়ই আছে।

আমি। ইহার ফল কিরূপ হয়েছে—

বেথুন। মোটের উপর ফল বিশেষ ভালই হয়েছে। এই বেথুন কলেজ স্কুল হতেই প্রধানতঃ দেশে নারী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসার হয়েছে।

আমি। ইহাতে দেশে কি হিত হয়েছে ?

বেথুন। যথেষ্ট হিত হয়েছে। এই নারী-শিক্ষা দেশের উন্নতির এক কারণ।

আমি। ইহাতে যথেচ্ছাচার কিছু বেড়েছে নাকি ?

বেথুন। যৎসামান্য। উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

এরূপ না হলেও সমাজে যে কিছু যথেচ্ছাচার থাকত না, তাহা নহে। তবে উহা অনেক স্থলে গোপনই থাক্‌ত, সহজেই প্রচার হত না।

আমি। পূর্ব্বেও এরূপ উচ্চশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তখন কি সমাজ অনুন্নত ছিল?

বেথুন। পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষার প্রচলন তোমাদের দেশে ছিল না, ইহা তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। সীতা, কুন্তী, দ্রৌপদী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি যেরূপ উচ্চশিক্ষিতা ছিল, সেরূপ উচ্চশিক্ষিতা নারী অধুনা মিলিবে কি না সন্দেহ।

আমি। সে ত অতি পূর্ব্বকালের কথা, আর মাত্র ঐরূপ দুচার জনের নাম মাত্রই শুনা যায়।

বেথুন। যেখানে ঐরূপ দু'চার জন ছিল সেখানে তাদের সমতুল্য অথবা প্রায় সমকক্ষ অনেকই ছিল, অনুমান কর্ত্তে হবে। অতি পূর্ব্বকালে যেরূপ ছিল, পরেও যে সেরূপ ছিল অনুমান করা সঙ্গত নহে। বল্‌তে পার যে প্রমাণাভাব তাহারও অভাব নাই খুঁজলে পাওয়া যায়। মুসলমানদের রাজত্বকালের শেষদিকে রাজ্যের অরাজকতায় ও বিশৃঙ্খলতায় সমাজের সর্ব্ব-প্রকারেই অধোগতি হয়েছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। নারীশিক্ষার সে অধোগতিই কি জাতীয় অধোগতির এক কারণ।

বেথুন। তাহা নিশ্চয়। নারীশিক্ষার অধোগতি যেরূপ জাতীয় অধোগতির এক কারণ জাতীয় অধোগতি থাকায় নারীশিক্ষার অধোগতির অন্যতম কারণ উভয়ই পরস্পরে নিকট সম্বন্ধ।

নারী সমাজের ভূষণ ও শক্তি স্বরূপিনী। আমাদের কবি মিলটন বলেছেন—"Oh frailty, thy name is woman." ইহা ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তবাক্য। আর এক ইংরেজ কবি যে বলেছেন,—

"Woman, lovely woman nature made thee
To temper men, we had been brutes
without you
Angels are painted fair to look like you
There is in you all that we believe of heaven
Amazing brightness purity and truth
Eternal joy and everlasting love."

Thomas otway, Venice Preserved
Act. I. Sc. 1,

ইহা অভ্রান্ত সত্য ও অতি সত্য প্রকৃত কথা।

আমি। আমার বিশ্বাস এই নারীশিক্ষার প্রসার প্রযুক্ত শিক্ষিত রমণীদের সন্তানাদি নির্জীব, রুগ্ন ও স্বল্পায়ু হতেছে।

বেথুন। তাহা কোন স্থলে কোন কারণবশতঃ হতে পারে। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব প্রযুক্তই তাহা হয়ে থাকে। সীতা, কুন্তী প্রভৃতি রমণীগণের সন্তানাদি ত নির্জীব ছিল না। মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমের সমতা রাখা যেমন পুরুষেরও কর্ত্তব্য তদ্রূপ রমণীদেরও কর্ত্তব্য।

এইরূপ বলিয়া বেথুনমূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি চলিয়া আসিলাম।

১৩। রামপ্রসাদ রায়

সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়েছি—অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কোণস্থলে দাঁড়ায়েছি, রাস্তা প্রায় জনশূন্য, সে স্থানটি একবারেই জনশূন্য। হঠাৎ দাঁড়াইলাম সম্মুখে এক সুদীর্ঘ মূর্ত্তি দেখে। মূর্ত্তিটি বিশেষ তেজপূর্ণ অথচ শিষ্ট ভদ্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ?

মূর্ত্তি। (সহাস্যে) আমি রামপ্রসাদ রায়ের মূর্ত্তি, সুপ্রসিদ্ধ ৺রামমোহন রায় আমার পিতা ছিলেন।

আমি। আপনিও ত অপ্রসিদ্ধ নহেন।

মূর্ত্তি। তাঁহার তুলনায় আমি কিছুই নহে।

আমি। থাক্, আপনার পিতা এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার তুলনা বিরল, তবে সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনিও বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ।

মূর্ত্তি। তুমি যদি সেরূপ বিবেচনা কর, তাহলে আমার কিছু বলিবার নাই, কেননা সকল মানুষেরই একটা পৃথক স্বাধীন মত আছে। কিন্তু পেটের দায়ে অর্থের জন্য যাহার অধিকাংশ জীবন শিক্ষিত দাসত্ব চাকুরী করিতে হইয়াছে, তাহার বিশেষ মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না।

আমি। তাহা হৌক। আপনি কি চাকুরী করেচেন ?

মূর্ত্তি। আমি ডেপুটী কালেক্টর ছিলাম, বাঙ্গালীর মধ্যে আমিই প্রথম ২৪ পরগণায় ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হই।

আমি। সে ত ভাল কথা। অনেক চাকুরী ব্যবসায়ীও সুনাম রেখে গিয়েছে।

মূর্ত্তি। সে সুনাম বোধ হয় চাকুরী সংশ্লিষ্ট কাজে, আর তদানুসঙ্গিক কোন কোন কাজে।

আমি। এই দেখুন না স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্র মাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রমেশ দত্ত, বঙ্কিম চাটুর্য্যে, নবীন সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, ভূপেন মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিও চাকুরীই করেছিলেন, অথচ প্রত্যেকেই সুনাম রেখে গিয়েছেন।

মূর্ত্তি। তাহা দু'চারজনের পক্ষে কথঞ্চিৎ প্রযুজ্য

হতে পারে। প্রায় অধিকাংশের পক্ষে নহে। তাঁহারা বোধ হয় চাকুরী না করিলে আরও অন্যপ্রকারে অধিক সুনাম রেখে যেতে পারতেন।

আমি। আপনি চাকুরী ছেড়ে দিলেন কেন? শেষে কি করলেন?

মূর্ত্তি। আমি ভাল না লাগায় চাকুরী ছেড়ে হাইকোর্টে ওকালতি করি। তাতেও আবার গোল বেধেছিল। কিন্তু হাইকোর্টে ওকালতী থাকায় চাকুরী অপেক্ষা অনেক বেশী আয় হয়েছিল, বোধ হয় উকীলের ভিতর সর্ব্বোচ্চ আয়ই হয়েছিল।

আমি। কি গোল বেধেছিল?

মূর্ত্তি। হাইকোর্টে ওকালতি করবার অনুমতি পেতেই গোল বেধেছিল, শেষে এক সাহেব মহাত্মার কৃপায় অনুমতি পেলাম।

আমি। কে সে মহাত্মা সাহেব?

মূর্ত্তি। বেথুন সাহেব। তিনি যেমন আমাদের দেশের স্থায়ী উপকারও করেছেন, আমাদের দেশের অনেক লোকেরও ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট উপকার করে গিয়েছেন। মহাপুরুষদিগের এইরূপই বিশিষ্ট গুণ।

আমি। তা হবে। আপনার পিতা মহাপুরুষ রাম-

মোহন রায় কিন্তু অনেক হিতকর সারবান গ্রন্থাদি রেখে গিয়েছেন। আপনি বোধ হয় সেরূপ কিছু করেন নাই।

মূর্ত্তি। আমার সে অবসরই হয় নাই। যদিও অনেক সাহিত্যসেবীদিগের উৎসাহদাতা ছিলাম, অনেক সাহিত্য সঙ্ঘের সহিত যোগ ছিল, তবুও সেদিনে চেষ্টা করিবার সময়ই হয় নাই।

আমি। সময় বা অবসর হয় নাই একথা আমি মানি না। কেন না, কোন কাজে আন্তরিক আগ্রহপূর্ণ ইচ্ছা হলেই লোকে তাহা করতে পারে।

মূর্ত্তি। আমি আবার তোমার একথা স্বীকার করি না, কেন না এসব কাজে স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা বা আগ্রহ বিশেষ হয় না। তুমি যে সব ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছ, তন্মধ্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, এমন কি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরীও সে পথে বোধ হয় বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। তবে এসব বিষয়ে ঐকান্তিক চেষ্টা চাই, তাহা আমাদের অনেকেরই অভাব। ঐকান্তিক চেষ্টায়

কিছু সংঘটন করা যেতে পারে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে চেষ্টা করা অবশ্য উচিত।

একথা বলে রমাপ্রসাদ মূর্তি অন্তর্হিত হলে আমি চলিয়া আসিলাম।

৩৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অনেক রাত্রি হয়েছে, নিদ্রা আস্‌চে না। রাস্তায় বাহির হয়ে এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিলাম। শ্যামবাজার কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট দিয়ে কিছু অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে চলেছি, সম্মুখে এক মূর্ত্তি দেখে কিছু পশ্চাৎপদ হয়ে দাঁড়ালেম। রাস্তায় আর জনমানব নাই। কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি গিরিশচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি।

আমি। কোন্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ? নাটুকে গিরিশ কি?

মূর্ত্তি। আমি নাট্যকার গিরিশ নহি, আমি হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রিকার প্রথম সৃষ্টি কর্ত্তা, সম্পাদক ছিলেম। আমি সেই গিরিশ ঘোষ।

আমি। আপনি এ সময় এখানে কেন?

মূর্ত্তি। কতক পূর্ব্বস্মৃতির জন্য, কতক মায়ায় চালিত হয়ে।

আমি। পারলৌকিক আত্মারও কি মায়া হতে পারে?

মূর্ত্তি। তাহা হতে পারে বৈ কি, ভাল আত্মায় তাহা হয়েও থাকে।

আমি। কেন হয়?

মূর্ত্তি। ভাল আত্মা সন্তান-সন্ততির সাধারণতঃ শুভাকাঙ্ক্ষী, সদা সর্ব্বদা তাহাদের হিত সাধনে সচেষ্ট থাকে এবং সেই আত্মার ইচ্ছানুরূপ বিধান করে থাকে।

আমি। সেজন্যই বোধ হয় আপনার বংশে লেখক ও গ্রন্থকারের সৃষ্টি।

মূর্ত্তি। তা হবে।

আমি। আপনি ইংরেজীভাষায় পত্রিকা সৃষ্টি করেছিলেন কেন, দেশীয় বঙ্গভাষায় সৃষ্টিকরা উচিত ছিল নাকি?

মূর্ত্তি। আমাদের সময়ে সকল শিক্ষিত লোকেই ইংরেজী ভাষায় সব লেখাপড়া গৌরবজনক মনে করিত

আমার যে দেশীয় বাঙ্গলা ভাষার প্রতি দৃষ্টি না ছিল এরূপ নহে তবে সে সময়ের স্রোতানুযায়ী আমি ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা চালাই।

আমি। আপনার ন্যায় সুবিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সময়ের স্রোতে চলে যাওয়া সুসঙ্গত হয়নি।

মূর্ত্তি। তখনকার সামাজিক অবস্থানুসারে ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা চালানোই সুসঙ্গত হয়েছে। সাধারণ রুচী অনুযায়ী কাজ করা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা চালায়ে দেশের বহুবিধ উপকারের কাজ করা হয়েছে।

আমি। আপনার ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে কি সাধারণ রুচি ফেরাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না?

মূর্ত্তি। কেন চেষ্টা কর্‌ব? যে রুচি দেশের পক্ষে অহিতকর লোকের পক্ষে অমঙ্গলজনক তাহাই কেবল ফেরাবার চেষ্টা করা উচিত। ইংরেজী হইতেই বাঙ্গলার প্রসার। ইংরেজ মিশনারীগণ হতেই প্রধানতঃ প্রথম বাঙ্গলা প্রবর্ত্তণ হয়। সে সময় ইংরেজী দ্বারাই বাঙ্গালীর বা দেশীয় লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষোন্নতি করিতে হয়েছে। শিক্ষাদ্বারাই সাহিত্যের রুচি সৃষ্টি। সে

কারণে সেই সময়ের ইংরেজী পত্রিকাগুলিতেই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি বিধান ও প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে।

আমি। এখন যে আপনার প্রবর্ত্তিত সে সব পত্রিকার অধোগতি এজন্য কষ্ট বোধ হয় না?

মূর্ত্তি। কছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না কেননা আমার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়েছে, গৃহে গৃহে দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা পুরুষ রমণী সকলেই আগ্রহ ও অন্তরের সহিত করছে। একের উন্নতিতে অপরের অবনতি স্বাভাবিক। প্রথম বাঙ্গলা গদ্য বা পদ্য যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে। এই উন্নত সাহিত্যের নিকট প্রথম প্রবর্ত্তিত সাহিত্য অনেকাংশে হীনপ্রভ যদিও তাহাই এখনকার উন্নত সাহিত্যের কতক কারণ। সেইরূপ সেই সময়ের ইংরেজী পত্রিকাও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের কারণ হলেও এখন বিলুপ্ত প্রায় বা অধঃপতিত। তজ্জন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই।

এইরূপ বলে মূর্ত্তিটি অন্তর্ধান হলে আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

১৮। প্রায়শ্চিত্তে শাস্তি।

পুরীধামে সাগরতীরে একদিন বেড়াচ্ছি, বেড়াতে বেড়াতে অনেক রাত্রি হল, জ্যোৎস্না দীপ্তমগ্নসৈকতে চলিতে কোন কষ্ট বোধ হচ্ছিলনা—অন্য কোন জনমানব ছিল না সুতরাং নির্জ্জনতা কিছু অনুভব করিতে লাগিলাম। এরূপ সময় সম্মুখে এক শান্তশিষ্ট সাধুমূর্ত্তি দর্শনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। আমি শ্রদ্ধা ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে" ?

মূর্ত্তি। আমি সুবুদ্ধি রায়ের মূর্ত্তি একসময়ে গৌড়ের অধীশ্বর ছিলাম।

আমি। আপনি এখন এখানে কেন ?

মূর্ত্তি। সে অনেক কথা। আমি গৌড়ের অধীশ্বর থাকা সময়ে সৈয়দ হুসেন খাঁ আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিল। সে রাজকার্য্যে অবহেলা করিত বলিয়া তাহাকে কষাঘাত করিয়াছিলাম। চিরদিন কাহারও সমভাবে

কখনও যায় না। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমি মুসলমানাধিপতি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হলেম এবং হুসেন খাঁ আমার স্থলে নবাব হল। আমি পুরাতন প্রভু থাকায় হুসেন খাঁ নবাব হয়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান করেছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হতে পারে নাই। নারীর নিকট স্বামীর লাঞ্ছনা অসহ্য। বেগম সা একদিন সেই কষাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল এটা কিসের দাগ তুমি জান? হুসেন খাঁ বলিল হাঁ আমি খুব ভালরূপ জানি। বেগম বলিল তবে তুমি কেন তার প্রতিশোধ লইতেছ না? তুমি এই দণ্ডে সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর। নচেৎ আমি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করব। পত্নীর কথায় হুসেন বলিল আমি উহাব নিমক খেয়েছি। সুতরাং উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। বেগম সা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় হুসেন খাঁ আমার মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া জাতি নষ্ট করিল। আমি জাতিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গেলাম। আমি তথাকার পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে বলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা আমার মনোমত না হওয়ায় আমি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নিকট এখানে আসিলাম। তিনি

বলিলেন "তুমি বৃন্দাবনে, গিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। তোমার সকল পাপের ক্ষয় হবে। কৃষ্ণনামই মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি। শাস্ত্রেও আছে।

"পরব্যসনিনীনারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মাসু।
তদেবাস্তাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ রসায়নং॥"

অর্থাৎ,—পরাধীনা কুলবতী রমণী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও যেমন নব সঙ্গের রস মনে মনে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমরা ঈশ্বরের চরণ চিন্তা করিবে।

ইহাতেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শান্তি।

সেই অবধি আমি বৃন্দাবনে থাকিয়া দীনহীন কাঙ্গালের মত নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই নীলাম্বুরাশির ভিতর অন্তর্ধান হয়েছিলেন তাই একবার এখানে এসেছি।

আমি। আপনি যখন বিষয় সুখে মগ্ন ছিলেন সে সময় অপেক্ষা কি এখন অধিক সুখ ও শান্তি বোধ করেন?

মূর্ত্তি। এখন সম্পূর্ণ সুখ ও শান্তি বোধ করি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে প্রেমভক্তি মূলক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেছেন তাহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও শান্তির বিধান।

আমি দুর্ব্বুদ্ধি হওয়ায় হুসেন খাঁকে কষাঘাত করি সেজন্যই ভগবান আমার লাঞ্ছনা বিধান করিয়াছিলেন ভগবৎ কৃপায় সৎপথ অবলম্বনে লাঞ্ছনা জনিত অশান্তি-শান্তি হয়েছে। যে পথ সাধু ও সৎ তাহাতেই ভগবান ও ভগবান প্রদত্ত বিমল শান্তি। প্রায়শ্চিত্ত হতেই এখন সুখ ও শান্তি মিলেছে। এইরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমার এপিক্টেটাসের (Epictetus) সারগর্ভ কথাটি মনে পড়িল।

"God is beneficient. But the Good is also beneficient. It would seen then that where the real nature of God is, there too is to be found the real nature of the good. What then is the real nature of the Good ? Intelligence, Knowledge, Right reason. Hear thee without more ado, seek the real nature of the Good. For surely this does not, seek in a plant or in an animal that reasoneth not. Seek then the real nature of the Good in that without whose presence, those will not admit the Good to exist in aught else."

১৬। ভক্তির পুরস্কার

আর একদিন পুরীধামে সন্ধ্যার পর সমুদ্র ধারে বেড়াইতেছি ক্রমে রাত্রি অনেক হইল সমুদ্রতীর জনশূন্য, আকাশে চন্দ্রদেব হাস্যরশ্মিতে সমুদ্র-সৈকত দীপ্ত করিলেন, আমি অনন্য মনে ঘোরা ফেরা করিতেছি এরূপ সময় সম্মুখে দেখিলাম এক দিব্য শান্ত সাধুমূর্ত্তি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

সাধুমূর্ত্তি। আমি অঙ্গদ।

আমি। কোন্ অঙ্গদ? রামায়ণী যুগের বালীপুত্র সেই অঙ্গদ কি?

মূর্ত্তি। না হে না, আমি নানক শিষ্য অঙ্গদ।

আমি। আপনি এ সময় এখানে কেন?

মূর্ত্তি। এই পবিত্র পুরীধামে প্রায় সব ধর্ম্মযাজকদিগের আশ্রম বা মঠ আছে। আমাদের গুরু নানকের শিষ্যবর্গেরও এখানে আশ্রম আছে বিশেষতঃ আমার

জীবনের একটি মহৎ ঘটনা এখানে সংঘটন হয়েছিল সেজন্য এখানে এসেছি।

আমি। সে কি ঘটনা?

মূর্ত্তি। আমার প্রকৃত নাম ছিল লেহনা। আমি গুরুদেব নানকের বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেম এবং উঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আগাব নিদ্রা এমন কি নিজের প্রাণকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম। এক দিবস গুরু নানক কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে এই সমুদ্রতীরে পাদচারণ করিতেছিলেন। তাহারা দেখিলেন সমুদ্রবক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছে। গুরু নানক ঐ আচ্ছাদিত শবটি শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া বলিলেন "তোমাদিগের মধ্যে এমন কে আছে, ঐ গলিত শবটিকে ভক্ষণ করিতে পারে?" গুরুর মুখ হইতে এই কথা নিঃসরণ হইবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া শবের নিকট যাইতে যাইতে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শবের কোন স্থান হইতে ভক্ষণ করিব?" গুরু নানক আমাকে শবের পদদ্বয় হইতে ভক্ষণ করিতে বলেন। আমি ঐ বস্ত্রাচ্ছাদিত শবটিকে তীরে তুলিয়া উহার আচ্ছাদন খানি খুলিবামাত্র দেখিলাম একটি পাত্রে উত্তম ভক্ষ-দ্রব্য রহিয়াছে। গুরুদেব নানক আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট

হইয়া আমাকে নিজ অঙ্গ সদৃশ জ্ঞানে "অঙ্গদ" নাম প্রদান করেন। আমিই গুরু নানকের আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সমাধি সময়ে আমাকেই গুরুপদ প্রদান করিয়া যান। ইহাই ভক্তির চরম পুরস্কার।'

আমি। তা হলে আপনাদের গুরুনানক বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

মূর্ত্তি। উঁহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ আছে, আর একটি ঘটনা বলিতেছি। তিনি একদিন তৎপর শিষ্যগণ সহ পুরীমন্দিরের সম্মুখে প্রসাদের জন্য উপস্থিত হইলে পাণ্ডাগণ প্রসাদ না দিয়া আমাদের সকলকে তাড়াইয়া দিল। তখন তিনি আমাদের সকল শিষ্যগণ সহ স্বর্গদ্বারে সমুদ্র তীরে আসিয়া বসিয়া বলিলেন "নিরাশ হইও না, রাত্রিতে প্রসাদ আসিবে।" তাহাই হইল, গভীর রাত্রিতে দিব্য সুন্দর বালক মূর্ত্তিতে নারায়ণ স্বয়ং স্বর্ণথালায় প্রসাদ নিয়া উপস্থিত হইল। তখন গুরুদেব বলিলেন "আমরা যেন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত না হই। বালক রূপী নারায়ণ হেসে বলিল "সে জন্য কোন চিন্তা নাই।"

পরদিন সকালে এক পাণ্ডা এসে সোণার থালাখানা নিয়ে যেতে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কাহার

আদেশে এই থালা নিয়ে যেতে আসিলে?" সে উত্তর করিল "প্রভু; জগন্নাথের আদেশে" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভুর আদেশ কি প্রকার জানিলে" সে উত্তর করিল আমরা তাহা জানিতে পারি।" ভক্তিতে ভগবান বাধ্য এবং সর্ব্ব প্রকার অলৌকিক সাধনই ভক্তের পক্ষে সহজ সাধ্য। এরূপ বলিয়া মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে আমার স্মরণ হইল।

"God moves in a mysterious way
His wonders to perform,
He plants his foot-steps in the sea.
And rides upon the storm.
Deep in unfathamable mines
Of never failing skill
He treasures up his bright designs
And works His sovereign will.

* * * *

His purposes will ripen fast
un folding every hour
The bud may may have a bittertaste,
But sweet will be the flower."

* * * *

—Cowper.

১৭। দানে মহত্ত্ব স্পষ্ট।

অন্য দিন পুরী সমুদ্র তীরে জ্যোৎস্না রাত্রিতে বেড়াইতেছি, রাত্রি অনেক হয়েছে। চিন্তা করিতেছি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এখানেই শেষলীলা তাহার সঙ্গে না হউক তাহার সঙ্গী কোন মূর্ত্তি দেখ্তে পেলেও সুখী হইতাম ও জীবন সার্থক হত। বোধ হয় মানুষের আন্তরিক সদিচ্ছা যাহা ভগবান তাহাই পূরণ করেন। সম্মুখে দিব্য সাধু মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি মহাপ্রভুর সহচর নিত্যানন্দের মূর্ত্তি।

আমি। আপনাকে দেখে জীবন সার্থক হল। আমাকে কি উপদেশ করেন?

মূর্ত্তি। প্রেমভক্তির উন্নতি সাধনই সর্ব্বোচ্চ সাধন ইহা মনে রেখে কার্য্য করিও। দিবানিশি ভগবৎ ভজনই সেই সাধনের প্রধান সহায়, তাহার পূর্ণতায়ই কৃষ্ণ প্রাপ্তি

ও পরিত্রাণ। সংসারে থাকিলে যথাসাধ্য দান করিবে। মহাত্মা তুলসী দাস প্রকৃতই বলেছেন—

"তুলসী জগ্‌মে থাকর কর্‌লে দোনোকাম।
দেনেকো টুকরা ভালা লেনেকো হরি নাম॥"

অর্থাৎ "হে তুলসী দাস জগতে আগমন করিয়া দুইটী কার্য্য করিয়া লও, দান বিষয়ে ক্ষুধিতকে এক টুক্‌রা রুটিও দেওয়া ভাল আর গ্রহণ বিষয়ে হরিনাম লওয়া পরম লাভ।"

মহত্বই মহৎ সৃষ্টি করে। দান কার্য্য একটি মহৎ জিনিষ। তাই আমার ভক্ত জীবন দানেই সৃষ্ট।

আমি। সে কিরূপ হয়েছিল?

মূর্ত্তি। বীরভূমের অন্তর্গত সাঁইতিয়ার নিকটবর্ত্তী—একচকা নামক গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম হাড়োওঝা এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। আমরা রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। আমার পিতা মাতা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এক দিবস এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া পিতার নিকট আমাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন।

আমার পিতামাতা অতিথির হস্তে আমাকে সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মের প্রতি লোকের কিরূপ আস্থা ছিল তাহা ইহা দ্বারাই বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তখন লোকে

ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আপনাদিগের প্রিয়তম পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আমি সেই বালক নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কিছুদিন মথুরায় অবস্থান করি। তথায় মহাপ্রভু চৈতন্যের ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হই।

আমি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রধান উদ্দেশ্য কি কি ছিল ?

মূর্ত্তি। ঈশ্বরকে জানিতে পারিলেই পরম আনন্দ লাভ। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে তাহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। তিনি ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন।

"আত্মায়ামশ্চমুনয়ো নির্গন্থাথপ্যুরুক্রাম।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথোম্ভুত গুণো হরিঃ॥"

অর্থাৎ ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌন ব্রতাবলম্বী, যাহাদের হৃদয় গ্রন্থী ছিন্ন হইয়াছে তাঁহারাও তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

তিনি আরও বলিতেন

"তৃণাদপিস্নুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু না।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, এবং অভিমান শূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে। গৃহত্যাগে অক্ষম হইলে কামনাও তাহার শেষ ফল দুঃখজনক ও মন্দ জানিয়া ভগবানকে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা কর। ইহাই গৃহস্থ ভক্তের লক্ষণ।

আমি। এ সব উপদেশে যাহার আস্থা নাই তাহার কি গতি নাই ?

মূর্ত্তি। প্রত্যেকের গতি ভগবান বিধান করে দিয়ে থাকেন।

আমি। মহাপ্রভুও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সাংসারিকের পক্ষে কি সাধনা হতে পারে না ?

মূর্ত্তি। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল সাংসারিকের পক্ষে উচ্চ সাধনা উচ্চ জ্ঞানলাভ হতে পারে না। প্রায় সকল উচ্চ সাধকেরই বোধ হয় সেই মত। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতিও দেখ্‌ছি সেই পথের পথিক। কিন্তু কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগেই যে ধর্ম্ম অর্জ্জন হয় তাহা নহে প্রেমভক্তি ভগবানে আস্থা চাই যে যেরূপ উপযুক্ত ভগবানই তাহার পক্ষে সেরূপ বিধান করে দিয়ে থাকেন। অবিশ্বাসীর পথভ্রান্তি স্বাভাবিক। এইরূপ বলে নিত্যানন্দ মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমার স্মরণ পড়িল এই কবিতা।

"Judge not the Lord by feeble sense,
But trust Him for His grace ;
Behind a frowning Providence
He hides a smiling face.

*   *.   *   *.

Blind unbelief is sure to err.
And scan His work in vain,
Çod is His own interpreter,
And He will monk it plain."

Cowper

লোকের অনেক কথাই জানা থাকে অন্যে মনে করাইয়া দিলে সকল সময় মনে আসে না।

১৮। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ঢাকা কার্য্যোপলক্ষে গিয়েছি, কলেজে পাঠ্যাবস্থায় সেখানে অনেক দিনই ছিলেম। সুতরাং ঢাকা আমার সম্পুর্ণ অপরিচিত স্থান নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা ঢাকার অনেকই উন্নতি। দিনের বেলা—রৌদ্রের প্রখরতা প্রযুক্ত এরূপ বড় সহরে আমি বড় সাধারণতঃ বাহির হতেমনা সন্ধ্যার পর সাধারণত বেড়াইতে যেতাম। একদিন সন্ধ্যায় পর বুড়ীগঙ্গা নদী তীরে বেড়াইতে গিয়েছি, দেখিলাম স্থানটি লোকাকীর্ণ। আমি একস্থানে কিছুক্ষণ বসিলাম। নদীর তরঙ্গস্নিগ্ধ নৈশ সমীরের গাত্রস্পর্শে মন ও প্রাণ অনেক প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিলাম। ক্রমে জনতা হ্রাস হইল পরিশেষে একেবারে নির্জ্জন, সেখানে আমি একাকী। রাত্রি অনেক হইল। বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠেছি চেয়ে দেখি সম্মুখে দাঁড়ায়ে ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সৌষ্ঠব সমুন্নত

মহান্ আকৃতি। আমি প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—
"আপনি এত রাত্রিতে এখানে কেন ?"

মূর্ত্তি। এই নদী তীরে আমি প্রায় পরিভ্রমণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম সে অভ্যাস ছাড়াইতে পারিতেছি না।

আমি। আপনি শেষ জীবনে ধর্ম্মচর্চ্চাই অধিক করেছেন, ধর্ম্মপথ কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

মূর্ত্তি। জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই ধর্ম্মচর্চ্চা করি। ধর্ম্মই মানুষকে সমুন্নত করে। ভবানীপুর মিশনারীদের মধ্যে বাইবেল পড়ি ও খৃষ্টানী বক্তৃতা দেই, রাজসাহীতে খ্রীষ্টানী বক্তৃতা দেই একবার খৃষ্টান হইতে গিয়াছিলাম। আমার পিতা ৺শিবনাথ ঘোষকে আমি বড় ভয় কর্ত্তেম। তাহার বাঁধা প্রযুক্তই সে সব কিছু হতে পারে নাই। একদিন বাড়ীতে আমার দাদা চন্দ্রকুমার ঘোষ (জ্যেষ্ঠতাত ভাই) তাহাকে বলে দেন যে আমি বাইবেল পড়্‌ছি, আমার নিকট বাইবেল আছে। পিতা গম্ভীর স্বরে আমাকে ডাকিলেন। আমি ভয়ে কম্পিতভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হলে তিনি রাগতস্বরে আদেশ করিলেন "তোর নিকট যে বাইবেলখানা আছে তাহা নিয়ে আয়।" আমি সঙ্কুচিতভাবে ত্রস্ত হয়ে বাইবেল খানা তাঁকে এনে

দিতেই তিনি টুক্‌রা টুক্‌রা করে উহা আমার সম্মুখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন—"আর যেন বাইবেলের সংস্পর্শে তোকে যেতে না দেখি।" তদবধি আমার খ্রীষ্টান হওয়ার সাধ ও চেষ্টা শেষ হয়। তৎপর ব্রাহ্মসমাজেও অনেক বক্তৃতা করেছি, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার হিন্দু মতে বিবাহ হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ পক্ষ হতে আপত্তি ও আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহারপর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ছেড়ে দেই। তৎপর বুদ্ধ ও তাহার ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্নেও বক্তৃতা করেছি শেষ লক্ষ্মীবাজার রাজা বাবুর লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীতে শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সঙ্গে এক ধর্ম্ম সভায় ও হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা করেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন আমাদের দেশের অনেকেরই দেখি। কেশব সেন, বিজয় গোস্বামীর প্রভৃতিরও অনেকের মত পরিবর্ত্তন হয়েছিল। রামমোহন রায়ের বোধ হয় কোন মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি শেষ ভগবৎ প্রেম ভক্তিমূলক ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মনে করি। এ জন্যই আমি হরিদাসের জীবনচরিতও লিখেছিলাম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ সব বিষয়ে মতের স্থিরতা হয়ে থাকে।

আমি। আপনি ত সাহিত্য চর্চ্চা যথেষ্ট করেছেন, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ?

মূর্ত্তি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা বিশেষ

ভাল নহে। সাহিত্যের গাম্ভীর্য্য নাই। যে সব সৃষ্টি অধুনা হচ্ছে তাহা সাময়িক রুচি অনুযায়ী, স্থায়ী রস সৃষ্টির প্রতি কেহরই লক্ষ্য নাই। এজন্য আজ কাল স্কুল কলেজ বা টোলের পাঠ্য বই ব্যতীত কোথাও আর অন্য প্রকারের গ্রন্থ অধিক বিক্রী হয় না। সব স্থলেই পুস্তক বিক্রেতাদের হাহাকার অবস্থা, ইহার পরিণাম যে কি হবে বলা যায় না।

আমি। আমাকে আমার হিতজনক কিছু উপদেশ দিন।

মূর্ত্তি। লর্ড বার্লের (Burleigh) কয়েকটি সঙ্গত, উপদেশের উল্লেখ করিতেছি :—

1 Use great providence and circumspection in choosing thy wife.

2 Bring thy Children upon learning obedience yet without outward austerity.

3 Live not in the Country without corn & cattle about thee.

4 Let thy Kindred and allies be welcome to thy house and table.

5 Beware of suretyship for thy best friends.

6 Undertake no suit against a poorman without recieving much wrong.

7 Besure to Keepesome greatman thy friend but trouble him not for trifles, Compliment him often with many yet small gifts and of little charge.

8 Torward thy superiors be humble, yet generous.

9 Trust not anyman with thy life, creditors e-state ?

10 Benot scurrilons in conversation nor satirical in thy jest.

এই সব ব্যতীত আমি বলি কখনও অলস হইয়া বিনা কর্ম্মে থাকিবে না। আলস্য এক মহৎ পাপ; আমার কোন কর্ম্ম না থাকিলে আমি অভিধান পড়েও সময় কাটাতেম। মিতাচারী ও প্রার্থনাশীল হবে; আমার বন্ধু ৺জয়চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার মকারাদি আসক্ত ছিলেন। পরিশেষে বেশ্যালয়ে তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। অবসর মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও সাহিত্য চর্চ্চা করবে। রসচর্চ্চা পরম আনন্দদায়ক ভগবৎ প্রীতিতুল্য। শারীরিক

ও মানসিক পরিশ্রমের সমতা রাখিবে। এইরূপ বলিয়া সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে তাহার সারগর্ভ উপদেশ-গুলি চিন্তা করিতে করিতে আমি গৃহে ফিরিলাম, মনে ভাবিলাম সকল উপদেশানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান সুকঠিন। সকল উপদেষ্টা উপদেশানুযায়ী নিজেও কার্য্য করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

ঢাকাতে কার্য্যোপলক্ষে থাকাকালে অন্যদিন বুড়ী গঙ্গা তীরে সন্ধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে আমি একখানা বেঞ্চের উপর বসে নদীর তরঙ্গস্নাত শীতল বায়ু স্পর্শে মনে প্রাণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। স্থানটি ক্রমে জনশূন্য হওয়ায় নির্জ্জনতা কিছু অসহনীয় অনুভব করিতেছি এরূপ সময়ে দেখি সম্মুখে দাড়ায়ে ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষের গম্ভীর মূর্ত্তি, মূর্ত্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ সমস্ত দিনের ভিতর আত্মহিতকর কি কাজ করেছ ?”

আমি। কিছুই কর্ত্তে পারিনি, আফিসের কাজেই সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেম, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এখানে চলে এসেছি।

মূর্ত্তি। কবি প্রকৃতই বলেছেন—

"Count that day lost whose low descending sun,
Vicws from thy hand no worthy action done"

আমিও কোন দিন আফিসে কাজ করেছি, সেই আফিস সময়ের মধ্যেও আত্মহিত কর অনেক কর্ম্ম করেছি। ইংরেজিতে একটি বাক্য আছে; Where there is a will there is a way "ইহা অভ্রান্ত।

আমি। আপনি কিরূপ কাজ করেছেন।"

মূর্ত্তি। আমি খ্রীষ্টান হতে চলেছিলাম। পিতা লোক দিয়ে আমাকে রাজসাহী হতে বাড়ী এনে আটক করিলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে বাড়ী থেকেই কাল কাটাতে লাগিলাম। পিতার অবস্থা পূর্ব্বাবধিই ভাল ছিল, পৈত্রিক জমিদারী বাখরগঞ্জ জেলা হব্বিপুর ছিল, তাহা এখনও আছে আমি কিছু বাড়িয়েছিলাম। পিতা সেকালের দারোগা ছিলেন সুতরাং অর্থ সঞ্চয় যথেষ্ট ছিল। আমাদের ভরাকরের (ঢাকা জিলা) বাড়ীতে পাকা দালান, বাবা পেন্সন পেতেন, আর্থিক কিছুই অভাব ছিল না। আমি মার নিকট হইতে টাকা নিয়ে কলিকাতা হতে ডাকে বই কিনে এনে দিবা রাত্রি পড়ে সময় কাটাতেম। পিতার দেশে বিশেষ সম্মান ছিল, অবস্থা ভাল ছিল

তদুপরি সেকালের পেন্সনপ্রাপ্ত দারোগা, গ্রামে তাহার সর্ব্বত্রই আদর। ঢাকা জিলার জৈনসার নিবাসী ৺অভয়কুমার দত্ত ছোট আদালতের জজ ছিলেন। তখন ছোট আদালত বহর বসত। উক্ত অভয়কুমার দত্ত একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসেন, পিতার সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব হইতেই সদ্ভাব ছিল। পিতা তাহাকে আমার চাকুরীর জন্য বলায় তিনি আমাকে তাঁহার হেডক্লার্ক পদে মনোনীত করেন। সেকালে দেশীয় হাকিমদের অধীনস্থ চাকুরী দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল অধুনা সে সব ক্ষমতাই উপরালা সাহেবদের হস্তে গিয়েছে। বহর ছোট আদালতের আফিস আমাদের বাড়ী হতে প্রায় এক ঘণ্টা দূর ছিল। আমি পাল্কীতে আফিসে যেতাম, বর্ষাকালে নৌকায় যেতে হত। আমি সকালে খেয়ে আফিসে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী আমার নির্দ্দেশ মত পড়ার বই পাল্কী বা নৌকার ভিতর দিয়ে দিত। আমি আফিসে গিয়ে দস্তখতাদি তাড়াতাড়ি শেষ করে বই পড়ে দিন কাটাইতাম।

আমি। হাকিম কিছু বাধা দিত নাকি ?

মূর্ত্তি। সেকালের হাকিম, তাতে আবার ছোট আদালতের হাকিম। তিনিও কালীবাড়ীর পাঠাবলির

মত সাক্ষী বাক্সে উঠান নামান করাইয়া ১॥-২ টার মধ্যে মোকদ্দমা ডিক্রি ডিস্‌মিস কার্য্য সমাধা করে খাস কামরায় বসে গুড়্‌গুড়ি তামাক টান্‌তেন অথবা নিকটেই তাহার বাসাবাড়ী ছিল সেখানে যেয়ে নিদ্রা সুখ অনুভব করতেন।

আমি। তা হলে আপনাদের সময়ে চাকুরী সুখেরই ছিল। অধুনা আমাদের দিন রাত্রি আফিসে বাড়ীতে খাটুনী অথচ উপরালা হতে ভৎসনা কৈফিয়ৎ লেগেই রয়েছে যেন নিত্যই চাকুরী ছুটে যায় এরূপ অবস্থা। সকল দিনই কি আপনার আফিসে বই পড়া চলিত ?

মূর্ত্তি। সকল দিনই চলিত, কার্য্যগতিকে দুই এক দিন বাদ পড়ে যেত। একদিন আহারাদির পর আমি আফিসে যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌ছি এরূপ সময় পিতা তাহার আসনে বসে আহার্য্য আনার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। আমার স্ত্রী তাঁহার ভাত তরকারী ইত্যাদি তাড়াতাড়ি নিয়ে আস্‌তে পিতার রাগত স্বরে ভীত ত্রস্ত হয়ে ভাতের থালা তাহার হাত হতে ফেলে দিলে। শব্দ হওয়ায় মা এসে বাবাকে বকে বল্লেন "দিন দিন বুড়ো হচ্ছে আব রঙ্গ বাড়্‌ছে, একরত্তি বউ তার প্রতি একটু খেয়াল নেই।"

আমার পিতা মাকে বড় ভয় কর্ত্তেন। আমরা সকলেই তাঁকে যথেষ্ট ভয় কর্ত্তেম। মার কথায় পিতা নীরব হলেন। আমাদের সকলের খাদ্য রাধুনে ঠাকুর তৈয়ার করে দিত। আমার পিতার খাদ্য আমার স্ত্রী বা মাতা পৃথক তৈয়ার করে দিত। এই প্রকারের গোলযোগে সেদিন আমার সঙ্গে আমার পড়িবার বই দেওয়া হয় নাই। আফিসে আমার বড়ই অসুবিধা বোধ হ'ল, বৈকালবেলা যেন পেউটিফেফেই উঠ্‌ল। যথাসময়ে বাড়ীতে আসিলে রাত্রিতে আমার স্ত্রী সঙ্কুচিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ গোলযোগে পড়ার বই সঙ্গে দিতে পারি নি, কোন অসুবিধা হয়নি ত?" আমি মিছে কথায় উত্তর করিলাম—"না, আজ আফিসের কাজেই সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেম।" ইহাতে আমার স্ত্রীর সঙ্কুচিতভাবে চলে গেল।

আমি। মিছে কথা কেন বল্লেম?

মূৰ্ত্তি। শাস্ত্রানুযায়ী অবস্থা বিশেষে মিছে কথা বলায় দোষ নেই, এ সময় মিছে কথা না বল্‌লে আমার স্ত্রীর মনে বড়ই ব্যথা লাগ্‌ত, বিনা অপরাধে তাহার মনে ব্যথা দেওয়া সঙ্গত হত না। কিছুদিন পরে আমাদের ছোট আদালতের আফিস ঢাকায় উঠে আসায় সে স্থানই আমার প্রধান রঙ্গস্থল হয়।

এইরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি তথা হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদীতীরে অন্যদিন রাত্রিতে বেড়াইতেছি অনেক রাত্রি হয়েছে স্থানও জনশূন্য এরূপ সময় সম্মুখে দেখিতে পাইলাম ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের সৌষ্ঠব সম্পন্ন মূর্ত্তি। মূর্ত্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "পূজার বন্ধ পড়েছে কোথাও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য যাওনি কেন?"

আমি। পূজার সময় বিবিধ খরচ, খরচে সঙ্কুলন না হওয়ায় যাওয়া হয়নি। অবস্থাগতিকে ইচ্ছামত কাজ করা যায় না।

মূর্ত্তি। মানুষ সাধারণতঃ অবস্থার দাস, অবস্থাগতিকে লোকের ভবিষ্যৎ জীবন পরিবর্ত্তন হয় আমার স্বীয় জীবনে তাহা অনেক প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি। সে কিরূপ?

মূর্ত্তি। আমাদের ছোট আদালতের আফিস বহর হতে ঢাকা সহরে উঠে আস্‌লে আমিও অবশ্য ঢাকা আসিলাম। সে সময় এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব নিত্য এখানে বক্তৃতা সেখানে বক্তৃতা বা উপাসনা। পূর্ব্বাবধি আমার বক্তৃতার ঝোঁক ছিল অন্য কোন দল না থাকায় আমি তাহাদের সাথে মিশে

পড়্লাম। ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসেও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বক্তৃতা করেছি যদিও আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম না। আমি যদিও বিশেষ সঙ্গীত কর্ত্তে পার্ত্তাম না তবু সঙ্গীতমঞ্জুরী নামক একখানি ব্রহ্ম সঙ্গীত বই তৈয়ার করেছিলাম। ব্রাহ্মসমাজ সহ সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই আমি "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থ লিখি। নারীজাগরণ তদবধিই বোধ হয় সূত্রপাত। পিতার মৃত্যুর পর আমি মনে করেছিলাম আমি সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন কিন্তু আমার এই বাতিক কিছু দিন মধ্যেই দূর হইল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ যোগ্য বিবাহ দিতে হইবে। আমি পরিবার সহ ঢাকা থাকি বিধবা মাতা বাড়ীতেই থাকেন। আমি মনে করিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে কন্যা ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ দিব। কিন্তু মাতা বাড়ীতে এ সংবাদ পেয়ে—ঢাকা চলে আসিলেন! বোধ হয় আমার স্ত্রীই তাহাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে থাক্‌বে। খ্রীষ্টান হওয়ার উদ্যোগে যেরূপ পিতা বিরুদ্ধ হওয়ায় সফল কাম হতে পারি নাই সেইরূপ ব্রাহ্ম হওয়ার উদ্যোগে মাতা বিরুদ্ধ হওয়ায় আমার মনস্কামনা নিস্ফল হল। আমার মা যেরূপ স্নেহশীলা ছিলেন আবশ্যক মত তিনি কড়া শাসনও কর্ত্তেন। তাহার শাসন আমি এড়াইতে পারি নাই।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হিন্দু মতে এক জমিদারের ঘরে দিলাম। ঢাকা কাশীমপুরের জমিদার শ্যামাপ্রসাদ রায়ের ভাগিনা ৺উমেশচন্দ্র বসু আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা। সে শেষে সারস্বত পত্রের সম্পাদক হয়েছিল। তদবধি ব্রাহ্মসমাজ সহ আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্মগণ এ বিষয় নিয়ে বিশেষ আন্দোলন করেও কিছু কর্ত্তে পারেনি।

আমি। আপনার বান্ধব পত্রিকা কি ভাওয়াল যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বাহির হয়ে ছিল ?

মূর্ত্তি। হাঁ, ভাওয়াল যাওয়ার পরও অনেক দিনই চলেছিল। আমাকে ৺কালীনারায়ণ রায় ভাওয়াল নিয়ে যান। আমার পরিবার ঢাকায়ই থাক্‌ত আমি মাঝে মাঝে ঢাকা আস্‌তাম। অবস্থার পরিবর্ত্তনে লোকের জীবনের গতি অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। আমার স্বীয় জীবনের অনেক ঘটনা অবস্থা গতিকে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমার সহোদর ভ্রাতা ছিল না—একমাত্র সহোদরা ভগ্নী শ্রীনগর গুহরায় বংশে বিবাহিতা হয়েছিল। আমি আমার শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলেই বক্তব্য সমূহ শেষ করিব। আমার বিবাহাবধি শ্বশুর বাড়ী দেখা হয়েছিল না। বিবাহ পাত্রী এনে আমাদের

বাড়ীতে হয়। আমার মাতুল বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী একই দেশে নিকটবর্ত্তী ছিল। তাহারাও কুলীন বসু বংশ।

আমি। পাত্রী এনে আপনাদের বাড়ী বিবাহ হয়, কেন?

মূর্ত্তি। আমার শ্বশুর কুল সংকুলিন হলেও নিঃস্ব ছিল, তাহাদের বাড়ী ছিল আয়নাকাঠী গ্রাম জিঃ ফরিদপুর পোঃ গোসোইর হাট। উহা এখন নদী গর্ভে। আমার জ্যেষ্ঠশ্যালক কালীকমল বসু আমার স্ত্রীকে আমাদের বাড়ীতে এনে পাত্রস্থ করেন। বরিশাল জিলা গাভা নিবাসী দরোগা বাড়ীর ৺জগৎচন্দ্র ঘোষ আমার বড় শালীকে বিবাহ করেন। তিনিও দারগা ছিলেন। আমার পিতা তাহার গৃহে তাহার স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসায় জান্‌তে পারিলেন যে তাহার স্ত্রীর কনিষ্ঠা অবিবাহিতা ভগ্নী আছে। ইহা শুনে উক্ত জগৎ ঘোষকে বলে তাহার দ্বারা আমার ঐ পাত্রী সহ বিবাহ ধার্য্য করেন। সে কালে বিবাহে পণ প্রথার তত প্রচলন ছিল না। আমি ভাওয়াল চাকুরীকালে আমার স্ত্রী বিবাহের পর একবার মাত্র তাহার পিত্রালয়ে গিয়েছিল তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রসন্নের বয়স ৯।১০ বৎসর হবে। আমি সেই সময়

মাত্র তথায় কিছু দিনের জন্য গিয়েছিলাম। তৎকালে বিশিষ্ট ভদ্রলোক কোনও স্থলে গেলে অন্যান্য ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়ে অভ্যর্থিত হত। আজকাল তৎ পরিবর্ত্তে বিলাতী ধরণে চা-পার্টি হয়েছে। অনেক বাড়ী হতে আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল। আমি কেবল মৃশুরগাও নিবাসী ৺গোলকচন্দ্র রায় ও মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ভ্রাতাদ্বয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তাহারা এক শত প্রকারের বিবিধ প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করেছিল। তাহাদের সেই ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী এখন নদী গর্ভে। এখন তাহাদের বাড়ী দাসের জঙ্গল গ্রামে।

আমি। সে দেশ কিরূপ দেখে ছিলেন?

মূর্ত্তি। সে স্থান তখন অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ দেখেছিলাম। লোকজন প্রায়ই অশিক্ষিত এবং শিক্ষা জ্ঞান অভাব প্রযুক্ত সংসারের বহু বিষয়েই অনভিজ্ঞ বলে বোধ হয়ে ছিল।

মূর্ত্তি এরূপ বলে অন্তর্ধান হলে আমি তথা হতে চলে আসিলাম।

১৯। সাধু বাক্য।

ঢাকা রমণার মাঠে সন্ধ্যার পর একদিন বেড়াইতে গিয়েছি ক্রমে রাত্রি অধিক হ'ল, স্থান জন শূন্য এরূপ সময় সম্মুখে দেখিতে পাইলাম একসাধু মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দেখে মনে হইল "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টৈৎ অগ্রে" মানুষ যে এরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ মূর্ত্তি হতে পারে ইহা কখনও ভাবি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে" ?

মূর্ত্তি। আমি অনেক দিনের এক সন্ন্যাসী, নিকটে বাস কর্ত্তেম—২০৭ বৎসরে দেহরক্ষা হয়। এস্থানে জীবিতাবস্থায় প্রায়ই বিচরণ কর্ত্তেম। এ স্থানের মায়া ছাড়িতে পারিনা সে জন্য মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকি।

আমি। জীবিতাবস্থায়ও কি আপনার এরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ মূর্ত্তি ছিল ?

মূর্ত্তি। হাঁ।

আমি। কেন ? আহারাদি কিছু কি আপনার করা হতনা ?

মূর্ত্তি। আমি যৎসামান্য খাদ্য ইত্যাদি যাহা পেতাম তাই সামান্য ক্ষুধা হলে খেতাম।

আমি। ক্ষুধা হতনা কি?

মূর্ত্তি। বিশেষ হতনা।

আমি। তবে এত দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন কি করে?

মূর্ত্তি। মনের জোরে। সবই মনের জোরে বুকের জোরে হ'য়ে থাকে। কতগুলি আহার কর্‌লেই যে মানুষের দেহ পোষণ হয় তাহা নহে। এ সহরেই খূজলে দেখ্‌তে পাবে অনেক লোক আছে যে যৎসামান্য আহার করে থাকে অথচ কঠোর পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও কর্‌ছে এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ বেঁচেও আছে। তোমাদের ভূতপূর্ব্ব মৃত গবর্ণর জেলারেল হেষ্টিংসের অবস্থা স্মরণ কর। সে বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে তাহার ৬৩ তেষট্টি বৎসর বয়সের সময় ষোলটি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় তাহার বিচার হয়। মনের জোরে হেষ্টিংস আত্মপক্ষ নিজেই সমর্থন করেন। শেষ বিচারে যে তাহার কেবল মুক্তি হয় তাহা নহে ক্ষতিপুরণস্বরূপ ২৮ আঠাইশ বৎসর যাবৎ তিনি বার্ষিক ৪০০০ চা'রিহাজার পাউণ্ড পেন্সান প্রাপ্ত হন এবং ঐ ২৮ বৎসর পরেও ঐ পেন্সনে তাহার ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কেবল মনের জোরে

বুকের জোরেই সে পরিণামে জয়ী হয়েছিল। এরূপ ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত তোমাদের ভারতবর্ষের এখানে কি অন্যত্রও অনেক মিলিবে।

আমি। মনের জোর ও বুকের জোর কি করে হ'তে পারে ?

মূর্ত্তি। কবি বলেছেন

"যেজন ভীজে রাম রস বিকসিত কাঁহুন রুম
অনুভব ভাব দরশেঁতে নর সুখ ন দুখ ॥"

"অর্থাৎ—ভক্তিরসে আপ্লুত ব্যক্তি কখনও মলিন বা বিশুষ্ক হয়েন না। তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন। বাসনা তাহাকে স্পর্শ করে না, সুখে ও দুঃখে তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।"

এরূপ হতে পার্‌লেই মনে ও বুকে জোর হয়ে থাকে। মনের জোরে বুকের জোরে অনেক অসাধ্যও সুসাধ্য হয়ে থাকে।

আমি। এরূপ হওয়ার পন্থা কি ?

সাধু। মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—

"তুলসী ইয়ে সংসার মে পাঁচোরতন হেয়সার
সাধু সঙ্গ হরি কথা দয়া দীন উপকার ॥"

"হে তুলসীদাস, এই জগৎ সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিগুণ

গান, সর্ব্বজীবে দয়া, দীনভাবালম্বন ও পরোপকার এই পাঁচটী রত্নই সার।

তিনি আরও বলেছেন—

"সব্ বন্ তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড়ে শালগেরাম।
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো, যেস ঘট্‌মে বিরাজে রাম॥"

"যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার পক্ষে সকল বনই তুলসীবন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম এবং সকল জলই গঙ্গাজল।"

উপরোক্ত প্রণালী দ্বারা হরির মূর্ত্তি সদাসর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে পারিলেই ভক্তি রসেও আপ্লুত থাকা যায় এবং মনের ও বুকেরও জোর হয়। ঈশ্বরকে জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি জন্মে।

আমি। শরীরের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব যেন স্বাস্থ্যের গতিকে অনেকেরই হয় না কিন্তু মানবের সাংসারিক অবস্থা আর্থিক অবস্থা, সমভাবে দীর্ঘকাল থাকে না কেন? দেখুন না এ জেলায় অনেক অবস্থাপন্ন বড় লোকই ছিল; সকলের অবস্থা ত সমভাবে নাই। ইহার কারণ কি?

মূর্ত্তি। শরীরের যেরূপ রোগে ক্ষয় হয় অবস্থার ও ঘটনা বিপর্য্যয়ে সেরূপ অধঃপতন হয়। শরীরের পক্ষে যেরূপ ঔষধ বা আচার অনুষ্ঠান প্রতিকার অবস্থার পক্ষেও সেরূপ যত্ন, চেষ্টা, তত্ত্বাবধান, প্রতিকার।

আমি। সব অবস্থায়েই লোকের সাহসের দরকার। রোগীর ও সাহসের দরকার অবস্থা সংশোধনে ও সাহস ও কার্য্য পটুতা লোকের দরকার। তাহা অনেকেরই থাকে না বুকের জোর ও মনের জোর অভাবে।

মূর্ত্তি। সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শত সহস্র বদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও আর তাহার বিশ্বাসও ক্ষীণ হইবে না সাহস ও কার্য্যপটুতাও হইবে। এই কথা বলিয়া সাধু মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি মনে ভাবিলাম—

"Ye fearful saints, fresh courage take
The clouds ye so much dread,
Are big with mercy, and shall break,
In blessings on your head."

—Cowper.

২০। কামিনী কাঞ্চন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দক্ষিনেশ্বর কালীবাড়ীতে এক দিন গিয়েছি। সন্ধ্যার পর ঘাটের উপর বসে নদীর তরঙ্গ লীলা দেখ্‌ছি এবং মনে মনে বিবিধ চিন্তা কর্‌ছি। ক্রমে রাত্রিও অনেক হইল। এরূপ সময় আমার সম্মুখে দাঁড়ায়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি অতি পূর্ব্বে এই মন্দিরে পূজারী ছিলেম; দীর্ঘকাল দেহ রক্ষা হয়েছে। দেখ্‌তে এলেম মন্দির ও দেবার্চ্চন কিরূপ চলিতেছে।

আমি। কিরূপ চলিতেছে দেখিলেন?

মূর্ত্তি। চলেছে এক রকম পূর্ব্বের সে ভাব নাই। এখন অবনতি—

আমি। কেন?

মূর্ত্তি। প্রকৃত ভক্ত সমাগম অনেক কম। ভক্তে বাঁধা ভগবান। যে স্থানে ভক্ত সমাগম অধিক সে স্থানে ভগবৎ—বিভূতি বিবিধ রূপে দেদীপ্যমান থাকে। এখানে গদাধর নামে এক ঠাকুর ছিল ভক্তেরা তার নাম কল্লে রামকৃষ্ণ যে হেতু তিনি অনেক সময় যে রাম সেই কৃষ্ণ এ কথা বল্‌তেন। তাহার মূল মন্ত্র ছিল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। ইহা অবশ্য উচ্চ সাধনের অঙ্গ। কিন্তু তাঁহার ভক্ত মধ্যে অনেকেই তাহা ত্যাগ কর্ত্তে পারে নাই।

আমি। কেন তাহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) যে তাহা করে ছিল ?

মূর্ত্তি। হ্যাঁ, সে করেছিল সত্য। কিন্তু দেখ না; থিয়েটারে ("ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ!") লিখ্‌বে অথচ—সেখানে কামিনী কাঞ্চনের পূর্ণ প্রভাব ও আদর। মাসিক পত্রিকার উপরে রামকৃষ্ণের নাম লিখ্‌বে সেথাও কামিনী কাঞ্চনের পূর্ণ আদর এমন কি সম্মুখ পৃষ্ঠার উপরেই হয়ত কোন সুন্দরী কামিনীর কমনীয় মূর্ত্তি চিত্রিত করা হয়েছে।

আমি। সংসারে সকলেই যদি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে তবে সংসার চল্‌বে কি করে ?

মূর্ত্তি। যাহারা এ সম্প্রদায়ের ভক্ত তাহাদের কামিনী

কাঞ্চন সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত—এ সম্প্রদায়ের প্রধান বিষয়ই হচ্ছে শঙ্করাচার্য্যের নীতির ন্যায় যথা—

মাকুর ধনজন যৌবন গর্ব্বং—
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং—
মায়াময়মিদনিখিলং হিত্বা—
ব্রহ্মপদং—প্রবিশাশু বিদিত্বা"
ধনজন যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার—
নিমেষে—কৃতান্ত করে সকলি সংহার—
পরিহর এ সংসায়—ঘোর মহাময়—
জানি ব্রহ্মপদ সবে করহ আশ্রয়।"

৺মহাত্মা তুলসী দাসও বলেছেন "যাহা রাম তাহা কাম নহি, যাহা কাম তাহা নহিরাম। দুঁহু এক পথ মিলিত নহি, রব রজনী এক ঠাম্॥" বিবেকানন্দেরও এই মত, আঁধার ও আলো কখনও এক সঙ্গে থাক্‌তে পারে না।

যাহারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্ত্তে না পারে তাহাদের রামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করাও অন্যায়।

আমি। কিন্তু রামকৃষ্ণের উপদেশ ছিল "সংসারে থাকিয়া সকল কার্য্য কর; কিন্তু দৃষ্টি রাখিও তাহার পথ হতে যেন দূরে না পড়িয়া যাও।'

মূর্ত্তি। উহা সাংসারিকের জন্য প্রবোধ বাক্য মাত্র কেননা তাহা সম্ভব নহে, কামিনী কাঞ্চনের মায়াও ছাড়্তে হবে অথচ সংসারী হতে হবে—এ উভয় বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ। সংসারী হলেই কামিনী কাঞ্চন অভিলাষী হতে হবে কেন না ইহারা সংসারীর পক্ষে নিত্য প্রয়োজন। এ জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
"পরমাত্মা তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন।"

কামিনী কাঞ্চন সংযোগে সন্ন্যাসাশ্রমেও চরিত্র স্খলন ও সহজিয়া সাধনের অনুকরণ হওয়া অসম্ভব নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজে সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন সত্য কিন্তু তিনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্ত্তে উপদেশ দেন নাই প্রেমভক্তি অবলম্বন করিতেই উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তির উন্নতি সাধনই কৃষ্ণ ভক্তের সর্ব্বস্ব; ইহাই তাহার মূলমন্ত্র। তিনি কেহকে সংসারত্যাগী হতে উপদেশ দেন নাই। এই ধর্ম্মই বোধ হয় ছোট বড় সকলের পক্ষে তুল্য উপযোগী।

আমি। সংসারে থেকে কি ভক্তির উন্নতি সাধন করা যেতে পারে?

মূর্ত্তি। তাহা পারে। চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। হরি যাহাদের হৃদয়ে রয়েছেন তাহারা পারে। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আত্মাকে যে মগ্ন করিতে পারে সে সংসারে থেকেও ভক্তির উন্নতি সাধন কর্ত্তে পারে।

আমি। এক ইংরেজ কবি বলেছেন ঃ—

"We study speeh but others we persuade
We leach craft learn, but others cure with it.
We interpret laws which other men have made
But read not those which in our hearts are writ"

Sir Jhon Davis.

মূর্ত্তি। ইহা ঠিক কথা। হরি ভক্তি মণ্ডিত আত্মাই বলে দেয় সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ। এই কথা বলে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলে আমি হৃষ্টচিত্তে চলে আসিলাম।

২৭। সাহিত্য পরিষদ।

কলিকাতা অপার সার্কুলার রোড রাস্তা দিয়া চলেছি অনেক দূর গিয়ে পড়েছি রাস্তার বামপার্শ্বে সাহিত্য পরিষদসুবৃহৎ সুরম্য মন্দিরটি দেখে মুগ্ধ হয়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি কল্লেম। বোধ হল যেন সুশোভন মন্দিরটি প্রফুল্ল বদনে সকলকে গৃহাভ্যন্তর যাওয়ার জন্য আহ্বান কর্‌ছে।

আমি। জিজ্ঞাসা কর্‌লেম—"কেন ডাক্‌ছ?"

মন্দির। এখানে এস, অনেক বই দেখ্‌তে পাবে।

আমি। অনেক রকম বই আছে কি?

মন্দির। হ্যাঁ, বিভিন্ন ভাষায় অনেক রকম বই আছে।

আমি। এসব বই কোথায় পেলে?

মন্দির। অনেকই গ্রন্থকারদিগের প্রদত্ত।

আমি। গ্রন্থকারদিগকে তজ্জন্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছে কি?

মন্দির। না, তার নিয়ম নাই।

আমি। ইহা বড়ই অন্যায়। গ্রন্থকারদিগকে অর্থ দেওয়া উচিৎ। ভাল গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কার কিছু দেওয়া হয় কি?

মন্দির। না, টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি। কেন? এত জমীদার, তালুকদার,—ধনী ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে দেশে রয়েছে তাহাদের নিকট হতে টাকা আদায় করনা কেন?

মন্দির। দেশীয় জমিদারগণের জমিদারী প্রায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে (Court of wards-এ) খাচ্ছে, তালুকদারের শোচনীয় অবস্থা, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লোকসান, বড় চাকুরের খরচান্ত যথা মেয়ের বিয়ে ছেলে বিলাত পাঠান জামাতার খরচ আত্মীয় স্বজনের খরচ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত তাহাদের টাকা সঞ্চয়ের দিকেই বেশী মন। অনেকেই এসব কাজে বা অন্য সৎকাজেও অর্থব্যয় বৃথা মনে করে।

আমি। সাহিত্য পরিষদ যখন হয়েছে তখন ইহার কর্ত্তব্য কার্য্য সবই করার বিধান চেষ্টা করে করা উচিত। ভাল ভাল গ্রন্থকারদিগকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার

ব্যবস্থা করা উচিত। দুস্থ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

মন্দির। তাহা অতি সামান্য রূপে আছে।

আমি। উহার ব্যবস্থা ভাল রূপে থাকাই আবশ্যক।

মন্দির। অর্থাভাব-অর্থাভাবই এসব বিষয়ে প্রতিবন্ধক।

আমি। এসব কাজের জন্য চেষ্টা করে অর্থ সংগ্রহ কর্ত্তে হবে ? নতুবা পরিষদ উঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

মন্দির। সব বিষয়েই ক্রমিক উন্নতি—ইহাই সংসারের নিয়ম। সাহিত্যচর্চ্চা বড়ই নিরাশজনক কেননা পরাধীন জাতির রাজনীতি চর্চ্চায় যেমন সাবধানতা প্রয়োজন সাহিত্যচর্চ্চায় ও তদ্রুপ সতর্কতা আবশ্যক।

আমি। আধুনিক সাহিত্য কি আছে ?

মন্দির। অনেক প্রকারই আছে নাটক, উপন্যাস, গল্পের বই ইত্যাদি—অনেকই আছে। কিন্তু স্থায়ী আধুনিক সাহিত্য বিশেষ নাই।

আমি। স্থায়ী সাহিত্য কাহাকে বলে ?

মন্দির। যেমন সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন, হোমার ইত্যাদি—

আমি। সেত বিলাতী—

মন্দির। যথা—রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস ভবভূতি ইত্যাদি—

আমি। উহাত পৌরানিক।

মন্দির। আধুনিক স্থায়ী সাহিত্যের ভিতর এক ভারতচন্দ্রের—নামোল্লেখ করা যেতে পারে। সংসারে যেমন সেক্সপীয়রের তুলনা সেক্সপীয়র ভারতচন্দ্রের তুলনা ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ হতে পারেনা।

আমি। মাইকেল? মাইকেলের সাহিত্য কিরূপ স্থায়ী—

মন্দির। সমূহ কথঞ্চিৎ কিন্তু শেষ কিরূপ দাঁড়ায় বলা যায়না এখনই যেন কিছু ভাঁটি লেগেছে বলে বোধ হচ্ছে। মাইকেলে গাম্ভীর্য্য আছে রসের সামঞ্জস্য কম। উভয়ের সমতা আবশ্যক। রস বিকাশও কিছু কম। রস চিরন্তন, সর্ব্বদেশে সর্ব্বসাহিত্যে সর্ব্বযুগে সমতুল্য প্রযুজ্য।

আমি। নাটক, নাটকের স্থায়ীত্ব?

মন্দির। বঙ্গীয় নাটক এখনও স্থায়ীত্বের রূপ পায়নি।

আমি। সাহিত্যের চির স্থায়ীত্বের লক্ষণ কি?

মন্দির। যাহা চির সুন্দর ও চির নুতন সে সাহিত্যই চিরস্থায়ী। আধুনিক হেঁয়ালী ভাষানুযায়ী যাহাতে সত্য শিব সুন্দর রয়েছে সে সাহিত্যই চিরস্থায়ী যেহেতু

উহাই চিরনূতন ও চিরস্থন্দর, ভারতচন্দ্রের ভিতর গাম্ভীর্য্য তারল্য উভয়ই যথোপযুক্ত ভাবে সমান সংমিশ্রণ যেন হীরামুক্তায় জড়িত। ভারতচন্দ্রের ঐ উভয় গুণই সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান তাহার একটি রচনা এইরূপ—

কমট করটট ফণি ফণা ফলটট দিগ্‌গজ ভ্যায়রে।
"বস্থমতী কম্পত গিরিগণ নম্র ত জলনিধি ঝম্পত
বাড়ব ময়রে॥
ত্রিভুবন ঘুটতরবিরথ টুটত ঘনঘন জুটত যেও
পর লয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অট অট অট অট অ্যা
ক্যায়া হায়রে॥"

"Happy who in his verse can gently steer from grave to light, from pleasant to sever" Dryden, The art of poety can, to I, line 75.

আমি। বাস্তবিক "তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।" বিশ্ববিশ্রুত কবি রবিবাবুর সাহিত্যের স্থায়ীত্ব কিরূপ ?

মন্দির। এ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, গাম্ভীর্য্যের কিছু অভাব, চির স্থন্দর চির নূতন কিনা তাহা এখনও নির্দ্ধারণ

করা যায় না, রসাদির সম্যক বিকাশাভাব, রসাদির সামঞ্জস্যের ও কথঞ্চিৎ অভাব। অনেকই প্রায় একরূপ, বাজে জিনিষ ও অনেক হয়েছে কিন্তু ভাল জিনিষও বহু সৃষ্ট হয়েছে। তিনি বিবিধ প্রকারের বহু জিনিষই সৃষ্টি করেছেন, তার কি থাকে কি না থাকে এখনও বলা যায় না। এ সব বিষয় পুরাতন না হলে বিচার সহজ নহে। তিনি এ পর্য্যন্ত কিন্তু একখানিও সুবৃহৎ ও সর্ব্বরস সঙ্গত কাব্য সৃষ্টি করেন নি। বাঙ্গলায় বিশেষ নামোল্লেখ যোগ্য অন্য কবি দেখ্‌ছি না।

আমি। গদ্য সাহিত্য, গল্প সাহিত্য, এবং অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত ?

মন্দির। ক্ষুদ্র গল্পের কিছু প্রসার হয়েছে সত্য কিন্তু সে সব সাহিত্য কোন অভিমত যোগ্য নহে।

আমি। কেন ?

মন্দির। মোটের উপর সবই প্রায় জলবুদ্‌বুদ্‌ প্রায়। ক্ষুদ্র কবিতা কিছু হয়েছে কিন্তু আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি কিছু প্রণয় সঙ্গীতের মত হতেছে।

আমি। বঙ্কিমবাবু, প্রভৃতি সম্বন্ধেও কি সেই অভিমত ?

মন্দির। মোটের উপর তাই বটে। নূতন প্রণালীর কিছু সূত্রপাত কেহ কেহ করেছেন বটে তজ্জন্য ব্যক্তিগত কেহর

নাম কিছুদিন থাক্‌তে পারে কিন্তু তৎ প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের স্থায়ীত্ব হওয়া সন্দেহ।

এইরূপ বলে মন্দির নীরব হইলে আমি স্বস্থলে চলে গেলাম। মনে ভাবিলাম এ সব বিষয়ে প্রকৃত অপ্রকৃত বহু দোষই অনেকে উল্লেখ কর্‌তে পারে কিন্তু অতি কম ব্যক্তিই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জিনিষ সৃষ্টি কর্‌তে সক্ষম হয়।

২২। খ্রীষ্টানের মত

একদিন কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি দেখ্লেম খ্রীষ্টানী গির্জ্জায় খ্রীষ্টানী বক্তৃতা হচ্ছে। গীর্জ্জা ঘরটি মুখ তুলে আমাকে ডেকে বল্লে, "এদিকে এস একবার বক্তৃতা শুনে যাও, প্রভু যীশুখ্রীষ্টের বিষয়ে বক্তৃতা হচ্ছে।"

আমি। এই সব বক্তৃতায় আমার মন যায় না।

ঘর। হাঁ, এখন ত তাহা যাবেই না। পূর্ব্বে এরূপ দিন ছিল যে শ্রীরামপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থলে দলে দলে মিশনারি বক্তৃতা দিত সকলে শুন্তে যেত আর খ্রীষ্টান হতে যেত। এখন যেন অনেকেই সব ধর্ম্ম বিষয়েই উদাসীন, আহার বিহার আমোদ প্রমোদ ব্যতীত আর কোন কাজ নাই।

আমি! আহারেরই যে অভাব। ভারতের লোকের অধিকাংশই খাদ্য চিন্তায়ই, খাদ্যাভাবেই মারা যাচ্চে।

ঘর। আমোদ প্রমোদ ত যাচ্ছে না।

আমি। আমোদ প্রমোদ সামান্য লোকেই করে থাকে, কেবল মাত্র যে পারে সে করে।

ঘর। যাহা হউক। দেশের এত ধর্ম্মভাবহীনতা হল কেন ?

মূর্ত্তি। ধর্ম্মই মানবের জীবন। মানবের উন্নতির সোপান। তোমাদের দেশের এ প্রকার ধর্ম্ম হীনতার ভাবত ভাল নহে।

আমি। এ ভাব সমূহ পাশ্চাত্য দেশের আম্‌দানী।

ঘর। কেবল পাশ্চাত্য দেশের দোষ দিলে চল্‌বে না। তোমাদের দেশের লোকের ধর্ম্ম বিষয়েও যেন সাধারণতঃ মতস্থিরতা নাই।

আমি। কেন একথা বল্‌ছ।

ঘর। এই দেখনা কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি এবং তাদের দলের লোক অনেকরই মত পরিবর্ত্তন অনেক প্রকারেরই হয়েছিল। হিন্দু খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কেহ কেহর হয়েছে। কেহ কেহ মত পরিবর্ত্তনের চিহ্ন ও প্রকাশ্যতঃ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। লালবিহারীদের মত জ্ঞানী শিক্ষিত ব্যক্তিও এ দোষ হতে মুক্ত নহেন।

আমি। কেন সে কি করেছিল ?

ঘর। সে খ্রীষ্টান হয়ে প্রেম ভক্তিমূলক চৈতন্যদেবের ধর্ম্মকেই শেষ ভাল বলেছে।

"The system of chaitainya is an important innovation on Hinduism. It is intersting to contemplate as an index of the march of religious ideas It contains the germs of certain religious truth. There is a tendency in it to religions diffnion. This is an important idea in religion······His (Chaitaniya's) system cncourages no monopoly of religious knowledge. It places the same doctrines before learned and unlearned men. Etc.······In insisting on Bhakti, as a sinequanon of personal religions, it has made a faint apporoximation to faith, that prolific principle of christian revelation....... Etc"

তিনি খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সেজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করেছেম। কিন্তু

মনে মনে বোধ হয় চৈতন্যের প্রেম ভক্তিমূলক ধর্ম্মের প্রীতিই আকর্ষণ।

আমি। তা হবে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ নিত্য নূতন মত হওয়া ভাল নহে।

ঘর। তাহা ত ভালই নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা স্থির মত সকলেরই থাকা আবশ্যক। কোন ধর্ম্মই নিন্দার নহে, নাস্তিকেরাই সাধারণতঃ নিন্দা করে থাকে—

"The proud blasphemers thought all earth
their own,
They deemed that soon the whirlwind of
their ire
Would sweep down tower and palace,
dome and spire.
The christian alters and the Agustan
throne."

তুমি খ্রীষ্টানী মত না নিতে পার, খ্রীষ্টানী বক্তৃতা না শুন্‌তে পায় কিন্তু খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম কোন দিনই লুপ্ত হইবে না, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম ও কোন দিন ধ্বংস হবে না সব ধর্ম্মই থাক্‌বে যাহার যে ধর্ম্ম ইচ্ছা সে তাহাই নিবে।

সকল ধর্ম্মের ভিতরই ঈশ্বর রয়েছেন সুতরাং তাহার অপ্রতিহত প্রভাব কোন দিনই লয় হইবে না।

"Who shall resist His might
Who marshals forth the fight
Earth quake and thunder, hurricane and and plane?
He smote the haughty race
Of unbelieving thrace.
And turned thei rage to fear, their
Pride to shame"

আমি। তবে বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতর কি শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নাই?

ঘর। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা লোকেব শিক্ষা ও জ্ঞানানুযায়ী নিজ নিজ মতের উপর নির্ভর করে। অজ্ঞান লোকের পক্ষে ভক্তি ভরে বৃক্ষ পূজাও অধর্ম্ম নহে। লাল বিহারী দে তাহার জ্ঞান ও শিক্ষানুযায়ী চৈতন্যের ধর্ম্মই ভাল বলেছেন। তিনি—উচ্চশিক্ষিত ও ও জ্ঞানী সুতরাং উচ্চ ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছেন। উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মতের ও পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু স্থিরতা হয়নি, প্রত্যেকেরই এ সব বিষয়ে

মতের স্থিরতা থাকা প্রয়োজন—এই বলিয়া গির্জ্জা গৃহ নীরব হইলে আমি তথা হতে চলে আসিলাম। আমার তখন মনে হইল সাধারণ কবি ওয়লা এ্যাটনি ফিরিঙ্গীর গানটি—

"খৃষ্টে ও কৃষ্ণে কিছুই ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফিরে এত কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাড়িয়ে আছে—
আমার মানব জনম সফল হবে—যদি রাঙাচরণ পাই।"

ঐ সংসারের বিভিন্ন ধর্ম্ম—সমান হইলেও বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম ভাবে—একতা হওয়ার সম্ভাবনা বিরল।

২৩। গুরুর ক্ষমতা

একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াইতে গিয়েছি। ঘুরিতে ঘুরিতে বারাকপুর ট্রাঙ্করোডে উপর যেয়ে উপস্থিত হলেম, যেখানে গিয়েছি সে স্থানটি নির্জ্জন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় গগনস্পর্শী বৃক্ষগণ নিস্তব্ধে দাড়াইয়া পাহারা দিতেছে। আমি এক বৃক্ষ তলে দাড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য গিয়েছি এরূপ সময় দেখতে পেলেম নিকটস্থ বৃক্ষমূলে দাড়ায়ে এক তেজপূর্ণ পাঞ্জাবী সাধু মূর্ত্তি, আমি সসন্ত্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি কে" ?

মূর্ত্তি। আমি গুরুগোবিন্দ সিংহের মূর্ত্তি। এ সব দেশ দেখ্‌তে এসেছি—

আমি। পাঞ্জাবের শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের মূর্ত্তি কি ?

মূর্ত্তি। হাঁ।

আমি। আপনি ত শিখদিগকে অনেকই উন্নত করেছিলেন।

মূর্ত্তি। হাঁ যথাসাধ্য করেছিলাম বৈ কি। শক্তি-শালী গুরুদের—অনেক ক্ষমতা। আমার তত ক্ষমতা ছিলনা সামান্য অ্যাধ্যাত্মিক উন্নত ফকিরদেরই বা সাধুরই ক্ষমতা কত। আমাদের পাঞ্জাবে এক ফকীর এসেছিল তাহাকে ঘোর বিশাক্ত সর্পে দংশন করিলেও তাহার মৃত্যু হত না। অনেক সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করে দেখেছে।

আমি। কি প্রকারে পরীক্ষা কর্লে ?

মূর্ত্তি। বিষাক্ত সর্প এনে তাহাকে অর্থাৎ তাহার শরীরের কোন স্থানে দংশন করাত। সেই সর্প দিয়ে কোন মুর্গীকে দংশন করাত। মুর্গী মরে যেত কিন্তু সেই সাধু বা ফকিরের কিছুই হতনা।

আমি। এত ভারি আশ্চর্য্যের কথা।

মূর্ত্তি। হরিদাস সাধুর কথা অবশ্যই শুনেছ, তাহাকে মাটীর ভিতর অনেক দিন পুতে রাখলেও তাহার মৃত্যু হত না।

আমি। হাঁ সে কথা শুনেছি ; কোন কোন গ্রন্থেও পড়েছি।

মূর্ত্তি। তাহার আরও অনেক ক্ষমতা ছিল, সে ইচ্ছামত নানাবিধ সুখাদ্য উপস্থিত কর্‌তে পার ত।

আমি। টাকা পয়সা আন্‌তে পারত কি ?

মূর্ত্তি। হাঁ তাহাও পার্‌ত।

আমি। ইহা কি প্রকারে সাধন কর্‌ত ?

মূর্ত্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি বলে। যাহারা আধ্যাত্মিক উন্নত তাহারা ইচ্ছামত বহু দুষ্কর কাজই সাধন কর্ত্তে পারে, তাহাদের শিষ্যদিগকে সমুন্নত কর্ত্তে পারে। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, কবীর প্রভৃতি সকলেরই বিশিষ্ট গুরু ছিল, এজন্য তাহারা শক্তিশালী ও উন্নত হয়েছিল।

আমি। আপনিত শিখদিগকে অনেক উন্নত করে অনেক যুদ্ধেই জয়ী করেছিলেন।

মূর্ত্তি। হাঁ, নানা প্রকার উৎসাহ দিয়ে তাহাদিগকে জয়ী করেছিলেম সত্য কিন্তু তাহাদের আধিপত্য স্থায়ী হলনা। ইংরেজীতে একটী কথা আছে

A man who digs a pit for another.

himself falls into it" শিখদের ও সেই অবস্থা হয়েছিল। আমার ও ঘাতক হস্তে জীবন ধ্বংস হয়েছিল।

আমি। সে কিরূপ ?

মূর্ত্তি। নিজেদের মধ্যে বিবাদ আত্মকলহ। একারণে পরস্পরের মধ্যে হত্যাব্যাপার ও বেশ চলেছিল। পাঞ্জাবের ইতিহাস পাঠেই সব জান্‌তে পার্‌বে।

আমি। শিখজাতির প্রাধান্যের বিলোপই কি একারণে হয়?

মূর্ত্তি। কেবল এই এক কারণ নহে। ইংরাজী এক কথা আছে—

"Man must not despair in misfortnne.

Neither be proud when in prosperity.'

শিখগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়েই সম্পদ হারাল। তাহাই মূল কারণ বলা যেতে পারে, তাহা—হতেই পরস্পরের মধ্যে আত্মকলহ ও পরস্পরের ধ্বংশ। শিখগণ, সম্পন্ন অবস্থায় চড়স্, তামাক ইত্যাদি অত্যন্ত ব্যবহার কর্ত্তে আরম্ভ করেছিল এজন্যও অনেক শক্তিহীন হয়েছিল। এক সাহেব লিখেছেন।

"Sultan Ahammad the Fourth to death condemned

All smokers of tobacco. And that great man

Baba Nanak, whose conduct I commend,
By religious obligation, formed a plan
To keep it from the sikhs, he did forfend
That poisonous weed, and through the nation ran
His interdiction even as a remedy for pain
All efforts to administer the weed proved vain"

Thirty five years in the east, by Jhon Honibergs.

সাধুমূর্ত্তি ঐরূপ বলে অন্তর্ধান হলে আমি তথা হতে চিন্তিত মনে চলে আসিলাম।

২৩। বীর কলঙ্ক।

কলিকাতা শ্যামবাজার বৈকালবেলা দেশবন্ধু পার্কে বেড়াইতে গিয়েছি দেখি ছেলেরা লাঠি খেল্‌ছে। তা দেখে আমি বল্লেম "তোমরা হীন বাঙ্গালী, লাঠি খেলে কি হবে" ?

একটি ছেলে উত্তর করিল "কেন, বাঙ্গালী কি বীর হতে পারে না ?"

আমি। পার্‌বেনা কেন ? কিন্তু সে দিন নাই

ছেলে। সেকালের ন্যায় শক্তি সামর্থ্য ও চেষ্টা করে অর্জ্জন করা যেতে পারে।

আমি। দিনকাল অনুসারে তাহাও সম্ভব নয়।

ছেলে। কেন ?

আমি। দিনকাল অনুযায়ী ভারতবাসীর বিশেষত বাঙ্গালীর বীর্য্য হীন হয়েছে, ইহার আর উন্নতি নাই।

ছেলে। প্রতাপাদিত্য ও একজন বাঙ্গালী বীর ছিলেন সে ত আর বেশীদিনের কথা নহে।

আমি। কেবল বীর হলেই হলনা, বীরত্বের সদ্ব্যবহার করা চাই। সদ্ব্যবহার করবারও ক্ষমতা আবশ্যক।

ছেলে। সেত দেশের স্বাধীনতার জন্য সম্রাট সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে যুঝেছিল। সে প্রকৃত বীরের ন্যায়ই বলেছিল

"কহ গিয়ে অরেচর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনাব মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥" —ভারতচন্দ্র

আমি। "One who never turned his back but marched breast forward
Never doubted clouds would break
Never dreamed though right were worsted, wrong—wouldt riumph,
Held we fall to rise, are baffled to fight better
Sleep to wake"

Browning

হাঁ। সে এইরূপ ব্যক্তি ছিল।

ছেলে। কিন্তু মানসিংহ কি দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারী ছিল। তাহার ন্যায় নৃশংস পাষণ্ড অতি বিরল। সে আবার নির্ল্লজ্জের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যের গর্ব্ব করেছিল। প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বীরকে কি শোচনীয় দশা করে মেরে ছিল্ তাহা মনে হলে বোধ হয় লোকটি ঘোরতর পাষণ্ড। প্রতাপাদিত্য মানসিংহের হস্তে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হন। নৃশংস রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ পতিত শত্রুকে পিঞ্জর মধ্যে অনাহারে মারিয়া ফেলিলেন এবং তাহার শব দেহ ঘৃতে ভাজিয়া যবন সম্রাটের পদতলে উপহার দিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতাপের শব দেহ যমুনার জলে্ ভাসাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

আমি। প্রতাপ যেরূপ বীর কলঙ্ক ছিল তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছিল। সে তাহার পিতৃব্য বসন্তরায়কে সবংশে হত্যা করেছিল। স্বীয় কন্যার স্বামীকে অর্থাৎ নিজ জামাতাকে ও হত্যার উদ্যোগ করেছিল। বসন্তরায়ের পুত্র কচুয়ার কেবল কৌশলে আত্মরক্ষা কয়িয়া দিল্লী সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাতেই সম্রাট জাহাঙ্গীর সঙ্গতরূপেই প্রতাপকে পরাজিত ক'রে তাহার স্থলে কচুরায়কে রাজা করে। শিলাময়ী নামে প্রতাপাদিত্যের গৃহে যে পাষাণ মূর্ত্তি দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজার পানে

যুদ্ধকালে তিনি মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ রাজার উপর প্রতিকূল হইয়া বসিয়াছিলেন। শুনা যায় মন্দির মধ্যে শিলাময়ী দেবী এখনও ঘরেরদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া আছেন।

"যশোহর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম, মহারাজা
বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে, তায়, ভয়ে
যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীয়, প্রিয়তম পৃথিবীর বায়ান্ন হাজার যার ঢালী
ষোড়শ হাজার হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধকালে
সেনাপতি কালী॥

ভারতচন্দ্র

এই ঘোরতর পাপী বীর কলঙ্কের প্রতি পরিশেষে তাহার রক্ষয়িতা কালীমাতাও বিমুখ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ছেলে। তোমায় ব্রাউনিং (Browning) কবির কথায় আমি ইহার উত্তরে বলিব—

"All service ranks the same with God
With God whose puppets best and worst
are we,

There is no last nor first."

—Brownig

আমি। তবে কি কর্ম্মে লোকের ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতা থাক্‌বে না? প্রবৃত্তির স্রোতানুযায়ী কর্ম্ম করিলে মানুষের মনুষ্যোত্বের অভাব হয়।

ছেলে। থাক্‌বে। যাহার আছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ। এজন্যই মানুষের মধ্যে ছোট বড় শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ইহাও বোধ হয় কতকটা ভগবদ্বিধানেই হয়ে থাকে।

কথোপকথন বন্ধ হলে বিষয়টির সুমীমাংসা হল কি না ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি গৃহে ফিরিলাম।

২৮। ভবিতব্য।

কলিকাতা গঙ্গাঘাটে স্নান কর্ত্তে গিয়েছি। ঘাটে কেবল একটি যুবতী বিধবা মূর্ত্তি ছিল আর কেহ ছিল না। বিধবাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে নারীজাগরণ সমিতি কোথা? বিধবা সেবাশ্রমই বা কোথায়?

কলিকাতার সহজে স্পষ্ট উত্তর দিবার নিয়ম নাই—আমি দতনুষারী জিজ্ঞাসা করিলাম" কেন কি জন্য?"

বিধবা। আমার প্রয়োজন আছে।

আমি। আপনি কে? কোথায় থাকা হয়।

বিধবা। আমি লীলাবতীর মূর্ত্তি। নারী জাগরণ কিরূপ চল্‌ছে দেখ্‌তে এসেছি। বিধবা সেবাশ্রমই কি প্রকার চল্‌ছে তাহা দেখ্‌ব?

আমি। আপনি ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বিদুষী লীলবতী কি?

বিধবা। হাঁ—

আমি। আপনি কি অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন?

বিধবা। হাঁ বিবাহের পরই অল্পদিন মধ্যে বিধবা হই।

আমি। কেন? আপনার পিতা একজন বহু শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ জোতিষী ছিলেন—আপনিও স্বয়ং একজন অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। আপনার বিবাহ পূর্ব্বে যথোচিত বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছিল নাকি?

বিধবা। আমার বিবাহ বিষয়ের বিববরণ ভবিতব্য লিপির প্রকৃষ্ট ইতিহাস।

আমি। সে কিরূপ?

বিধবা। আমার পিতা জ্যোতিষ বিদ্যা বলে অভ্রান্ত রূপে পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেন যে আমি বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই বিধবা হব। তন্নিবারনার্থ তিনি নানা শাস্ত্রালোচনার পর ঠিক—করিলেন যে সুলগ্ন মত ঠিক লগ্ন সময়—মধ্যে বিবাহ দিতে পারিলে আমার বৈধব্য দশা হবে না। আমার বিবাহের পাত্র স্থির, দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া পিতা আমার বিবাহের আয়াজন করিলেন। একটি মৃন্ময় পাত্র ছিদ্র করিয়া জলে রাখিলেন। ঐ পাত্রটি জলপূর্ণ হলেই বিবাহের ঠিক লগ্ন হবে এবং সেই

সময় বিবাহ হলে আমার বৈধব্য দশা হবে না। আমার বিবাহের পাত্র স্থির দিন ও লগ্নস্থির করিয়া পিতা আমার বিবাহের আয়াজন করিলেন। একটি মৃন্ময় পাত্র ছিদ্র করিয়া জলে রাখিলেন। ঐ পাত্রটি জলপূর্ণ হলেই বিবাহের ঠিক লগ্ন হবে এবং সেই সময় বিবাহ হলে আমার বৈধব্য দশা হবে না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে মাথা নোয়াইয়া সেই পাত্রটি দেখিতে লাগিলাম—পাত্রটি ক্রমশঃ অতি অল্প মাত্রায় জলপূর্ণ হইতেছে। ইতি মধ্যে যে আমার অলঙ্কার শোভিত কর্ণ হইতে একটি মুক্তা ঐ পাত্রের ভিতর পড়ে যাওয়ায় পাত্রের ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়াছে তাহা আমরা কেহই জান্‌তে পারিনি লক্ষ্য ও করিনি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল পাত্রটি সম্পুর্ণ রূপে জল পূর্ণ হচ্ছেনা দেখে পিতা পাত্রটি ধরিয়া দেখিলেন যে মুক্তাটিতে ছিদ্র বন্ধ হওয়ায় পাত্রে আর জল উঠিতে পারে নাই। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বর বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় পিতা আমাকে অগত্যা সেই বরের সাথে তখনই বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পরেই আমি বিধবা হলেম এই ত ভবিষ্যতের লিখন। সেকালে দেখাঘড়ির চলন হয়েছিল না তাই এ দুর্ঘটনা।

আমি। ভবিতব্য কি ?

বিধবা। পূর্ব্ব কর্ম্মফল বা বিধাতার বিধান।

আমি। বিধাতার বিধান বা পূর্ব্ব কর্ম্মফল কি খণ্ডন করা যেতে পারে না ? পুরুষকার কি অদৃষ্ট হতে প্রবল হতে পারে না ?

বিধবা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বা সামান্য ঘটনায় বোধ হয় পূর্ব্ব কর্ম্মফল বা বিধাতার বিধান খণ্ডন করা যেতে পারে কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ে যথা জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বোধ হয় পারে না। এ জন্যই প্রসিদ্ধ বচন হয়েছে—

"মাতুল যস্য গোবিন্দ পিতা যস্য ধনঞ্জয়—
অভিমন্যু রণে হত নিয়তি কেন বাধ্যতে ॥"

এজন্যই প্রতাপাদিত্যের শোচনীয় ভাবে মৃত্যু, গুরু গোবিন্দের ঘাতক হস্তে বিনাশ ইত্যাদি অখণ্ডনীয় ঘটনা। ইহা অপ্রতিহত বিধি লিপি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শাস্ত্র বাক্য মনে কর—

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা নচ পৌরুষঃ।"

আমি। তবে কর্ম্মে-ঘটনা সংঘটনে কি আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই।

বিধবা। অতি সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনায় থাকতে পারে, বৃহৎ ঘটনায় কোন স্বাধীনতা নাই। এজন্য গীতায় উক্ত হয়েছে—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

আমি। গীতায় ঐ বাক্যত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে নাই।

বিধবা। সেজন্য আমি ক্ষুদ্র সামান্য বিষয় সম্বন্ধে হতে পারে "অর্থাৎ সম্ভাবনা মাত্র বলেছি।"

আমি। তবে সে বিষয়েও নিশ্চয়তা নাই।

বিধবা। সে বিষয়ে অবস্থা বিশেষে নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা। এ জন্যই গীতা বাক্য ঐরূপ সর্ব্বসাধারণ হয়েছে।

জীবাত্মার কর্ম্মফলানুযায়ী কেবলমাত্র নৈতিকস্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্ম্ম সংঘটনে বা কর্ম্ম ফলোৎপাদনে জীবের কোন স্বাধীনতা হইতে পারে না যেহেতু কর্ম্ম সংঘটন বা কর্ম্ম ফলোৎপাদন বা কর্ম্মসফলতা কেবল কর্ম্মফলানুযায়ী ঐশ্বরিক বিধানের উপরই নির্ভর করে। আমার বালবৈধব্য বিবরণীই তৎবিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

একথা বলে বিধবা মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি তথা হতে চিন্তিত মনে চলিয়া আসিলাম। মূর্ত্তিটির প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না।

২৬। কৃষ্ণপ্রেম

আমি কলিকাতা বাগবাজার দিয়া যাইতেছি, রাত্রি অনেক হয়েছে, রাস্তা জনশূন্য এমন সময় এক ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির সঙ্গে দেখা হল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমার নাম রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ছিল এখানে থাক্‌তাম—১০০ একশত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা হয় স্থানের মায়ার মাঝে মাঝে এখানে এসেথাকি।

আমি। আপনি এত দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন কি প্রকারে?

মূর্ত্তি। আমি যোগাভ্যাসী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেম তাতেই দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

আমি। আপনার আহারাদি কি হত!

মূর্ত্তি। আমার আহারাদি যৎসামান্য ছিল।

আমি। আপনি কি করে খেতেন, সাংসারিক অবস্থা আপনার কিরূপ ছিল ?

মূর্ত্তি। আমি যাজনিক করে যাহা কিছু মাঝে মাঝে পেতাম তাতেই আমার চলে যেত। কৃষ্ণ প্রেমিকের কোন দিন কিছুর অভাব হয় না। ভগবানই আহার্য্য জুটিয়ে দেন। একদিন প্রভাতে স্নানাদি অন্তে ভগবৎ পূজায় নিযুক্ত হতে যেতেছি এরূপ সময় আমার পত্নী বলিলেন ' অদ্য গৃহে আহারের কোনও সামগ্রী নাই। আমি বলিলাম "ও চিন্তা আমার নয় আমার যিনি প্রতিদিন আহার যোগান এ ভাবনা তাহার এইরূপ বলিয়া আমি পূজান্তে যোগে নিমগ্ন হলেম। যথা সময়ে যোগ সমাপনান্তে আমি উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এসব কোথা হইতে পাইলে ?" তিনি বলিলেন যজমান একটি প্রকাণ্ড সিদা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজি কোন পর্ব্বদিন নহে অথচ সিদা কেন আসিল জানিবার জন্য আমি যজমানের বাড়ী গেলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হ্যাগো আজ তোমাদের বাটীতে কি কাজ ছিল সিদা পাঠাইলে কেন ? যজমান বলিল, "তুমি যে প্রভাতে আমার বাটীতে আসিয়া বলিয়া গেলে আজ আমার বাটীতে

কোনও আহারের দ্রব্য নাই। আমি আজ একটু বেলা করে ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমের ঘোরে তোমার ঐকথা শুনিয়া পরিবারকে বলিলাম রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী একটী সিদা পাঠাইয়া দাও। আমি এই বাক্যে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়িলাম ভক্তিজলে আমার চক্ষু দুইটী ভরিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম "ভগবান্ তুমি আমার জন্য এ বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলে ?"

আমি। ইহাত এক দিনের বিবরণ প্রত্যহ ত আর এরূপ হত না।

মূর্ত্তি। আবশ্যক মত হত বৈ কি ?

আমি। সে কিরূপ ? আর একটা ঘটনাই বলুন না।

মূর্ত্তি। একবার সপরিবারে কাশীধাম গিয়েছি। সঙ্গে যে অর্থ নিয়ে ছিলাম দুই চারি দিনেই শেষ হয়, ছেলেকে টাকা পাঠাতে লিখিলাম টাকা আসতে গৌণ হল। সেদিন খরচের একেবারেই অভাব, সপরিবারে উপবাস থাকিতে হইবে মনে করিলাম। আমি তন্ময় হইয়া ভগবৎ পূজাই করিতে লাগিলাম, আহ্নিক শেষ হইলে বাড়ীতে সুমধুর কণ্ঠ আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল

পরক্ষণেই দেখিলাম একটি ভারে কয়িয়া এক ব্যক্তি চাউল ডাইল, ঘৃত তৈল, প্রভৃতি ও নানাবিধ মিষ্ট লইয়া বলিল "এ সিদা এনেছি' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কাহার বাড়ী হইতে আনিয়াছে ? ভারবাহক বলিল "আমাদের রাণীমা প্রতিদিন একটী সিদা ব্রাহ্মণের বাড়ী দিতেছেন। একটি বালক রাণীর নিকট গিয়ে বলিল আমার মা বাপ অনাহারে মৃত প্রায় হইয়া আছেন আজিকার সিধাটা যদি তাহাদিগকে দেন ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা নিবারিত হয় "সেই ছেলেটীর কথায় রাণীমা আমাকে এই সমস্ত দ্রব্য আপনার নিকট পেঁাছাইয়া দিতে বলেছেন। আমরা মনে করিলাম পাশের বাড়ীর জন্য এসিদা হতে পারে। অনুসন্ধানে জানিলাম পাশের বাড়ীর লোক অবস্থাপন্ন, তখন ভক্তি জলে আমার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল মনে ভাবিয়াছিলাম—"ভগবন্, যে ছেলে তোমার চিন্তায় দিবারাত্রি নিমগ্ন, তুমি তাহার ভাবনা না ভাবিয়া কিরূপে থাকিবে ? এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুক্তি—

"সতাং প্রসঙ্গান্নাম বীর্য্য সংবিদো—
ভবন্তি হৃদকর্ণ রসায়নাঃ—কথাঃ।
তজ্জোষণা দাশ্ব পবর্গবর্ত্তনি
শ্রদ্ধা, রতির্ভক্তিরণু ক্রমিষ্যতি।"

দুর্লভ মানব জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য, গতি, কাম্য এবং প্রয়োজন হইতেছে কৃষ্ণ প্রেম।

কৃষ্ণ প্রেম পিপাসা অনন্তকাল অনন্ত ভাবেই চলে উহার আর তৃপ্তি নাই। উহাতেই আবার পরমানন্দ। এজন্য বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন।

"কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

এরূপ বলিয়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি শান্ত মনে গৃহে ফিরিলাম। তখন আমার সাধু নানকের বাক্য স্মরণ পথে উদিত হইবে।

সাচ্চা সাথে সাচ্চা লাউ ভরিয়া ভাউ অপার
আথৈমৎস্যো দেঁ দে দাত করে সাতার॥"

অর্থাৎ—"পরমাত্মা সত্য স্বরূপ তাহার নাম সত্য এবং তাহার ভাব অনন্ত। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে যখন যেরূপ সবই সংঘটন করিতে পারেন।) তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে সে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে।"

এই অভ্রান্ত বাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সকলের মনেও শান্তি হয় এবং সব বিষয়ে উন্নতিও হবে।

২৭। সন্তোষ—

নির্জ্জন বন পথ দিয়া চলিয়াছি সন্ধ্যার পর, রাত্রিও কিছু হয়েছে এরূপ সময় দেখি বৃক্ষমূলে দাড়ায়ে এক সৌম্য মূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনিকে ?"

মূর্ত্তি। আমি বুনো রামনাথ শিরোমণির মূর্ত্তি, পূর্ব্বে আমি বনেই থাক্‌তাম তাই পূর্ব্ব স্মৃতির জন্য মাঝে মাঝে এই বনে এসে থাকি।

আমি। বনে থাক্‌তেন কেন ?

মূর্ত্তি। নবদ্বীপে আমার বাড়ী ছিল, টোল ছিল। অর্থাদি দিয়ে লোকে বড়ই জ্বালাতন করত তাই বনে আশ্রয় নিয়েছিলাম কেননা বৌদ্ধ শাস্ত্রকার প্রকৃতই বলেছেন—

"মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছ্ তো মঙ্গকেঃ মুকস্ত বস্স পারগ্।
সব্বৎথ বিমুত্ত মান সোন পুনং জাতি জরং উপেহিসি॥"

অর্থাৎ সম্মুখে শশ্চাতে বা মধ্য ভাগে তোমার যাহা কিছু—আছে তাহা ত্যাগ কর। এই সকল ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্ব্ব বিষয়ে বিমুক্ত চিত্ত হইলে পুনরায় তোমাকে জন্ম জরা ভোগ করিতে হইবে না।

তৎপর নবদ্বীপাধিপতি আমার বিষয় শুনিয়া একদিন আমার আশ্রমে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের অভাব কিছু আছে? আমি উত্তর করিলাম আমাদের অভাবের বিষয় আমি কিছু জানি না আমার স্ত্রী জানেন। আমার—স্ত্রী বলিলেন "আমাদের পরিধানের ধুতি আছে, আহারের থালা, ঘটি, বাটী গ্লাস আছে আমার হাতে লোহা আছে সুতরাং আমাদের কোন অভাব নাই।" একথা শুনে নবদ্বীপাধিপতির বলিলেন "আপনাদের অভাব ত যথেষ্টই রয়েছে আমি দেখ্ছি আপনারা অস্বীকার কেন কর্ছেন বুঝি না।" তখন আমি বল্লেম "আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট, বৌদ্ধ শাস্ত্রকার যথার্থই লিখেছেন—"

"আরোগ্য পরমালাভান সন্তুষ্ঠী পরমং ধনং—
বিশ্বাসপ্ররমাজ্জতি, নির্ব্বানং পরমং সুখং।"

বৌদ্ধ ধর্ম্মপদ সুখবর্গ—

অর্থাৎ স্বাস্থ্যই পরমলাভ। সন্তোষই পরমধন। বিশ্বাসই পরম গতি। নির্ব্বানই পরম সুখ—"

আমার একথা শুনে নবদ্বীপাধিপতি বিস্মিত হয়ে চলে গেলন।

আমি। আপনি ত অনেকের শিক্ষাগুরু ছিলেন। আপনার ছাত্রগণ ইচ্ছা করে আপনাকে ধন দিলে আপনার গ্রহণ কর্ত্তে আপত্তি থাকা উচিত নহে।

মূর্ত্তি। মহাভারতে উক্ত আছে—

একেন পক্ষেবং যস্তু গুরুশিষ্য প্রবোধয়েৎ—
পৃথীব্যাং—নাস্তি তদ্রব্যং সোহনৃনী ভবেৎ ॥···

একটি অক্ষর শিখান যে গুরু—
সে গুরুর ঋণ কভু।
পৃথিবীতে হেন নাহি কোন ধন
যাতে শোধ হয় প্রভু।"

শিক্ষাগুরুর ঋণ কখনও সামান্য ঐহিক ধনে কোন দিনই পরিশোধ করা যায় না। সুতরাং ছাত্রদের দেয় সাধারণ ঐহিক ধন না নেওয়াই ভাল।

আমি। তবে আপনার সংসার চল্‌ল কি করে?

মূর্ত্তি। আমি যাজনিক কর্ম্ম করে যাহা পেতাম তাহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত।

আমি। তবু লোকে অর্থ দিবে ভয়ে আপনার বাড়ী ঘর ছেড়ে বনে থাকা ভাল হয় নাই।

মূর্ত্তি। কেবল যে অর্থ প্রাপ্তির ভয়ে দেশ ছেড়ে বনে এসে ছিলাম তাহা নহে দুর্জ্জন লোকের ভয়েও বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। সংসারে দুর্জ্জন লোকের সংখ্যাই অধিক তাহারা পরশ্রী কাতর পরের অহেতুক অনিষ্টকারী। এসব লোকের সংশ্রবেও থাকা উচিত নহে। মহাভারতে উক্ত আছে—

"জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যোঃযধৈ।
কিং ফলং সর্পে যদি দুর্জ্জন কিংহধমৈ বিদ্যান।
বিদ্যা যদি ॥"

"আগুনের চেয়ে বেশী জ্বালা দেয়
জ্ঞাতি রিপু যদি রয়।
ভুজগতে ভয় না জানে কভু
দুরজনে যত ভয় ॥"

আমি। আপনি ইচ্ছা করেই বনে এসেছিলেন সকলেই কি ইচ্ছামত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে সব কাজ কর্ত্তে পারে।

মূর্ত্তি। মহাভারতে উল্লেখ আছে—পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদিগকে হিতোপদেশ দিতে বলেছিল—

"বিদ্রিতেচাপি বক্তবং সুহৃদ্ভিরণুরাগতঃ।

এস ধর্ম্মশ্চকামশ্চ অর্থশ্চৈব সনাতনঃ ॥"

অর্থাৎ জানা থাকিলেও বন্ধুগণের হিত কথা বলা উচিত ইহাই সনাতন ধর্ম্ম অর্থ ও কাম।

তাই বলিতেছি—"ক ঈপ্সিতার্থ—স্থির নিশ্চয়ং মনঃ

পয়শ্চনিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥"

অর্থাৎ যেনন ঈপ্সিতার্থ লাভের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ এবং যেজন নিম্নাভিমুখ উহাকে কে ফিরাইতে পারে?

এরূপ বচন রয়েছে সত্য কিন্তু ইহা সকল অবস্থায় প্রযুজ্য নহে। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ করেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছেন উহাদের বিরুদ্ধে প্রবলতর শক্তি ছিল না। কিন্তু প্রবলতর শক্তি থাক্‌লে পারত কিনা সন্দেহ। যে স্থলে ঈপ্সিতের বিরুদ্ধে প্রবলতর শক্তি উপস্থিত হয় বা থাকে সে ঈপ্সিত কার্য্য সংঘটন হয় না। তদ্রুপ নিম্নগামী জলের ও প্রবলতর শক্তিতে গতিরোধ করা অনেক স্থলেই যেতে পারে। সব যুদ্ধ ব্যাপারেই ত তাই দেখ্‌ছ। প্রবলতর পক্ষ জয়ী হচ্ছে। বিজিত পক্ষের ও জয়ী

হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সক্ষম হয় নাই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবলতর শক্তি ছিল না সেজন্য বনে আস্তে পেরেছি সকলে পারে না।

এরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিলাম। পণ্ডিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমার মনে পড়িল ইংরেজী কবিতা—

"No summons mocked by chill delay,
No petty gain disdained by pride,
The modest wants of every day.
The toil of every day supplied."

২৮। বিশ্বাসী ভৃত্য

ময়মনসিং জেলায় আমি কার্য্যোপলক্ষে অনেক দিন ছিলেম। অধুনা এক সময় তথায় বেড়াইতে গিয়েছি, স্নুষম মহারাজার বাসাবাটীর নিকট হাটিতে হাটিতে গিয়েছি, সেখানে যেতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়েছিল, ক্রমে অনেক রাত্রি হল, স্থানটি নির্জ্জন। এমন সময় সম্মুখে দেখিতে পাইলাম এক নীচ জাতীয় সবল মূর্ত্তি। মনে হল লোকটি ভৃত্য শ্রেণীর হবে। আমি একটু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে?"

মূর্ত্তি। আমি বাঞ্ছারাম নন্দীর মূর্ত্তি। আমি অতি পূর্ব্বে স্নুষমরাজ পরিবারের ভৃত্য ছিলেম, তাই পূর্ব্ব মায়ায় মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকি।

আমি। তুমি কত পূর্ব্বে স্নুষম রাজপরিবারে ভৃত্য ছিলে?

মূর্ত্তি। তখন রাজপরিবারের প্রায় আদিম অবস্থা। সুষমে পূর্ব্বে বৈশ্যগারো আধিপত্য করিত। দেশে অবশ্য সে সময় মুসলমানের প্রাধান্য। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত ভ্রমণকারী বহু অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বৈশ্যগারোকে বিধ্বস্ত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুষম রাজবংশের আদি পুরুষ। তৎপর কয়েক পুরুষ পরে কিশোরসিংহ ও রাজসিংহের নাবালক অবস্থায় আমি তাহাদের অনুচর ও ভৃত্য ছিলাম। মুসলমান রাজত্বের শেষকালে ঢাকা নগরে ডিপুটি গবর্ণরের দপ্তর নিয়োজিত ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তখন ঢাকাতে রাজকর দিতে হইত। এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যের রাজস্ব বাকী পড়ায় নাবালক মালীক রাজা কিশোরসিংহ ও রাজসিংহের প্রতি যেরূপ নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল তাহা শ্রবণে পাষাণ হৃদয় ও বিচলিত হবে।

আমি। কেন ? তাহা কিরূপ অত্যাচার।

মূর্ত্তি। নাবালকদিগের পিতার নাম ছিল রণসিংহ। তাহাব আমল হতেই রাজ্যের অনেক রাজস্ব বাকী পড়ে। রাজস্ব আর দিতে পারা যায় না। এই সময় একদা ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সৈন্য সামন্ত আসিয়া

নাবালক উভয় ভ্রাতাকে ধৃত করিয়া ঢাকা লইয়া যায়। অবশ্য আমিও তাহাদিগেব সঙ্গে তথায় যাই। নাবালক দুভাই প্রত্যেকের প্রতি দশ দশ কাড়া (বেত) মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহাতে তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকে। নিষ্ঠুর শাসনকর্ত্তার এইরূপ খামখেয়াল আদেশে আমিও অতিশয় বিচলিত হইলাম। তাৎকালিক নিয়মানুযায়ী আমার নিজ পৃষ্ঠদেশে রাজকুমারদিগের প্রতি প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রর্থনা করায় আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। আমি মৃতকল্প হইয়া দিন দিন এইরূপ ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলাম। রাজস্ব দিবার কোন উপায়ই হইল না। চতুর্থদিবসে তোপাগ্নি মুখে শিশুরাজদিগকে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তর করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

আমি। ইহাত ভীষণ অত্যাচার! তারপর কি হল ?

মূর্ত্তি। যেদিন রাজস্ব বাকীর জন্য নাবালকদ্বয়কে ঢাকা তোপাগ্নিতে নিহত করা হয়, সেই দিন অতি প্রত্যুষে ব্রিটিশের তোপধ্বনিতে বুড়ীগঙ্গা আলোড়িত হয়। তৎপরে ১৮৫৭ সনে ইংরেজ ঢাকানগরী অধিকার করে। আমি মৃতকল্প প্রায় ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরিয়া যাই। এই

সে সময়ের মুসলমানগণের অত্যাচার পূর্ণ শাসন প্রণালীর বিবরণ।

আমি। বাস্তবিক ব্রীটিশ রাজত্ব আসায় দেশে এক প্রকার শান্তি হয়েছে, মুসলমান রাজদিগের অযথা অত্যাচার গিয়েছে।

মূর্ত্তি। ব্রীটীশ রাজত্ব না থাকিলে দেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইত সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচার হইত।

আমি। ঐ নাবালকদিগকে তুমিই বুঝি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে।

মূর্ত্তি। হ্যাঁ আমি অনেক দিন হতেই সে রাজপরিবারে ভৃত্য ছিলেম, অতি শৈশবকাল হতেই আমি ঐ নাবালক দিগের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমার হৃদয়ে তাহাদের মূর্ত্তি চিরদিনই অঙ্কিত ছিল।

এইরূপ বলিয়া মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইলে আমি মনে ভাবিলাম এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্য মিলা সুকঠিন। মনে পড়িল ইংরেজী কবিতা—

"His virtues walked their narrow round
Nor made a pause, nor left a void.

And surely the Eternal master found.
His single talent well employed."

২৯। সাম্যতত্ত্ব

ময়মনসিংহ আর একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াইতেছি সেখানকার সেদেশী প্রসিদ্ধ উকিল মৃত অনাথ বন্ধু গুহের বাসার নিকট কিছুক্ষণ কেন যেন থামিলাম তৎপর সুপ্রসিদ্ধ উকীল মৃত কালীশঙ্কর গুহের বাসার নিকট অনেকক্ষণই থামিলাম। স্থানটি তখন নির্জ্জন, রাত্রি অনেক হয়েছে, বাসায় ফিরিব মনে করছি, এরূপ সময় দেখি সম্মুখে এক ভদ্রলোকের মূর্ত্তি। আমি কথঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি অতি পূর্ব্বে এজেলায় বিভিন্ন স্থানে দারোগগিরি করিতাম। তাহারই মূর্ত্তি। পূর্ব্ব স্মৃতি ও মায়ায় মাঝে মাঝে এসে থাকি।

আমি। এ জেলোয় ত পূর্ব্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল তাহার অবসান হল কিরূপে ?

মূর্ত্তি। সর্ব্বশেষের প্রধান সন্ন্যাসী ভুপালগীর সেরপুরের জমিদারদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিষ্কাম সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিল। জহুসিংগীর দল তখনও মধুপুরে প্রবল ছিল। তাহার বিরুদ্ধে ব্রিটীশ সৈন্য প্রেরিত হইল, সে ধৃত হইয়া বিচারে ফাঁসি দণ্ড প্রাপ্ত হয়। তাহার পর হইতেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শেষ। মধুপুরের এ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অবলম্বনেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ গ্রন্থের সৃষ্টি।

আমি। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মূল কারণ কি ছিল?

মূর্ত্তি। লোকের মধ্যে অর্থের সমতা সম্পাদন করাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য, ইহা তাহারা প্রচার করিত। এ ভাব হতে পরেও অনেক নূতন দলের সৃষ্টি ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল।

আমি। সে কিরূপ ? সে বিদ্রোহের কারণ কি?

মূর্ত্তি। প্রধাণত জমিদারের অত্যাচারই কারণ। বৃদ্ধিহারে খাজনার দাবি, আবওয়াব ট্যাক্স ইত্যাদির দাবির বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ধর্ম্মপ্রচারক টিপু সময় বুঝিয়া বিদ্রোহী দলের নেতা দাঁড়ায় এবং

স্বীয় প্রবর্ত্তিত সাম্য মতের প্রচার দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিদ্রোহ উদ্দীপিত করে। তাহার মূলমন্ত্র এইরূপ, "সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নহে।" তাহার দলে অনেক লোক জুটে গেল। তাহারা প্রবল পরাক্রমে সেরপুরে আক্রমণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিল। টিপুই স্বয়ং রাজা হইল। জমীদারগণ পরিজন সহ পলাইয়া ইংরেজ হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনকার একটি প্রবাদ এই নুতন রাজ্য সম্বন্ধ এইরূপ আছে—

"বক্সু আদালত করে দীপচাঁদ ফৌজদার।
কালেক্টরের সরবরাকার গুমানু সরকার॥"

টিপূর এই নূতন রাজ্য দুই বৎসর মাত্র চলিয়াছিল। টিপূ পরে ধৃত হয় ময়মনসিংহের দায়ারার জজের বিচারে উহার যাবজ্জীবন কারাবাস হয়, এবং কারাবাসাবস্থায়ই ১২৫৯ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে টিপুব মৃত্যু হয়। পবে ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের ও মধুপুরে হনুমানসিংহের নেতৃত্বেও বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী ব্রীটিশ রাজত্বের উপযুক্ত শাসনে ইহার কোন বিদ্রোহই দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি।

আমি। বাঙ্গলায় বোধ হয় এই সাম্যবাদ ময়মনসিংহ

জেলায় এই সব বিদ্রোহাকারে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল।

মূর্ত্তি। হাঁ।

আমি। কিন্তু এই বিদ্রোহীদের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদ ত ভালই বলা যেতে পারে।

মূর্ত্তি। এই মত কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহা কখনও সার্ব্বজনীন হতে পারে না। যাহারা এ দলের অধিনায়ক হয়—তাহারা যে অধিক অর্থ ভোগ করে, ক্রমে সকলের মধ্যেই অর্থ বৈষম্য হওয়া—অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই এ মতের প্রসার ও দীর্ঘ স্থায়ীত্ব নাই।

আমি। পাশ্চাত্য কোন কোন দেশেও ত এইরূপ সাম্য ভ্রাতৃ ভাবের প্রচলন রয়েছে কি হতেছে।

মূর্ত্তি। উহা কেবল মৌখিক সাম্য ভাব, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে অর্থের সাম্য ভাব নাই ঘোরতর অসামঞ্জস্য—বহু অর্থ—বৈষম্য। এবং ইহা নিয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধও যে না চলিতেছে এরূপ নহে। ইহা চিরকালই থাকিবে। ইহা শত চেষ্টায় ও পরিবর্ত্তিত হবে না। অর্থহীনের—পক্ষে অসন্তোষ ও লেগেই থাক্‌বে। তবে—অর্থশালী ব্যক্তি অর্থ দ্বারা—অর্থহীনের—স্বেচ্ছায় উপকার করিলে কতক শান্তি।

এরূপ বলিয়া—মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিলাম।

৮০ সাহিত্য চর্চ্চা

একদিন কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি ইনিষ্টিটিউটে বেড়াইতে গিয়েছি! সেখানে ভাল লাইব্রেরী আছে। সেই পাঠাগারে বিবিধ গ্রন্থই রয়েছে, তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ দেখিতেছি ইহাতে রাত্রি ও অনেক হইল। ক্রমে অন্যান্য লোক চলিয়া গেলে আমি আসিবার জন্য রাস্তায় বাহির হয়েছি সম্মুখে এক সাহেব মূর্ত্তি দেখে—কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি গ্রন্থকার থেকারের মূর্ত্তি।

আমি। আপনি এখানে কেন?

মূর্ত্তি। আমি জীবিতাবস্থায়—সাহিত্যচর্চ্চা কর্ত্তেম—এস্থানে সাহিত্য-চর্চ্চা কিছু আছে তাই এস্থান দেখ্তে

এসেছি। বিশেষতঃ ভারতবর্ষই আমার জন্মস্থান এজন্য ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে না এসে পারি না।

আমি। আপনি ত ইংরাজীতে অনেক প্রকারের গ্রন্থই লিখেছেন সুতরাং সাহিত্য বিষয়ে আপনার বিচার শক্তি ও যথেষ্ঠ—থাক্‌বে। আমাদের এতদ্দেশীয়—সাহিত্যের কিছু আলোচনা করেছেন কি?

মূর্ত্তি। নিশ্চয়, যাহারা ভাল সাহিত্যিক তাহারা সব দেশের—সাহিত্যেরই আলোচনা করে থাকে। মোক্ষমূলর, গেটে প্রভৃতি তোমাদের দেশের সাহিত্য আলোচনা করিয়া অনেক প্রকারের লিখেও গিয়েছেন। অধুনা কিপলিং—এনাটোল ফ্রান্স ও এবং অন্যান্য গ্রন্থকার ও তোমাদের সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ঠ লিখেছেন করেছেন।

আমি। আমাদের দেশীয় সাহিত্য কিরূপ চল্‌ছে?

মূর্ত্তি। একরকম ত চল্‌ছে যেমন মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। মধু না হয়ে গুড় হচ্ছে।

আমি। কেন একথা বল্‌ছেন? আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চ্চা অনেকই ত বেড়েছে। অধুনা নারীলেখিকা ও অনেক হয়েছে।

মূর্ত্তি। যে সব নারীলেখিকা হয়েছে তাহারা

প্রায়ই উপর জলে ভাস্‌ছে গভীর জলে ডুবাতে শিখেনি শীঘ্র যে শিখ্‌বে তাহার ও লক্ষণ দেখা যায় না।

আমি। তবে আপনার মতে আমাদের দেশীয় সাহিত্য—কিছুই হচ্ছে না।

মূর্ত্তি। দু এক জনের কথা বাদ দিলে মোটের উপর তাই বটে।

আমি। তবে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকারেই ত সাহিত্য চর্চ্চা কর্‌ছেন। অনেক চেষ্টাই অর্থকরী উদ্দেশ্যে হচ্ছে।

মূর্ত্তি। এ সব বিষয়ে চেষ্টা কর্‌লেই কি কার্য্য সিদ্ধি সহজে হয় ?

আমি। কেন ?

মূর্ত্তি। আমার লিখিত—কি কি বই দেখেছ ?

আমি। অনেক বই দেখেছি।

মূর্ত্তি। আমার লিখিত four Georges and English humourists বই দেখেছ ?

আমি। দেখে থাক্‌ব।

মূর্ত্তি। English Humourists দের মধ্যে কত জনের চিত্র দেওয়া হয়েছে।

আমি। সুইফ্‌ট, কনগ্রীভ, এডিসন, ষ্টীল, প্রায়ার,

গে, পোপ; হোগার্থ, স্মলেট ফিল্ডিং—ষ্টার্ণ গোলড্-স্মিথে-বোধ হয় এই দ্বাদশ জনের চিত্র দেওয়া হয়েছে।

মূর্ত্তি। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের-চিত্র-সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করে দেখেছ কি?

আমি। আমরা কি বেশী সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা কর্ত্তে পারি?

মূর্ত্তি। এই ত তোমাদের মহৎ দোষ! যাহা দেখা যায় তাহাই সূক্ষ্ম ভাবে দেখ্‌তে হয়।

আমি। আপনি ঐ সব লোকের মধ্যে কি দেখ্‌বার বলেছেন?

মূর্ত্তি। তাহাদের প্রত্যেক চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করে দেখ্‌বে সাহিত্য সাধনা সাহিত্য চর্চ্চা তাহাদের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত ছিল; নানাবিধ কষ্ট দুঃখ—অবস্থার বিপর্য্যয়েও তাহারা তাহা ত্যাগ করেনি। তোমাদের মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র দেখনা কেন? কত আর্থিক কষ্ট কত দুরবস্থার নিষ্পেষণও সে সাহিত্য চর্চ্চা ছাড়েনি। সাহিত্য সাধনা, সাহিত্য চর্চ্চা জীবনের প্রথম হতেই লক্ষ্য রেখে চল্‌তে হয়, শত বাধা বিঘ্নেও তাহা ছাড়্‌তে হবে না।

আমি। তাহা হইলেই কি ভাল সাহিত্যিক হতে পারে ?

মূর্ত্তি। কেবল তাহাতে হয় না। ড্রাইডেন যথার্থ ই বলেছেন—

"Time, place, and action may with pains be wraught, But a genius must be born and can never be taught" প্রতিভা চেষ্টার সৃষ্টি হয় না। যাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা আছে তাহাদেরই কেবল উপযুক্ত সাধনায় ও চর্চ্চায় উহা বিকাশ হতে পারে অন্যের তাহা শত চেষ্টায় ও হবে না। উপরোক্ত লোকদের স্বাভাবিক প্রতিভাওছিল সাধনা ও চর্চ্চা ও হয়েছে তাই তাহারও কম বেশী সিদ্ধও হয়েছে। তোমাদের দেশীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় স্বাভাবিক প্রতিভা নাই তাই চেষ্টা করে সকল হচ্ছে না। সকলেই যদি ইচ্ছা কর্‌লেই সাহিত্যিক হতে পার্‌ত তবে সবাইত সাহিত্যিক হত।"

এই কথা বলে মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি চিন্তিত মনে তথা হতে—চলিয়া আসিলাম।

৩১। কামপ্রীতি—

ঘুঘুডাঙ্গা যেতে—সুন্দর সুপ্রশস্ত রাস্তার কিনারায়—বড় বড় বৃক্ষ সকল দাড়িয়ে পথিকদের সুখ দুঃখ পূর্ণ মুখ তাকিয়ে দেখ্‌ছে আর ভাব্‌ছে মানব জীবন এরূপই বিচিত্র চিত্র, এরূপ সময় সন্ধ্যার আঁধার এসে তাহার দর্শন সুখ তিরোহিত করিল। আমিও এ সময় বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে উপস্থিত হলেম। মৃদু মৃদু বাতাস স্পর্শে শরীর মন স্নিগ্ধ হল। স্থানটি নির্জ্জন। এক বৃক্ষ তলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য দাড়াব মনে করে গিয়েছি দেখি বৃক্ষ মূলে দাড়ায়ে এক নাক কাণ কাটা রমণী মূর্ত্তি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি কে?"

মূর্ত্তি। আমি ত্রেতাযুগের সূর্পনখার মূর্ত্তি।

আমি। তুমি এখানে কেন?

মূর্ত্তি। আমি বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে লক্ষ্মণের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখ্‌তেম সেজন্য মাঝে মাঝে এসে সেই ভাববেশে বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি। তুমি কিন্তু নিতান্ত নির্লজ্জা মেয়ে ছিলে গো। যুবতী বিধবা হয়ে প্রথমে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রামকে চেলে তৎপর আবার সোণার বরণ লক্ষ্মণের প্রতি আকর্ষণ হয়েছিল কেন?

মূর্ত্তি। রামের স্ত্রী সীতা ছিল, রাম যে আমাকে নেবে না তা আমি জান্‌তেম। সে লক্ষ্মণকে আমাকে নেওয়ার অনুমতি দিলেই ত আমার উদ্দেশ্য সফল হবে এই মনে করেই প্রথম আমি রামকে চেয়েছিলেম।

আমি। বাস্তবিকই তুমি সৌন্দর্য্যশালী লক্ষ্মণকে বৃক্ষতল থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে!

মূর্ত্তি। হ্যাঁ গো হাঁ। তোমাদের কবি মাইকেল সে সময়ের আমার মনের ভাব কতকটা ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

"দেখ আসি, এ মিনতি দাসীর ও পদে।
কায় মন প্রাণ আমি সপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজ ভোগ দাসীর আগারে—

নহে কহ প্রাণেশ্বর অম্লান বদনে,
এ বেশভূষণ ত্যজি উদাসিনী বেশে,
সাজি পূজি উদাসীন পাদপদ্ম তব
রতন কাঁচলি খুলি ফেলি তারে দূরে
আবরি বাকলে স্তন। ঘুচাইয়া বেণী
মণ্ডি জটা জূটে শির। তুলি রত্নরাজি
বিপিন জনিত ফুলে বান্ধি হে কবরী।

প্রেমমন্ত্র দিও কর্ণ মূলে,
গুরুর দক্ষিণা রূপে প্রেম গুরু পদে
দিব এ যৌবন ধন প্রেম কুতুহলে।
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জু কেশী, কুলমান ধনে
প্রেমলাভ লোভে কভু? বিরলে লিখিয়া
লেখা রাখিনু সখে! এই তরুতলে।”

আমি। তোমাদের মেয়ে লোকের স্বভাব বোঝা ভার। শাস্ত্রেও রয়েছে স্ত্রীলোকের চরিত্র বোঝা সুকঠিন। পরপুরুষ বিশেষতঃ সুন্দর যুবা পুরুষ দেখ্‌লে তোমাদের মন সহজেই বিচলিত হয় একেবারে মজেও যাও। ইহার অর্থ

কি ? পুরুষগণ সাধারণতঃ—অন্য সুন্দরী রমণী দেখে, সহজে বিচলিত হয় না।

মূর্ত্তি। তার কারণ বোধ হয় রমণীগণ পুরুষদের অপেক্ষা অনেক অধিক কামুক, তাহারা সুন্দর যুবাপুরুষ দেখ্‌লেই মুগ্ধ হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, কাম প্রবৃত্তি এতই প্রবল হয় যে অনেকের পরিধানের কাপড়ের নীচের অংশ ভিজে যায়। তোমাদের এরূপ কিছু হয় কি ?

আমি। পুরুষের সাধারণতঃ এরূপ কিছুই হয় না, পুরুষ সাধারণতঃ বাহিরের কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে কাজেই কাম প্রবৃত্তি বোধ হয় তাহাদের স্বভাবতঃই কিছু কম।

মূর্ত্তি। তা হবে। এজন্যই মহাদেব নিহাত নিষ্কম্পের ন্যায় আসীন আর সতী সুন্দরী তার পাদতলে নিপতিতা এইরূপ কবি কালিদাস প্রদর্শন করেছেন।

আমি। তুমি এত করেও কিন্তু তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ কর্‌তে পার নি।

মূর্ত্তি। ভ্রাতৃকুল যে আমার জন্য স্ববংশে ধ্বংশ হবে ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও মনে কর্‌তে পারিনি। আমি মনে করেছিলেম রামলক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বেন্ধে নিলে রামকে মেরে ফেলা হবে সীতাকে নিয়ে দাদা রাবণ বিহার কর্‌বে আর আমি সোণার চাঁদ লক্ষ্মণকে নিয়ে পারিজাত কাননে

প্রেম সরোবরে ডুবে থাক্‌ব। ঘটনা ঘট্‌ল তার সম্পূর্ণ বিপরীত, সবই বিধিলিপি।

আমি। অসৎ অভিলাষ বিধাতা সহজে পূর্ণ হতে দেন না। বরং অসৎ অভিলাষ অসৎ কার্য্যের জন্য উল্টা শাস্তি দিয়ে থাকেন। তোমার সেই অসৎভাব এখনও ছাড়তে পারনি তাই অন্য অন্য সুন্দর পুরুষের খোঁজে বেড়াও।

মূর্ত্তি। অন্য সুন্দর যুবা পুরুষ পেলে মেয়েলোকের সাধারণতঃ আনন্দ। একরূপ অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্ভোগ সুখ যে পেয়েছে সেই জানে যে সে আর ভুলতে পারে না, সততই সেরূপ সম্ভোগের ইচ্ছায় ঘুরে থাকে। আমি এজন্য সুন্দরী যুবতী মূর্ত্তি ধরে মাঝে মাঝে ট্রাম বাসে যেয়ে থাকি।

আমি। সুন্দরী যুবতী মূর্ত্তি ধর কি করে?

মূর্ত্তি। উহা আমাদের রাক্ষসী শক্তি তা তোমরা বুঝবে না।

আমি। সেরূপ সুন্দরী মূর্ত্তি ধরে ট্রাম বাসে যাও কেন?

মূর্ত্তি। সুন্দর সুন্দর যুবকগণ স্কুল কলেজে যায় কি না। তাদের সঙ্গে ভাব করতে স্কুল কলেজে যাওয়ার সময় যেয়ে থাকি।

আমি। তাদের কেহর সঙ্গে ভাব কর্ত্তে পেরেছিলে ?

মূর্ত্তি। পেরেছিলাম বৈ কি ? এই ত সেদিন এক বড় বাসে উঠে পড়লাম। উঠেই দেখি পিছন দিকে বসে লক্ষ্মণের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী যুবাপুরুষ, কেতাব হস্তে বোধ হয় কলেজে যাচ্ছে। আমি তার কাছ দিয়ে বসে পড়লাম যায়গা ছিলোনা। সে যায়গা দিলে। সে বোধ হয় সুন্দরী যুবতী দেখেই যায়গা দিলে।

আমি। তার কোলের উপরই বসে পড়লে নাকি ?

মূর্ত্তি। প্রায় তাই বটে। যুবকটি তার ডানহাত খানা আমার কোলের উপর রাখ্‌তেই আমি টিপতে লাগ্‌লাম।

আমি। তখন তোমার কিরূপ ভাব হল ?

মূর্ত্তি। মনে হল তোমাদের দীনবন্ধু মিত্রের গান—

"মনের মত নাগর যদি পাই
প্রেম ডোরেতে বেন্ধে আমার যৌবনে জড়াই।
মেতি আম্‌লা দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোপা বকুল ফুলে,
মুচ্‌কে হেসে কাছে বসে দুবেলা তার মন যোগাই ॥"

আমি। তখন মুচ্‌কেও হেসেছিলে ?

মূর্ত্তি। হাস্‌ছিলেম বৈকি ? যুবকটির নধর ওষ্ঠের চুমা খেতেও ইচ্ছা হল।

আমি। চুমা খেলে নাকি ?

মূর্ত্তি। তা বৈ কি!

আমি। কিরূপে ?

মূর্ত্তি। যুবকটি উঠে যাওয়ার সময় আমিও উঠে পড়লাম উভয়ে একএই নামলাম, আমি মুখ বাড়িয়ে দিতেই যুবকটি তাড়াতাড়ি একটি চুমা দিলে, আমি তার ঠিকানা জেনে রেখে দিয়েছি। আজকাল বিলাতী নিয়মে প্রকাশ্যে সকলের সামনে মেয়ে পুরুষে চুমোচুমিতে দোষ নেই ?

আমি। তুমি সেখানে যাবে নাকি।

মূর্ত্তি। যেতে পারি।

আমি। তুমি ত নিতান্ত নির্লজ্জ !

মূর্ত্তি। আমি তোমাদের দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় বলব

"বেরিয়ে এলেম বেশ্যা হলেম কুল কর্লেম ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়।"

আমি। আমি তোমার মত মেয়ে লোকের ভাতার হতে চাই নে।

মূর্ত্তি। ভাতারের ন্যায় ধমকাচ্ছ ত।

আমি। কেহর অন্যায় দেখলে সকলেই ধমকাতে পারে। তোমার মত কামুক লজ্জাহীনা মেয়ের যে

লক্ষণ নাক কান কেটে দিয়েছিল ভালই করেছিল। অধুনা ও তোমার মত মেয়েদের কাণ কেটে দেওয়াই উচিত। ঘটনা সত্য না হ'লে বাল্মীকির কল্পিত ঘটনা হলে তোমার নাক কান কাটা প্রদর্শন মহাকবি বাল্মীকির অতুলনীয় কল্পনাতীত কবিত্ব।

মূর্ত্তি। যাই বল ইহলোকে কাম সম্ভোগতুল্য আর আনন্দদায়ক সুখ নেই। প্রায় সব মেয়ে লোকই সে সুখ পুরুষ অপেক্ষা অধিক অনুভব করে থাকে। এ সব বিষয়ে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য ভগবৎ সৃষ্টি।

এইরূপ বলে মূর্ত্তিটি হাস্তে হাস্তে অন্তর্ধান হ'লে আমি বিরক্ত মনে চলে আসিলাম।

৩২। দর্শন জ্ঞান

পরদিনও সন্ধ্যার সময় পাপীয়সী সূর্পনখা মূর্ত্তির দেখা পাবার আশায় কি জানি কেন সেই ঘুঘুডাঙ্গার রাস্তায় গিয়েছি। পাপের বোধ হয় কিছু মোহিনী শক্তি আছে যাহাতে লোককে আকর্ষণ করে থাকে। তথায় দেখি সেই বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে সেই সূর্পনখা মূর্ত্তি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি তোমার যুবকটির নিকট গিয়েছিলে?"

মূর্ত্তি। হাঁ, গিয়েছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি।

আমি। কেন?

মূর্ত্তি। আমি ত বৈকাল বেলা যুবকটির ঠিকানা মত সেই সুন্দরী যুবতী মূর্ত্তিতে সেখানে গিয়েছিলাম, সে যে একটি ছাত্র নিবাস (মেস্) তাহা আমি জানতুম না। আমি যেতেই বিভিন্ন চেহারার বিভিন্ন বয়সী ছেলেরা বের হয়ে— আমাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লে। এদিকে, এ ঘরে

কাকে চাচ্ছেন ? কেহ কেহ আমার হাত ধরে ও টান্‌তে লাগ্‌লে। তখন আমার সেই যুবকটি বেরিয়ে এসে আমাকে নিষ্কৃতি দিলে, সে আমাকে বল্লে, 'এ সময়—আস্‌লে কেন ? রাত্রিতে অন্যের অলক্ষ্য আস্‌তে হয়।" আমি তখন কোন প্রকারে চলে এসে যেন বাচ্‌লুম। যুবকগুলি সুন্দরী যুবতী দেখ্‌লে তৎপ্রতি এত লোলুপ হয় কেন ? যত দোষ কেবল তোমরা মেয়ে লোকদেরই বৃথাই দিয়ে যাক।

আমি। যুবকদের নবীন বয়সের গতিকে একটু চিত্তচাঞ্চল্য হওয়া স্বাভাবিক।

মূর্ত্তি। কেবল তাহা বোধ হয় নয়, যার যার স্বভাবের দোষ—সকল যুবতী বোধ হয় এ বিষয়ে এক স্বভাবের নহে। এ বিষয়ে বোধ হয় জন্মগত বা বংশগত দোষেই স্বভাবের তারতম্য হয়।

আমি। সে কিরূপ হয় ?

মূর্ত্তি। আমার নাক কাণ কাটায় আমার কুপ্রবৃত্তি ত নষ্ট হয় নি।

তার কারণ হচ্ছে স্বভাব গত দোষ। বিশ্বশ্রবা মুনি শাস্ত্রজ্ঞানী হলেও রাক্ষসীর সঙ্গে সঙ্গত হওয়ায় আমাদের রাক্ষস বংশের সৃষ্টি। কাজেই তাদের স্বভাব গত দোষ

তাহার বংশধরগণের কেহর মধ্যে কিছু বর্ত্তিবে। আমার ও ভ্রাতা দশানন মধ্যে এই স্বভাবগত দোষ অধিক বর্ত্তিয়াছে। আমার মতে ইহার প্রতিকার নাক কান কাটায় নহে, নাক্ কাণ কাটায় কুমূর্ত্তি হওয়ায় লোকের আকর্ষণ না হতে পারে কিন্তু কুপ্রবৃত্তির ত লয় হয় না। অসৎ প্রবৃত্তির ধ্বংশ করা আবশ্যক।

আমি। ইহা বোধ হয় শাস্ত্র দর্শন জ্ঞানে হতে পারে।

মূর্ত্তি। ইহা তোমার ভুল বিশ্বাস। বিশ্বশ্রবা মুনি ত বিশেষ শাস্ত্র ও দর্শণ জ্ঞানীই ছিলেন। পরাশর, শুক্রাচার্য্য, ও বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ অনেকেই ত শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞানী ছিলেন তাহাদের পতন হল কেন? স্বভাব দোষে, মনের দোষে। ইহার সুচিকিৎসা ও প্রতিকার আবশ্যক। তোমাদের আধুনিক সমাজেও সুশিক্ষিত পুরুষ নারী মধ্যে ও ঐরূপ দোষ অনেকই দৃষ্ট হয়।

আমি। তোমরা ইহলোকের আধুনিক সমাজের অবস্থা জান কি করে?

মূর্ত্তি। লোক পরলোকে গেলেও আধুনিক সব অবস্থা দেখ্তে ও জান্তে পারে।

আমি। শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞানে চরিত্র সংশোধন না

হবার কারণ কি। শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞানে লোকের স্বতঃই ধারণা হওয়া উচিত যে অসৎ কার্য্যের পরিণাম ফল ভয়ানক শাস্তি। তোমার ভ্রাতা রাজা দশানন সীতাহরণ করে কি ঘোরতর দুর্দ্দশা গ্রস্থ হল তাহাত দেখেছ।

মূর্ত্তি। পরিণামে ফল যাহাই হউক শাস্ত্রানুযায়ী কাজ কর্ত্তে হয় কেন না পরিণামের ফল লোক সাধারণতঃ অনুমান কর্ত্তে পারে না। যুদ্ধ শাস্ত্রাদি তুমি একেবারেই জান না। রাম লক্ষ্মনাদি আমাদের চিরশত্রু। সীতাহরণ করা অসঙ্গত হয়নি। শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে।

"তাবল্লুপ্তৈৎ পীড়য়েচ্চ শত্রোঃ প্রকৃতয়ঃ স্বায়ম্।
বশেজাতঃ পুনস্তাস্থু পিতৃবদ্‌বৃত্তিমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ শত্রু যতকাল না বশীভূত হইবে ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্য দিগকে পীড়িত করিবে, পরন্তু সে যখন বশীভূত হইবে তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না প্রত্যুত তাহাকে পিতৃবৎ বৃত্তি প্রদান করিবে।

আমি। তোমার ত কিছু শাস্ত্র জ্ঞান রয়েছে তবে এরূপ কলুষিত চরিত্র হল কেন?

মূর্ত্তি। আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্টই ছিল ও আছে আমি ভ্রাতা রাজা দশাননকে যুদ্ধনীতি রাজনীতি প্রভৃতি

বিষয়ে কত উপদেশ দিয়েছি তাহা রামায়ণেই কতক উল্লেখ আছে। কিন্তু শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞানে আমার স্বভাব ত শোধরায়নি। তুমি কামশাস্ত্র জান কি? একেত রমণী সাধারণতঃ কামশীলা তাতে আবার প্রবৃত্তিগত দোষ কাজেই আমার জীবনে কামের আধিপত্য চিরকালই চল্‌ছে।

আমি। কামশাস্ত্রের নাম শুনেছি, দেখিনি জানিনা।

মূর্ত্তি। কামশাস্ত্র ও একটি প্রধান শাস্ত্র। তোমাদের শঙ্করাচার্য্য কত আয়াস, কত কৌশল করে উহা শিখেছিলেন।

আমি। কিরূপে তিনি শিখেছিলেন?

মূর্ত্তি। শঙ্করাচার্য্য এক পণ্ডিতের স্ত্রীর নিকট কাম শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দেখ্‌লেন তিনি সেবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তিনি বিচারের জন্য সময় নিয়া শিষ্যগণ সহ এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এক রাজা সেই জঙ্গলে স্বীকারের জন্য যথাসময়ে প্রবেশ করিলে শঙ্কর যোগ বলে তাকে মেরে তার মৃত দেহ শিষ্যগণের নিকট রেখে সেই রাজার রূপ ধরে রাজপুরীতে গিয়ে রাজা হলেন এবং রাণীর নিকট কামশাস্ত্র শিখে যথাসময়ে সেই জঙ্গলে এসে রাজার প্রাণদান দিলেন। শঙ্কর অবিবাহিত ছিলেন সেই জন্য এই কৌশল করে তাহার

কামশাস্ত্র শিখ্‌তে হয়েছিল। সাংসরিকের কামশাস্ত্র ও জানা আবশ্যক।

আমি। তারপর সেই পণ্ডিতের স্ত্রীর সঙ্গে শঙ্করের কামশাস্ত্র বিষয়ে বিচার হয়েছিল?

মূর্ত্তি। নিশ্চয়। তার সঙ্গে কামশাস্ত্রের বিচারেতে তিনি জয়ী ও হয়েছিলেন।

আমি। রমণীগণ কি কামশাস্ত্র বিষয়ে সাধারণত বিশেষ অভিজ্ঞ?

মূর্ত্তি। হাঁ, সাধারণতঃ তাহারা কাম বিষয়ে নিপুণ ও আশক্তা। উপযুক্ত ভগবদ্ভক্তির অভাবেই এখন কামবিহারের প্রভাব বেশী।

আমি। তবেত শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞানে কলুষ চরিত্রা রমণীদের স্বভাব সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মূর্ত্তি। নৈতিক জ্ঞান ও প্রবৃত্তি শাস্ত্র ও দর্শন জ্ঞান হতে পৃথক। নৈতিক প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই মন ও স্বভাবের সুচিকিৎসা। ইহা পুরুষ রমণী সকলের পক্ষেই তুল্য প্রযুজ্য। নৈতিক জ্ঞান ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পাদনে শাস্ত্র ও দর্শনাদি চর্চ্চা কতক সহায় হয় বটে কিন্তু ঈশ্বর ভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমই প্রধান কার্য্যকর। আমাদের এই নৈতিক জ্ঞানের শিথিলতা পূর্ব্ব হতেই চলেছে উহার ক্রমিক

অধোগতিতেই এখন কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা বেশী লক্ষ্য হয়। দর্শন চর্চ্চা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা চালিত না হওয়ায় এইরূপ বিশৃঙ্খলতা।

এইরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলে আমার ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে পড়িল –

Philosophy, that leaned on Heaven before
Shrinks to her second cause, & is no more.
Religion, blashing, veils her sacred fire
And, unwares, morality expires.
No public fame or private, dares to shine,
Nor human spark is left, nor glimpse
divine,
To, thy dread empire, chaos, is restored.
Light dies before thy uncreating word.
Thy hand, great anarch lets the curtain fall
And universal darkness buries all."

Pope's Dunciad

মনে ভাবিলাম ইহার প্রতিবিধান সহজ নহে এবং শীঘ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৩৩। বিবাহ সমস্যা

কোনও স্থলে দেখা হল ৺রাজবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তির সহিত। আমি তাহাকে তাহার জীবিত কালে অনেক স্থলেই বহু বিবাহ নিবারনার্থ বক্তৃতা দিতে দেখেছি এবং এ সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতাও অনেক শুনেছি। সুতরাং তাহার মূর্ত্তি আমার অপরিচিত নহে। তাহাকে আমি প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি আবার এই ধরাধামে কি জন্য ?"

মূর্ত্তি। এসেছি গভীর মনোদুঃখে—

আমি। কেন ? কি দুঃখ ?

মূর্ত্তি। আমি যে জন্য আজীবন যুদ্ধ করেছি, যে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আমি এত বক্তৃতা দিয়েছি ও লিখেছি তাহা একেবারে নিবৃত্ত হয় নাই বিভিন্ন আকারে সমাজে প্রচলন হয়ে বিবিধ অনিষ্টোৎপাদন করিতেছে।

আমি। কিরূপ বিভিন্ন আকার হয়েছে ?

মূর্ত্তি। কোন কোন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মধ্যে—ও একটী স্ত্রী বর্ত্তমানে অসঙ্গত ভাবে অন্য স্ত্রী গ্রহণ দেখ্‌ছি। কোন কোন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি পূর্ব্বপক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত উপযুক্ত ছেলে মেয়ে থাক্‌তে পঞ্চাশোর্দ্ধ বৃদ্ধ বয়সে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হয় নি। শিক্ষিতের মধ্যে কেহ কেহ পরদার—পরস্ত্রী গমন কর্ত্তেও সঙ্কুচিত হচ্ছে না। ইত্যাদি অনেক রকম দৃষ্টান্তই বলা যেতে পারে।

আমি। সমাজে এরূপ কি পূর্ব্বে ছিল না?

মূর্ত্তি। এত ছিল না। কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবশ্য অনেক বার বিবাহই প্রচলন ছিল এমন কি জামাই শেষ নিজের সব শ্বশুরালয় পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারত্‌ না। এরূপও হয়েছিল কিন্তু এখন শিক্ষিত সমাজে এরূপ কামাচরণ ভাল নহে। ইহাতে নানাবিধ অশান্তি সৃজন করে।

আমি। কামাচরণ বলেন কেন? আবশ্যক বোধেই অনেকে অন্য পত্নী গ্রহণ করে থাকে।

মূর্ত্তি। ডেপুটী মুন্সেফ সবজজ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ও শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ও কি এরূপ অসঙ্গত আবশ্যক বোধ? ইহারা কেবল কুৎসিৎ কাম প্রবৃত্তি

চরিতার্থ করার জন্যই এরূপ করে থাকে। ইহা অসঙ্গত কামাচরণ বলিব না তো কি বলিব ?

আমি। বিলাতে ত সত্তর আশী বৎসরে ও অনেকে পূনর্বিবাহ করে থাকে।

মূর্ত্তি। বিলাতের কথা ছাড়িয়ে দাও। জড়বাদী দেশের লোকের পক্ষে কি যাহারা কেবল ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই লোলুপ তাহাদের পক্ষে সবই শোভা পায়।

আমি। অধুনা এদেশে যে অন্য পত্নী গ্রহণ করা হয় সবই কি কামতাড়নায় হয়ে থাকে ?

মূর্ত্তি। সাধারণতঃ সে কারণেই হয়ে থাকে।

আমি। এই অসঙ্গত কাম ভাব দমনের কি কোন প্রতিকার হতে পারে না ?

মূর্ত্তি। ধর্ম্মভাব ইহার সম্যক প্রতিকার। ধর্ম্ম ভাবের অভাব প্রযুক্তই এরূপ হয়ে থাকে।

আমি। উচ্চ শিক্ষিতের কি ধর্ম্মভাব নাই ?

মূর্ত্তি। যাহারা এইরূপ গর্হিত কাজ করে তাহাদের ধর্ম্ম ভাবের পূর্ণ অভাব। বি,এ, এম্, এ, উপাধি ধারী হলেই যে সকলে প্রকৃত ধার্ম্মিক হতে পারে তাহা নহে।

আমি। ইহার উপায় কি ?

মূর্ত্তি। ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, সদা সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা।

আমি। বিবাহ কাহাদের কোন্ সময় করা উচিত ?

মূর্ত্তি। অবস্থা ভাল না থাক্‌লে আজ কালকার কঠিন দিনানুসারে পুরুষের পক্ষে উপার্জ্জন ক্ষম না হলে বিবাহ করা উচিত নহে। দুরবস্থাপন্ন লোকের বিবাহ শেষে স্ত্রী পরিবার গলগ্রহ হয়ে পড়ে, পরিজন পোষণোপযোগী উপার্জ্জন হওয়া চাই ? তাতে বিবাহ কর্ত্তব্য। মৃত পত্নীর স্বীয় ঔরসে পুত্র থাকিলে সে মালীকের আর বিবাহ কথা কর্ত্তব্য নহে। বংশরক্ষার জন্য পুত্র থাকিলে আর বিবাহ অনাবশ্যক।

আমি। স্ত্রীলোকের পক্ষে কি বিধান ?

মূর্ত্তি। সে বড় কঠিন সমস্যা। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কোন বিধান বলা যেতে পারে না—অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা।

[illegible]। সে কিরূপ ?

[illegible] পিতা মাতা বা অভিভাবকের সদ্বিবেচনার উ[illegible] [illegible]য়ে নির্ভর করা উচিত। অধুনা শিক্ষায় প্র[illegible] [illegible]ধানতা হওয়ায় সাধারণতঃ সুফল হই[illegible] [illegible]র প্রতিকার আবশ্যক। এইরূপ বলিয়া

মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি তথা হইতে চিন্তিত মনে চলিয়া আসিলাম।

৩৪। বিদ্যার গর্ব্ব

অনেক রাত্রিতে কলিকাতা মিউজিয়মে একদিন দেখা হল একটি শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোকের মূর্ত্তির সঙ্গে, আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে" ?

মূর্ত্তি। আমি ভূতপূর্ব্ব প্রেত্নতত্ত্ববিৎ রামদাস সেন।

আমি। আপমি ত অনেক গ্রন্থাদি লিখেছিলেন ?

মূর্ত্তি। হাঁ। আমার অনেক লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত আছে আমার সময়ের মাসিক পত্রাদিতে ও আমি লিখে থাকৃতাম।

আমি। এখানে আগমন কি জন্য ?

মূর্ত্তি। প্রেত্নতত্ত্বের কতদূর উন্নতি হয়েছে তা দেখ্‌বার—জান্‌বার জন্য।

আমি। কিরূপ দেখ্‌লেন—কি জান্‌তে পেলেন ?

মূর্ত্তি। এত বৎসরে যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত

ছিল সেরূপ হয়নি, যেন এ বিষয়ে বিশেষ শিথিল ভাব চল্‌ছে।

আমি। কিন্তু এখানকার অনেকেরই ত মত যে এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়েছে, প্রেত্মতত্ত্ববিৎ সকলেই এজন্য বিশেষ গর্ব্বিত। ইহা নিতান্ত অন্যায় গর্ব্ব সন্দেহ নাই।

মূর্ত্তি। কোন বিদ্যা বিষয়েই গর্ব্ব ভাল নহে। বিদ্যা বিষয়টি এক অতল সমুদ্র বিশেষ—ইহার কুল কিনারা পাওয়া কঠিন। অনেক মনীষী পণ্ডিত ও উহার সীমা না পেয়ে শেষ বোকা বনেছে।

আমি। বোকা বনার কোন দৃষ্টান্ত জানা আছে কি ?

মূর্ত্তি। বিদ্যার অসঙ্গত গর্ব্ব হতে অনেকেই যে বোকা বনেছে তাহার দৃষ্টান্ত বহু মিলিবে। কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট ও তাহার শ্বশুর ময়ুর ভট্ট উভয়েই সুবিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই বিদ্যা গৌরবে গর্ব্বিত থাকায় পরস্পরের সঙ্গে যথেষ্ট ঈর্ষ্যা ছিল। উহারা যে দেশে বাস করিত সে দেশের রাজা উহাদিগকে যোগ্যতা ও বিদ্যা পরীক্ষার জন্য কাশ্মীর যাইতে বলিল। উহারা উভয়ে এক যোগে কাশ্মীর রওনা হইল। পথি মধ্যে উহারা দেখিতে পাইল যে পাঁচশত

বলীবৰ্দ্ধ গ্রন্থভার বহণ করিয়া নিয়া যাইতেছে। পরিচালককে গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল ঐসব ওঁ শব্দের টীকা। ইহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া চলিতে লাগিল। কতদূর যাইয়া দেখিতে পাইল যে দুইসহস্র বলীবৰ্দ্ধ ওঁ শব্দের টীকা নিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহারা উভয়ে আরও বিস্মিত হইল। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য পান্থশালায় অবস্থান করিতেছে এমন সময় সরস্বতী দেবী ছদ্মবেশে পরীক্ষার জন্য আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "শতচন্দ্রং নভস্তলং—"ময়ুরভট্ট নিমেষ মধ্যে উহার পাদপূরণ করিলে বাণভট্ট হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে—ভ্রূকুটি কুটীল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। তখন ছদ্মবেশিনী সরস্বতী দেবী বলিলেন—'তোমরা উভয়েই সৎকবি ও সুপণ্ডিত। তোমাদের গর্ব্ব হ্রাস করার জন্য ওঁ শব্দের টীকা দেখাইলাম। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ উক্ত টীকাকার অপেক্ষা তোমরা বিদ্যা বিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনায় তোমাদের বিদ্যার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। বাণভট্ট তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার ধ্বনি করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য হয়নি। ইহার পর তাহারা স্বদেশেপ্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতে লাগিল।

আমি। তা'দের দেশ ছিল কোথা ?

মূর্ত্তি। বোধ হয় কান্যকুব্জে।

আমি। এই বাণভট্টই কি কাদম্বরী প্রণেতা ?

মূর্ত্তি। এই বাণভট্ট হর্ষচরিত ও কাদম্বরী প্রণেতা। কাদম্বরী শেষ হবার পূর্ব্বেই তার মৃত্যু হয়। উত্তর খণ্ড উহার ছেলে লিখে সমাপ্ত করে। কিন্তু স্বীয় মহত্বগুণে পিতার নামেই সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করে।

আমি। আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্যার অন্যায় গর্ব্বটি বোধ হয় কিছু বেশী।

মূর্ত্তি। সে কিরূপ ?

আমি। এই মনে করুন একজন দুই একখানা কবিতা বা গল্পের বই লিখ্‌লেন। তা নিয়ে কত গর্ব্ব কত বাহাদুরী অথচ কেহ হয়ত সে সব গল্পের বই বা কবিতা গ্রন্থ হাতে ও নেয় না। ইহা নিয়ে আবার সাহিত্যিকদের মধ্যে পরস্পরের প্রশংসা সভা সমিতিতে আনন্দ প্রকাশ। বড় বড় কবিগণও এ দোষ হতে মুক্ত নন। মাইকেল মধুসূদন লিখে গিয়েছেন—

"রচিব মধুচক্র, গৌরজন যাতে।
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ॥"

নবীনসেন এবং অন্যান্য অনেকেই বিশেষ গর্ব্বিত ছিলেন ও আছেন শোনা যায়।

মূর্ত্তি। বিদ্যার গর্ব্ব ভাল নয়। বিদ্যা অতলস্পর্শী সীমাহীন। সাহিত্যে কিছু নূতন রূপ দেয়া হয়ে থাক্‌লেও মাইকেলের লিখিত মধুচক্র সুধা নিরবধি চল্‌বে কিনা বলা যায় না। বিদ্যার গর্ব্বে বিদ্যার উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়ে থাকে।

এইরূপ বলে মূর্ত্তিটি অন্তর্ধান হলে আমি সেখান হতে চলে আসলুম্। আমার মনে পড়্ল মহাত্মা বেকনের অভ্রান্ত বাক্য—

"Glorious men are the scoru of wise men: the admiration of fools, the idols of parasites and slaves of their own vaunts."

৩৮। প্রতিভার ক্ষমতা

একস্থানে পুনরায় সেই ৺রামদাস সেনের মূর্ত্তি সহ সক্ষাৎ হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

"আজ আবার কি জন্য ?"

মূর্ত্তি। এখানকার আধুনিক প্রতিভাশালী লোক দেখ্‌তে এলেম।

আমি। কিরূপ দেখ্‌লেন ? কেহর দেখা পেলেন ?

মূর্ত্তি। ২।১ জন মাথাখাড়া করে আছেন বটে আর প্রায়ই পুঁঠী চুনা মাছের দল যেন অল্প জলে ফড়্‌ ফড়্‌ কচ্ছেন।

আমি। প্রতিভার ক্ষমতা কিরূপ বলুনত ?

মূর্ত্তি। প্রতিভার ক্ষমতা অনন্ত উহা সবিস্তার বল্‌বার কেহর সাধ্য নেই তবে ২।১টী দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

আমি। তাই বলুন।

মূর্ত্তি। "কথা সরিৎসাগরে" উল্লেখ আছে পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ণ বা বররুচি নামে কৌশাম্বীনগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে। বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদয় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে।"

মূল সংস্কৃত এইরূপ—

"এক শ্রুতোধর জাতো বিদ্বাং বর্ষাদ বাপস্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচি লোকে ততদাস্মি হি রোচতে।
যদ্যম্বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্তা বাপ্ত পারমৎ॥"

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটকখানি তাহার মাতার সমীপে অবিকল বলিয়াছিলেন এবং তিনি তাদৃশ শ্রুতধর চাইয়াছিলেন যে বাড়ীর নিকট একবার প্রতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থনা দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পানিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুতপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বররুচি প্রণীত

"প্রাকৃত প্রকাশ" একখানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাহার কৃতললিঙ্গ বিশেষ বিধি কোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার ও—হলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাহার নামে "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এই একজন প্রকৃত প্রতিভা-শালী ব্যক্তি বিবিধ প্রতিভার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আমি। ইনিত স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পরে প্রতিভার অধিক বিকাশ হয়েছে।

মূর্ত্তি! প্রতিভাশালী ব্যক্তি সবই স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে পরে তাহা বিবিধ প্রকারে বিনাশ হয়।

আমি। প্রতিভার ক্ষমতা কি প্রকারে ভাল বিকাশ হতে পারে?

মূর্ত্তি। প্রতিভার ক্ষমতা সাধারণতঃ মহাপুরুষ বা সাধু সঙ্গে ভাব বিকাশ হতে পাবে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি, গোপাল ভট্ট ভট্টময়ি নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ম্মাস্য করিয়া চারি মাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত

অতীব সখ্যতা হওয়াতে তাহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ কমল নিঃসৃত উপদেশমালা শ্রবণে তাহার প্রতিভার ক্ষমতা বৈরাগ্য পথে ধাবিত হইল। তিনি অচির কাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথি মধ্যে কাশী নিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছু কাল থাকিয়া তাহার নিকট শিষ্য হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। গোপাল ভট্ট তৎপর সৎগ্রন্থ বৃন্দাবন মাহাত্ম্য বিস্তারিত করেন। তিনি সৎগ্রন্থ হরিভক্তি বিলাসও সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রকৃতির ক্ষমতার এক উচ্চ প্রকারের বিকাশ হইল। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ মহাপুরুষ বা সাধু সঙ্গী হয়ে থাকে এবং তাহাতে তাহাদের প্রতিভার স্ফুরণ হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু কি অন্যান্য অনেক মহাপুরুষগণই এজন্য বোধ হয় তাহাদের মর্ম্ম কথা বা উপদেশ অনাবশ্যক বোধে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে যান নাই তাহাদের সঙ্গীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই তাহা কেবল বিস্তারিত ভাবে গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এক দৃষ্টান্ত তোমার অবগতির জন্য সংক্ষেপে বলিতেছি। রঘুনাথ দাস অতি

ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। ইহার পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল। রঘুনাথ সে সমস্ত ও রূপবতী যুবতী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যের—সঙ্গী হয়েছিলেন এবং ভক্তি মার্গের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়া বিলাপ কুসুমাঞ্জলি নামক সংগ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

এইরূপ বলিয়া মূর্ত্তিটি অন্তর্ধান হইলে আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম আমাদের বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রতিভায় ক্ষমতা কি সে ভাবেই স্ফুরণ হয়েছে।

৩৬। ভ্রমণফল

আর একদিন কোনও স্থানে ৺রামদাস সেনের মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ আবার কি মনে কর?"

মূর্ত্তি। আমার একটু ভ্রমণ অভ্যাস ছিল সে অভ্যাসে অনেক সুফলও পেয়েছিলাম সে অভ্যাস ছাড়াতে পারছিনে।

আমি। ভ্রমণের কি সুফল?

মূর্ত্তি। ভ্রমণের অনেক সুফল তাহার একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি তাহাতেই জান্‌তে পার্‌বে। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লনের নাম শুনেছ কি? বিদ্যাপতি বিহ্লন?

আমি। না কোনদিনই ত শুনিনি—

মূর্ত্তি। তোমার মত অনেকেই হয় ত· তাহার নাম অবগত নহে। কাশ্মীরে প্রেয় পুরের দুই ক্রোশ দূরে জয়বন নামে একস্থান আছে। এখানে নাগরাজ তক্ষকের

এক কুণ্ড ছিল। তন্নিকটে খোল মুখ নামক গ্রাম আছে। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুঙ্কুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তি কলশ —নামক এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পুত্র রাজকঙ্কণ জগৎ মান্য মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহার স্ত্রীর নাম নাগদেবী ইহারই গর্ভে বিহলনের জন্ম হয়। বিহলনদেব বেদ, বেদাঙ্গ; শব্দ শাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশেষরূপেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বিহলন বিদ্যাশিক্ষার পর নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ বহু দর্শন লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া গ্রীস্, ইটালী, সুইজারলেণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি ও জ্ঞান পুষ্টি করিতে চেষ্টা করেন এতদ্দেশের পণ্ডিতগণ ও পূর্ব্বে চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহু দর্শন লাভ করিতেন। কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ সভায়

গমন করিয়াছিলেন। বিহলন সেই রূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারানসী গমন করেন। এই সময় তাঁহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার রাজ সভায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সভা পণ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি "রামস্তুতি" গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইখানেই তাহার প্রথম রচনা কুসুম।

তৎপর তিনি সোমনাক্ষ পত্তনে গমন করিয়া ভক্তি সহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এই রূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন এবং ঐখানে থাকিয়াই তাহার বিদ্যা ও জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কল্যাণ রাজধানীতে ত্রিভুবন কল্ল বিক্রমাদিত্যের আশ্রমে তাহার জীবনের শেষকাল অতি বাহিত হয়।

এই স্থানেই তিনি রাজা কর্ত্তৃক বিদ্যাপতি উপাধিতে ভূষিত হন।

আমি। তিনি আরও গ্রন্থ লিখেছেন কি ?

মূর্ত্তি। হাঁ "রামস্তুতি" ব্যতীত তিনি "বিক্রমাঙ্ক দেব-চরিত "নামক গ্রন্থ ও রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফেক্ট বলেন ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

আমি। এই সব গ্রন্থ কিরূপ ?

মূর্ত্তি। গ্রন্থগুলি ভালই সৌন্দর্য্যশালী, কিছু নীতি ব্যঞ্জক গ্রন্থ।

আমি। বহলন পণ্ডিতের প্রকৃতি কিরূপ ছিল ?

মূর্ত্তি। তাহার স্বভাব প্রকৃতির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না ; অনুমান হয় ভালই ছিল। কিন্তু বিদ্যা-গৌরব অভিমানে কিছু স্ফীত ছিলেন। এক স্থানে নিজেই লিখেছেন।

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং বৈদর্ভলীলা নিধয় প্রবন্ধঃ।
তথাপি বৈচিত্র রহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচতেসোহত্র ॥"

অর্থাৎ যদিও নিপুন ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ রীতি বিশেষ লীলার নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে তাহা থাকিলেও যাহাদের চিত্ত আছে এবং যাহারা রহস্য লুব্ধ তাহাদিগকে

আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

অন্যত্র—

"রসধ্বনের ধ্বনি যে চরন্তিসংক্রান্ত বক্রোক্তির রহস্য মুদ্রাঃ তেহস্মাৎ প্রবন্ধ মবধারন্তু-কুর্ব্বন্তুশেষাঃ শুক বাক্য পাঠং॥

অর্থাৎ যাহারা রস ও ভাব রূপ পথে বিচরণ করেন বক্রোক্তির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পটু তাহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণা করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ শুক পক্ষীর ন্যায় পাঠ মাত্র করিবে।

আমি। বোধ হয় আর বিদ্যাশীল পণ্ডিতগণ স্বাভাবতঃই কথঞ্চিৎ গর্ব্বিত হয়ে থাকেন।

মূর্ত্তি। এরূপ অসঙ্গত গর্ব্ব ভাল নহে। সাহিত্য বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা গর্ব্ব ভরে বলা নিতান্তই দুরূহ ও ঘোরতর অন্যায়। তাহার নাম বা গ্রন্থাদি ভুবন ব্যিাত হয়ে প্রচারিত হয় নি। রস ও ভাব এবং—বক্রোক্তি থাকিলেই কি গ্রন্থাদি স্থায়ী প্রসিদ্ধি লাভ কর্ত্তে পারে? গ্রন্থে রহস্য থাক্‌লেও স্থায়ী রূপে তাহা আদরনীয় হয় না। হেয়্যালীতেও কিছু রস ও ভাব থাকে এবং বক্রোক্তি ও রহস্য থাকে কিন্তু তাহা স্থায়ী আদর ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এই দেখ—

"রন্ধনে শ্রান্তা হয়ে—ভীমের কামিনী।

স্তন হতে অম্বর খসে লুটায় ধরণী ॥”

শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে চান।

কেমনে সম্ভবে ইহা করহ সন্ধান ॥

ইহার ভিতর রস ও ভাব কিছু আছে রহস্য ও বক্রোক্তিও কিছু আছে এমন কি কবিত্ব ও কিছু আছে— তবু ইহা কি স্থায়ী প্রসিদ্ধি ও আদর লাভ কর্ত্তে পারে?

আমি। এই হেয়ালির অর্থ কি?

মূর্ত্তি। এ হেয়ালির অর্থ বায়ু পুত্র ভীম, উহার স্ত্রী দৌপদী রন্ধনে শ্রান্তা হওয়ায় বায়ু সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছে। আর একটি ক্ষুদ্র রহস্যপূর্ণ হেয়ালি বলিতেছি--

“কোন্ পুত্রের ইচ্ছা হয় পিতা হোক পতি?”

কোন্ শ্বাশুরী ইচ্ছা করে জামাতারে পতি?

অর্থাৎ কোন্ পুত্রেব ইচ্ছা হয় অনেক পিতা হোক এবং কোন্ শাশুড়ী জামাতাকে পতি পেতে ইচ্ছে করে?

আমি। ইহার অর্থ কি?

মূর্ত্তি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিস ইচ্ছা অনেক ধর্ম্ম হউক। সীতার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা রামের মত রাজা হউক।

ইহাতে সৌন্দর্য্যও আছে রহস্য ও আছে কিন্তু স্থায়ী রস নাই।

আমি। স্থায়ী রস কিসে হয় ?

মূর্ত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথায়, পাপ পুণ্যের কথায়, নৈতিক তত্ত্ব কথায় এবং স্বাভাবিকতায় স্থায়ী রস সাধারণতঃ হয়ে থাকে। যাহা চির সুন্দর চির নূতন তাহাই স্থায়ী। যাহাতে সত্য শিবসুন্দর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ রয়েছে তাহাই স্থায়ী। রস একটি অব্যক্ত জিনিষ, স্থায়ী রস আরও অব্যক্ত তাহাই পাইলে দেখ্‌লে আমরা অনুভব কর্ত্তে পারি, প্রকৃত পক্ষে কিসে যে উহা সঞ্জাত হয় তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন-

আমি। তা যাহা হোক ইংরেজ কবি ঠিকই বলেছেন—

Call it not valn,—They do not err,
Who say when the Poet dies
mute nature mourns her worshipper,
and celebrates *his* obsequies" Scott.

মূর্ত্তি। কিন্তু কবি কিছু মাত্র স্থায়ী রস সৃষ্টি না কর্‌লে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

মূর্ত্তি! স্থায়ীই রস সৃষ্টিতে আত্মহিত ও পরহিত। স্থায়ীত্ব লক্ষ্যই—সব গ্রন্থকারের হওয়া উচিত। সাহিত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আমাব পূর্ব্ব হতেই আনন্দদায়ক। কাল এখানে এস অন্য কথায় আলোচনা করা যাবে।

এইরূপ বলিয়া মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি তথা হতে চিন্তিত মনে চলে আসিলাম।

৩৭। জ্ঞানী পাপ

পরদিন সময় মত সেই স্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি ৺রামদাস সেনের মূর্ত্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আজ কোন্ কথায় আলোচনা হবে?

মূর্ত্তি। তা বল্‌ছি। আজ সমস্ত দিন কি কাজ করেছ?

আমি। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছুই নহে।

মূর্ত্তি। ইহাই ত মানুষের বৃহৎ দোষ। জৈন শাস্ত্রকার যে বলেছেন—

দুঃপ্রাপ্যং—প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎকিঞ্চিতদুত্তমৈঃ!
মূহুর্ত্তমেকমপ্যস্থনৈব যাতি যথা বৃথা॥"

অর্থাৎ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এরূপ কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মূহুর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।" ইহা অভ্রান্ত সত্য।

আমি। আপনি বোধ হয় জীবিতকালে জৈনশাস্ত্র বিশেষ রূপ অধ্যয়ন করেছিলেন?

মূর্ত্তি। জৈন, বুদ্ধ, ও হিন্দু-শাস্ত্রাদি আমি, ভাল মতই চর্চ্চা করেছিলাম। জৈন ধর্ম্ম ভারতবর্ষ—অতিক্রম করে ভিন্ন দেশে যেতে পারে নি। ইহা কিয়দ্দিবসের জন্য ভারতবর্ষের গর্ভে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

আমি। কেন?

মূর্ত্তি। হিন্দু ধর্ম্মে ও জৈন ধর্ম্মে মূল বিষয় পার্থক্য বিশেষ নাই। সুতরাং সেই সুবৃহৎ হিন্দুধর্ম্মের ভিতর ঐ ক্ষুদ্র জিনিষটি লয় পেয়ে গিয়েছে। সব ধর্ম্মের মূল বিষয়ই পাপ পুণ্য তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব নির্ণয় দ্বারা পন্থানু-সরনই মানবের নৈতিক জীবনও ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দুই প্রকার পাপ নাশক ও নির্ব্বাণোপকারক। পাপনাশক ধর্ম্ম এইরূপ—

হীনদ্ধরণ মদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয়সংযমে।

ন্যায়-বৃত্তির্ম্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোয়ং পাপসংচ্ছিদি॥"

অর্থাৎ পতিতের উদ্ধার অহিংসা বিনয়, ইন্দ্রিয় সংযম, ন্যায় পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা এই সকল ধর্ম্ম পাপনাশ করে। জৈন মতে—

সারঃ—পরোপকারঞ্চ ক্রমে ধর্ম্মো বিদাময়ং—"

অর্থাৎ ধর্ম্মের অবয়ব বহু বিস্তৃত হইলেও ও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

পাপ পুণ্য তত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। পাপ সাধারনতঃ দ্বিবিধ। জ্ঞানকৃত পাপ আর অজ্ঞান কৃত পাপ। জ্ঞানী পাপ এই যেমন এলোকেশীকে তার স্বামী হত্যা করেছে এরূপ জ্ঞানী পাপের শাস্তি গুরুতর। তার দৃষ্টান্ত শুন্‌তে চাও কি ?

আমি। বলুন।

মূর্ত্তি। এক কুলীন ব্রাহ্মণের কুলীন ঘরে বিবাহিত যুবতী কন্যা নিজ জাতিতে থাকাবস্থায় এক শূদ্র ছল করে অতিথি স্বরূপ সেই ব্রাহ্মণের বাটী প্রবেশ করিল। লোকটিকে দেখিবা মাত্র বাড়ীর মেয়ে মহলে জামাই এসেছে বলে গোল পড়িয়া গেল। সেই লোকটি জামাই ভাবেই রাত্রিকালে চব্ব্য চোষ্য আহার করিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণের দুহিতার সহিত শয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃ-কালে সেই ব্যক্তিকে একজন দেখিয়া—বলিল এত আমাদের জামাই নহে। লোকটি ইহা শুনিতে পাইয়া বলিল "তোমরাই একবার বল আমাদের জামাই আবাব বল না কাজেই এখানে আর থাকিব না" এরূপ বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হওয়ায় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়া রাজ সমীপে নিলে রাজা বলিলেন—"এই ব্যক্তি জ্ঞানী পাপী উহার গুরুতর শাস্তির বিধান।" এইরূপ

বলিয়া ইহাকে প্রাচীরের সহিত গাঁথিতে হুকুম দিলেন। এইরূপ রাজা দেশে প্রাচীরের সহিত গাথিয়া তাহাকে মারা হইল।

আমি। এরূপ দুর্ব্বৃত্ত জ্ঞানী পাপীর উপযুক্ত শাস্তিই হয়ে ছিল।

মূর্ত্তি। জ্ঞানী পাপী ও অজ্ঞানী পাপী ধরা তত সহজ নয়। লর্ড ডেলহাসির বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসন সম্বন্ধে অন্যায় কার্য্য হয়েছে—বলে বিলাতে পার্লামেণ্টে অভিযোগ হয়। অনেকে মনে করেছিল তাহাকে রীতি-মত আদালতে বিচারাধীন হতে হবে এবং তাহার যথেষ্ট শাস্তি ও হবে। কিন্তু পার্লামেণ্টের ভোটে সাব্যস্ত হয় যে তিনি এ সম্বন্ধে জ্ঞানী পাপী নহেন অর্থাৎ তাহার জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ নাই।

আমি। জ্ঞানীপাপীর ঐতিহাসিক একটী দৃষ্টান্ত বলুন।

মূর্ত্তি। মোগল পাঠান প্রভৃতি মুসলমান রাজত্বে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্তই আছে। ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লের নাম শুনেছ ?

আমি। হাঁ।

মূর্ত্তি। ইংরেজ পক্ষে যেরূপ ক্লাইভ ছিল ফরাসী

পক্ষে তদ্রুপ ভারতবর্ষে ডুপ্লেছিল। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ফরাসীতে সংঘর্ষণ হয়। ক্লাইব ইংরেজ পক্ষে চালক ফরাসী পক্ষে ডুপ্লেচালক ছিল। সে সংঘর্ষে ফরাসী পক্ষ জয়ী হইলে আজ—ভারতবর্ষ ব্রীটিশাধিকৃত না হইয়া ফরাসী রাজ্যাধীন হইত। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ বিলাতে সন্ধিতে পরিসমাপ্তি হওয়ায় তাহা আর হইতে পারিল না। রাজনীতির কূটজালে সাব্যস্ত হইল ডুপ্লে জ্ঞানী পাপী অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অপরাধ করিয়াছে, সে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক কাজ করেছে। ইহার ফলে তাহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া ফ্রান্সে নেওয়া হইল। শেষ অপদস্থ নষ্ট সর্ব্বস্ব ও ভগ্ন হৃদয়ে তাহার মৃত্যু। অবশ্য তাহার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল নতুবা ভগবানের বিচারে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় মরিতে হইত না।

আমি। সে হয় ত বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য ও করে থাকিবেক।

মূর্ত্তি। সম্ভব তাহাই হবে। তার শাস্তিও হয়েছে।

"Treachry is of crmrns the blaekest,
Avarice is aworld of vice,
"Truth is nobler far than penance.

Purtiy than sacrifice'

Charity's first of virtue.

Dignity doth most adorn,

Knowledge triumphs unassisted.

Better death tha Public scorn,,

ইতিহাস যদি সত্য হয় তবে উপরোক্ত কথাগুলি ডুপ্লের চরিত্র ও জীবন পক্ষে বিশেষ প্রযুজ্য।

আমি। ডুপ্লে ভারতে থাকিলে বোধ হয় ভারতের ভাগ্যলিপি অন্য প্রকারের হইত।

মূর্ত্তি। তাহা বলা যায় না কেন না স্বার্থপর অর্থলোভী ব্যক্তি দ্বারা সুবৃহৎ কার্য্য সংঘটন হওয়া বোধ হয ভগবানের অভিপ্রেত নহে। জ্ঞানী পাপীর অকৃত কার্য্যতা হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক এমন কি সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও অকৃত কার্য্যতা ও নিষ্ফলতা আসিবে।

মূর্ত্তিটি এরূপ বলে অন্তর্ধান হলে আমি চিন্তিত ভাবে চলিয়া আসিলাম।

৩৮। প্রেমরস

একস্থলে দেখা হল কোন শান্তশিষ্ট ভক্তি- শীল ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির সহিত আমি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লেম "আপনি কে ?"

মূর্ত্তি। আমি ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামীর মূর্ত্তি, পূর্ব্বাস্মৃতিতে মাঝে মাঝে ধরাধামে এসে থাকি। আমার নাম শুনেছ নাকি ?

আমি। আপনার নাম অনেকই শুনেছি। আপনি ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক পালা রচনা করেছিলেন। আপনার রচিত অনেক গানই অনেকের জানা। আপনার এই—প্রসিদ্ধ গানটি :—

"শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ—দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকাল"

গানটি সমস্ত আমি জান্তাম্ এখন ভুলে গিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই—প্রকৃত প্রেমরসের আস্বাদ পেয়েছিলেন

অধুনা এই সুন্দর-গানটির অপকৃষ্ট অনুকরণ হয়েছে "মো
ঘুম ঘোরে এনে মনোহর ওঁ নমঃ নমঃ॥"

মূর্ত্তি। প্রকৃত প্রেমরসের আস্বাদ পাওয়া লোকের পক্ষে সহজ নহে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ পিরীতি হই'ত প্রেমরসের আস্বাদ করেছিলেন। ত্রিনক্ষর বিশিষ্ট পীড়িতি শব্দ সম্বন্ধে কতই চণ্ডীদাস বিশ্লেষণ করেছেন।"

"বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমান কৈল পি।
রসের সাগর মন্থন করিতে—
তাহে উপজিল রী।
পুন যে মথিয়া থমিয়া—হইতে
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন অথর—
তুলনা দিব যে কি॥

* * *

মনের সহিত যে করে পিরীতি
তাঁরে প্রেমকৃপা হয়—।
সেই—সে রসিক— অটল রূপের—

ভাগ্যে দরশন পায় ॥”

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর সহিত পিরীত করিয়া প্রচুর—প্রেমরসের আস্বাদ পেয়েছিলেন, আমাদের সময়ের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও তদ্রূপ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয়েছিলেন।

আমি। সে ব্যক্তি কে ?

মূর্ত্তি। দাশরথি রায়;—পাঁচালী রচয়িতা ও গায়ক দাশরথি রায়ের নাম শুনেছ ?

আমি। হাঁ, শুনেছি।

মূর্ত্তি। সে আর আমি প্রায় এক সময়ের লোক। সে আমাপেক্ষা মাত্র ৫ পাঁচ বৎসরের বড় ছিল। তাহার জন্ম বাংলা ১২১২ সনে মৃত্যু ১২৬৪ বাং সন। আমার জন্ম ১২১৭ বাং সনে। ৭০ বৎসররে উপরে আমার—পরলোক প্রাপ্তি হয়। দাশরথিব অক্ষয়াপাটুনী নাম্নী একটী বার বণিতার শ্রেণীর রমণী সহ যোগ হয়। ঐ রমণীটি বেশ গান কর্‌তে পার ত। তাহার সঙ্গীত অধিকাংশ অশ্লীল হইলেও বড়ই শ্রুতি মধুর ছিল; বোধ হয় দাশরথি সে জন্যই তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও মুগ্ধ। দাশরথির মাতুল রাম জীবন চক্রবর্ত্তী ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে নিয়া নীল কুঠীতে চাকুরী করে দেয়।

কিন্তু উভয়ে গোপনে মিলিত হইত। ইহা দাশরথির মাতুল জানতে পেরে ক্রোধান্ধ হয়ে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দেয়। ইহাতে ভালই হইল। উভয়ে—প্রেমরসেরই চর্চ্চা নিঃসঙ্কোচ নির্ব্বিবাদে করতে লাগল। দাশরথি পাঁচালী রচনা ও গান করতে আরম্ভ করেছিল। তাহার নাম হইল—দেশ বিদেশ হইতে বায়না আসতে লাগল—যথেষ্ট অর্থাগম ও আরম্ভ হইল এবং অল্প দিন মধ্যেই দাশরথির কুঁড়েঘর—ইষ্টক নির্ম্মিত দালানে পরিণত হইল। এই ভাবে দাশরথি প্রেমরসের ও আস্বাদ পেয়েছিল অথচ মৃত্যুকালে অতুল সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। ভগবান যাহার সহায় হয় তাহার অতুল সম্পদ হবারই কথা। দাশরথির পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায় বাঁধমুড়া গ্রাম—ঐ জেলায় অনতি দূরে পীলা গ্রামে তাহার মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর আলয়ে বর্দ্ধিত। আমি নবদ্বীপের গোঁসাই বংশ—ঢাকা জেলাই আমার প্রথম রঙ্গস্থল।

আমি। তাহার সম্পত্তির অধিকারী কে হয়েছিল?

মূর্ত্তি। অবশ্য সে বিবাহ করেছিল। তাহার ঔরস জাত এক কন্যা মাত্র ছিল। সেই তাহার ত্যজ্য বিপুল

সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিল। দাশরথি যে প্রেমরসের যথেষ্ঠ আস্বাদ পেয়েছিল তাহা আমি জানি।

আমি। কিরূপে ?

মূর্ত্তি। তৎসম্বন্ধে গল্প বলিতেছি। একদিন শ্যাম বাবুর বাড়ী আমার ও দাশরথির খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। শ্যাম বাবু বিশেষ আগ্রহ করে—আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল আমার নিত্য পূজার গিরীধারী নামক শিলা মূর্ত্তি পূজা করে—আমি নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যেয়ে দেখি তথার দাশরথি এসেছে এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও উপস্থিত—হয়েছে। আহার্য্যের বিশেষ আয়োজন ছিল না। সামান্য মাছের ঝোল, ডাল, শুক্তো, তরকারি চরচরি, ভাজা, কিন্তু শ্যাম বাবুর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচুর যত্ন ছিল। দাশরথি সব খাদ্য তৃপ্তি সহকারে খেতে লাগ্‌ল এবং মুখে বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে বল্‌তে লাগ্‌ল। তৃপ্তিজনক আহারের পর আমরা সকলে শ্যাম বাবুর প্রাঙ্গনস্থ বটবৃক্ষ তলের ছায়ায়—সতরঞ্চের উপর বসে—পান তামাক খেয়ে বিশ্রাম কর্চ্ছি. তখন জমিদার বিলাস বাবু বলিলেন—' এখন আপনাদের কিছু সঙ্গীত হউক। বাস্তবিক সঙ্গীতের তুল্য পরমানন্দ দায়ক সংসারে আর কিছু আছে কি না জানি না। উহা যেরূপ

হৃদয় আনন্দ পূর্ণ করে, চিত্ত ও ভক্তিশীল করে। আমি তখন আমার রচিত এই গানটী কর্লেম—

রাগিণী সুরট—তাল আড়াঠেকা

"বল বল বংশীবট কোথা শঠ শিরোমনি
সে রমনীল স্পট—
তুমি ত সুবংশীবট নহত সামান্ত বট—
আমা সবার মান্য বট—
তোমার ছায়াতে বসি— বাজায় বাঁশী কালশশী
তাতেই তুমি নাম ধরেছ বংশীবট—
কাননে প্রশংসা বট কৃষ্ণপ্রেমের অংশীবট ॥"

তখন সকলে দাশরথীকে গান কর্ত্তে অনুরোধ করায় দাশরথী তাহার রচিত এই গানটি করিল—

সুরট—একতালা—

মুনি! এই ভয় মম মানসে।
জীবনান্তে পাই জীবন কিসে ॥
বল কে বাচাবে আমার হয়ে ধন্বন্তরি
শমন তক্ষক বিষে।
মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত হয় সামান্ত ফণী
সেত নয় মণি মন্ত্রে বশ মুনি
কাল পেয়ে অমনি দংশিবে কাল ফণী

হৃদয় মন্দিরে এসে।

জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ
সে বাধা বমন প্রতি হত মন
কিসে হবে কাল কালীয় দমন
কালাগত কাল বশে,
(যদি) ভজিত দাশরথি বিষয় পরিহরি
করিত কি অন্তে কাল বিষ হরি
বিষহরির বিষহরি
হরি জীবন দিতেন এই দাসে॥"

বলা বাহুল্য আমি এই গানটি ভক্তিপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত হতে শুনে মুগ্ধ হলেম, উপস্থিত আর সকলেও নিতান্ত প্রীত হল বুঝিলাম। বাস্তবিক শাস্ত্রে ঠিক লিখেছে—

"গানাৎ পরতরং নহি"
গানের তুল্য আর কিছুই নাই।

তৎপর জমিদার বিলাসবাবু আনন্দিত হইয়া আমাদিগকে পরদিন তাহার বাড়ীতে অহারের নিমন্ত্রণ করিলে আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আমরা পরদিন বিলাসবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যেয়ে দেখি তিনি মাংস পোলাও, কেলে কোর্ম্মা চব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় এবং

বিবিধ প্রকারের বহুমূল্য মিষ্ট সামগ্রী আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা সকলে আহারে বসে নীরবে আহার কর্ত্তে লাগিলাম। বিলাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আহার্য্য কিরূপ হয়েছে ?" দাশরথী উত্তর করিল এই এক প্রকার। বিলাসবাবু বলিল পূর্ব্বদিন শ্যামবাবুর বাড়ীতে সাধারণ আহার্য্য খেয়ে ত বলেছিলেন বেশ হয়েছে আজ কি সেরূপ হয়নি ? দাশরথী ইহাতে উত্তর করিল তাহাতে যে প্রেমরস মাখান ছিল। ইহাতে বিলাসবাবু নিরুত্তর হইলেন—আমরা সকলে নীরবে আহার করে চলে আসিলাম।

বাস্তবিক যাহাতে প্রেমরস আছে তাহাই আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিকর। দাশরথী প্রকৃত প্রেমরসের আস্বাদ পেয়েছিল, কোথায় প্রেমরস তাহাও জেনেছিল। যে ব্যক্তি প্রেমরসের আস্বাদ পায় সে নিতান্ত ভাগ্যবান। প্রেমের সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

আমি। যাহারা প্রেমরসের আস্বাদ পায় তাহাদের রচনার বোধ হয় ভাব ও ভাষা তদ্রূপ প্রেমরস পূর্ণ হয়ে থাকে।

মূর্ত্তি। নিশ্চয়। বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধ

ত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, ও পরমহংস প্রিয়া) শত শ্লোক চন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবি কল্পদ্রুম ও ভট্টিকা, কাব্য কাম ধেনু, রাম ব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই প্রসিদ্ধ। বোপদেব বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এজন্য ইহাতে উদাহরণ সমস্ত বিষ্ণুনাম ঘটিত করিয়াছেন। বোপদেবের অভিপ্রায় ছিল যে যাহাতে ব্যাকরণ শিক্ষা এবং হরিণাম কীর্ত্তন—এক স্থানে হতে পারে সেই ভাবে গ্রন্থ রচনা করা। এক স্থানে সেই সুদুর্ল্লভ কাজ তিনি করে গিয়েছেন।

আমি। ভক্তিশীল ব্যক্তির এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাও প্রতিভার স্ফুরনই বোধ হয় হয়ে থাকে। কিন্তু মানব সমাজে ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে যে কি হইত বলা যায় না।

মূর্ত্তি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেহের এবং জীবনের বিবিধ—পরিণামের কারণ যথা "পরিণামিত ধর্ম্মো ভবেৎ পুস্পল জীবয়োঃ, অপেক্ষা কারন্নোলোকে মীনব্যেব জলং সদা। অর্থাৎ জলে যে প্রকার মৎস্যের গতি সম্বরণ হ্রাস ও বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্ম্ম দ্রব্য ও অধর্ম্ম দ্রব্য। জীব মুক্ত ও সতত উর্দ্ধ গমন স্বভাব সুতরাং সহজ

মুক্ত ও নিসর্গ ঊর্দ্ধ গমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম্ম যদি না থাকিত তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদ্গত হইত নিবৃত্ত হইত না অর্থাৎ এ সংসারের আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম্ম না থাকিত তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে।

আনি। অধর্ম্ম-শালী কিসে হয়?

মূর্ত্তি। "পেষণোখণ্ডণোচুল্লী গর্গরী বর্দ্ধনী তথা।

আনী পাপ করা পঞ্চ গৃহিণো ধর্ম্ম বাধকাঃ॥"

অর্থাৎ পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাক স্থান, জলাধার (কুম্ভ) বর্দ্দনা, (গাড়ু ঘটী) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থ দিগের ধর্ম্ম বাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলে ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে কিন্তু—

গদিতোহস্তি স গৃহস্থস্য তৎপাতক বিধাতকঃ।

ধর্ম্মঃ—সহিস্তরোঃ বৃদ্ধৈরশ্রাস্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

ঐ সকল অবশ্যম্ভাবী—পাপ বিনাশক ধর্ম্ম রাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন অতএব মনুষ্য নিরন্তর ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

"দয়া দানং দমোদেব পূজা ভক্তি র্গুরৌ ক্ষমা।
সত্যং যৌচং তনোহস্তেয়ং ধর্ম্মোহয়ং গৃহমেধিনাম্ ॥"

অর্থাৎ দয়া, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, দেব পূজা, গুরু ভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, চৌর্য্য বিমুখ এইগুলি—গৃহস্থ দিগের ধর্ম্ম।

এইরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সমস্ত দেওয়া সুকঠিন। যে প্রকারেই হউক ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া ধর্ম্মানুসরণ করাই পরম গতি।

এইরূপ বলে মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হলে তথা হতে আমি হৃষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

৩৯। রাজৈশ্বর্য্য—

একস্থানে একদিন দেখা হইল এক চীন দেশীয় পরিব্রাজকের সৌম্য মূর্ত্তির সহিত। আমি তাহাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?—এখানে কি জন্য?"

মূর্ত্তি। আমি চীনের পরিব্রাজক হুয়েন সাং। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আমি নানা স্থানেই ভ্রমণ করেছি সুতরাং পূর্ব্ব স্মৃতিতে মাঝে মাঝে আমি এখানে এসে থাকি।

আমি। আপনি তৎসাময়িক ভারতীয় রাজৈশ্বর্য্য কিছু দেখেছেন?

মূর্ত্তি। হাঁ, দেখেছি বৈ কি? আমি সপ্তম খৃষ্টাব্দে নালন্দামঠে কিছুদিন ছিলাম। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (university) বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দশ হাজার শ্রমণ এখানে থাকিয়া বিবিধ শাস্ত্রাদি আলোচনা করিত। মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। মনোহর বৃক্ষ বাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরি পূরিত ছিল।

শিক্ষার্থীগণের বাসের জন্য ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য এক মাত্র গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলন জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। সেখানে তখন কামরূপের রাজাও ছিল। সেই সময় দ্বিতীয় শিলাদিত্য কান্য-কুব্জের রাজা ছিলেন। সেই রাজা বিশেষ ঐশ্বর্য্য শালী ছিলেন। তাহার ৫০০০ পাঁচ হাজার গজারোহী ২০০০ দুই হাজার অশ্বারোহী, এবং ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার পদাতী সৈন্য ছিল। তিনি পল্টনদের সমস্ত জয় করিয়া তাহার—আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী থাকায়—রাজ্যে জীবহত্যা বারণ করেন স্কুল নির্ম্মাণ করাণ, ভারতের স্থানে স্থানে হস্পিটেল বা চিকিৎ-সালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসক নিয়োগ করেন এবং আহার্য্য ও ঔষধ দেওয়ার সুব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে প্রয়াগে তিনি একটি ধর্ম্মোৎসব করিতেন। ইহা ৭৫ পচাত্তর দিন ব্যাপী থাকিত।

আমি। কিরূপ ধর্ম্মোৎসব হইত?

মূর্ত্তি। আমি তথায় থাকাকালেই এক ধর্ম্মোৎসব হতে দেখিলাম। বিংশতি দেশের রাজাগণ নিমন্ত্রিত

হইয়া আসিলে তাবুতে তাবুতে তাহাদের আশ্রয় স্থান হইল, বাদকগণ বাদ্য ধ্বনি করিয়া শোভা যাত্রা চালনা করিল, হস্তি পৃষ্ঠে একটি সজ্জিত ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্ত্তি শোভা যাত্রার মধ্যে চলিল প্রায় একশত হস্তী তাহার সম্মুখে চলিল। শিলাদিত্য সুসজ্জিত হস্তী পৃষ্ঠ হইতে মণি মুক্তা টাকা মোহর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া বিতরণ করিতে লাগিল। শোভাযাত্রার পর রীতিমত ভোজ হইত। শোভাযাত্রার পর শিলাদিত্য নিজে বৌদ্ধ মূর্ত্তিটি স্কন্ধে বহন করিয়া নিয়া যথাস্থানে রাখিল এবং উহা বিবিধ সাজ সজ্জায় ভূষিত করিল। শাস্ত্র বেত্তাগণ একত্র হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ আলোচনা করিতে লাগিল। শেষ একদিন গৃহে অগ্নি লাগায় সমস্ত ভর্ষ্মীভূত হইল। বৌদ্ধগণ বলিল ব্রাহ্মণগণ হিংসায় অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছে।

আমি। আপনার কি মনে হয়েছিল!

মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণগণ যে হিংসা প্রণোদিত হয়ে অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছিল এরূপ বোধ হয় না, বোধ হয় বহু লোক সমাগমে গোলযোগে কোনও প্রকারে আগুণ ধরে গিয়েছিল।

আমি। সেই ধর্ম্মোৎসবে অনেক ব্রাহ্মণও দেখেছিলেন কি?

মূর্ত্তি। হাঁ, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তখন উপস্থিত

ছিলতাহারা বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সহ ধর্ম্ম বিষয়ে শিষ্ট ভাবেই তর্ক ও আলোচনা করেছিল।

আমি। সে সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম কতকটা হীন প্রভ ও পৌত্তলিকতায় ন্যায় হয়েছিল।

মূর্ত্তি। হাঁ তা বৈ কি। কিন্তু তখন অনুমান কর্ত্তে পারিনি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে এখনকার মত লুপ্ত প্রায় হবে।

আমি। তখনকার সেরূপ রাজৈশ্বর্য্য যে পরে একেবারে বিলুপ্ত হবে তাহা অনুমান কর্ত্তে পেরেছিলেন কি?

মূর্ত্তি। না, তাহাও অনুমান, কর্ত্তে পারি নি।

আমি। কেন অনুমান কর্ত্তে পারেন নি।

মূর্ত্তি। তখনকার গৌরব ময় অবস্থা দেখে সেইরূপ অনুমান ও করবার ভাবই মনে আসে—নি।

আমি। এখন অবনতির কারণ নির্ণয় কর্ত্তে পারেন?

মূর্ত্তি। এখন কিছু নির্ণয় কর্ত্তে পারি।

আমি। অবনতির কি কি কারণ।

মূর্ত্তি। বিলাসীতা ও একতা হীনতা অবনতির মূল কারণ। বিলাসীতা হইতে স্বার্থপরতা অথচ কর্ম্মে অক্ষমতা ও ধর্ম্মহীনতা হয়েছে। একতা হীনতা প্রযুক্ত পরস্পারের মধ্যে ঈর্ষা ও শক্রুতা হয়েছিল। সুতরাং অরক্ষিত বিশৃ-

থল রাজ্য অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হল। এইরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলে আমি তথা হতে ক্ষুন্নমনে চলে আসিলাম।

৪০। অস্ত ভাস্কর।

একস্থানে রাত্রিযোগে দেখা হল এক খর্ব্বকার ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মূর্ত্তি।

আমি। সে কে ছিলেন?

মূর্ত্তি। আমার নাম ছিল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—খর্ব্বকায় হওয়ায় আমাকে সকলে গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য বলত।

আমি। আপনি জীবিতাবস্থায়—কি কাজ করেছেন?

মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গলা পদ্য গদ্য উভয়টিই রচনার ক্ষমতা ছিল। আমি অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কার ও অনুবাদ করিয়াছিলাম।

আমি। আর কি করেছিলেন?

মূর্ত্তি। আমি ১২৪২ সালে "সংবাদ ভাস্কর" নামে—বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রথম বাহির করি।

আমি। এখন ত আর সেই সংবাদ পত্রের নাম শুনা যাচ্ছে না।

মূর্ত্তি। উহা অনেকদিন হয় চিরঅস্ত হয়েছে।

আমি। অস্ত হবার কারণ কি ?

মূর্ত্তি। ঘটনাচক্র ও সময়ের গতিতে সবই হয়ে থাকে।

আমি। ও সব বিষয়ে ঘটনাচক্র বা সময়ের গতি কি উন্নতির দিকে যেতে পারে না।

মূর্ত্তি। সব জিনিষ প্রায়ই উন্নতির দিকে যায় না।

আমি। আমাদের দেশে এসব জিনিষের বিশেষ উন্নতি দেখছিনা কেন ?

মূর্ত্তি। তোমাদের দেশে ওসব বিষয়ের অস্ত ভাস্করের অবস্থা। অস্তগামী সূর্য্য যেরূপ ক্রমিক ডুবে যায় সেইরূপ ও সবও ডুবেছে বা ডুবে যাচ্ছে। সংবাদ পত্র সৃষ্টি হইতে কত প্রকারের সংবাদ পত্রই বাহির হইল সপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক, মাসিক, সকল প্রকারের সংবাদ পত্রই বাহির হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু জলবুদ-

বুদ্‌ প্রায় অনেকেই লুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্ত হবার উদ্যোগ করছে।

আমি। তাইত দেখছি। হয়ত আজ একটি সংবাদ পত্র বেরুল আর ২।৪ দুই চার দিন পরে আর দেখা নাই অস্তমিত হয়ে গেছে। পূর্ব্বের সোম প্রকাশ, প্রভাকর প্রভৃতিও অনেকদিনই চলে গিয়েছে বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নব-জীবন, প্রচার, সাহিত্য, সাধারণী, নারায়ণ, মালঞ্চ, বঙ্গবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্র চির অস্তমিত। অথচ লোক অনেকেই প্রথম হতেই সাহিত্য চর্চ্চা করতেছে। আপনার অস্তগত সংবাদ ভাস্করের ন্যায়—উহাদের একেবারে অস্ত হওয়ার কারণ কি বুঝা যায় না।

মূর্ত্তি। লক্ষ্মী দেবীর চাঞ্চল্য এক কারণ।

আমি। সে কি কথা? যে সব পত্রিকা ভালরূপে চলিতেছে—তাহারাও ত অভাবগ্রস্থ বলে বোধ হয় না।

মূর্ত্তি। তাহাদের অভাব গ্রস্থ হতে অনেক দিন লাগ্‌বে না।

আমি। কেন একথা বলছেন?

মূর্ত্তি। অবস্থা দেখে বলছি। সবই অস্ত ভাস্করের ন্যায় হবে।

আমি। কেন?

মূর্ত্তি। অর্থাভাব; অর্থাভাবে দিন দিন প্রায় লোক ক্রমশঃ—অর্থাভাবের চরমসীমায়—উপনীত হবে, দেশ—ক্রমশঃই অর্থহীন হয়ে পড়ছে। ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক। এই অর্থহীনতা প্রযুক্ত লোক সংবাদ পত্র কি মাসিক পত্রাদির জন্য অর্থব্যয় বৃথা ব্যয় মনে করবে। অর্থক্ষীনতা প্রযুক্তই দেশের বাগ্মীতা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের ক্রমিক—অধঃপতন। আর এক কারণ আছে যাহাতে ইহাদের উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমি। সে কি কারণ?

মূর্ত্তি। সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রাদিতে হিতকর সারগর্ভ বিশেষ কিছু সাধারণতঃ থাকে না। উহার চালকগণ—অর্থাকাঙ্ক্ষী হয়ে—বিবিধ চুটকী প্রভৃতিতে উহাদের কলেবর পূর্ণ করেন সত্য কিন্তু উহাতে জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত লোকদের সমুচিত তৃপ্তি হয় কিনা সন্দেহ। ব্যবসা দেশেরও লোকের হিতকারী না করিয়া অর্থকরী করিতে যাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসেই উহাদের অস্ত ভাস্করের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

এরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলে আমি তথা হতে চলে আসিলাম; ভাবিলাম এ দুরবস্থার প্রতিকারের শীঘ্র সম্ভাবনা কম।

৪১ অধর্ম্মের বংশ

সন্ধ্যার পর কোনও একস্থানে চলেছি স্থানটি নির্জ্জন। এরূপ সময় দেখিলাম এক বৃক্ষমূলে দাড়ায়ে—এক দিব্য ঋষি মূর্ত্তি। আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনি কে?"

মূর্ত্তি। আমি মহাভারতীয় যুগের আস্তিক মুনির মূর্ত্তি

আমি। আপনি এ সময় এখানে কি জন্য?

মূর্ত্তি। এই পৃথিবীর সর্পকুল কি ভাবে থাকে ইহা মাঝে মাঝে আমার এসে দেখা অভ্যাস।

আমি। আপনি জন্মেজয় রাজার যজ্ঞ হতে সর্পকুল রক্ষা করেছিলেন কিন্তু কাজ ভাল করেন নি।

মূর্ত্তি। কেন?

আমি। ঐ হিংস্র জীব সকল নির্ম্মূল ধ্বংশ—হওয়াই

সঙ্গত—উহাদের দ্বারা কত লোকের যে বৃথা প্রাণহানি হচ্ছে তাহার সীমা নাই।

মূর্ত্তি। ইহা তোমার ভ্রান্ত কারণ। ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই সংসারের হিত ও মঙ্গলের জন্য। এই সর্পকূল দ্বারা বহু হিংস্র জীব জন্তুর বিনাশ হয়ে থাকে তাহাতে সংসারের মহৎ উপকার। সর্পদ্বারা যে ২।৪টি মনুষ্য প্রাণহানি হয় ইহা তাহাদের নিয়তি এবং তাহাদের সংখ্যাও অতি সামান্য। সর্পকূল দ্বারা পৃথিবীর উপকারই অনেক অধিক। এ জন্যই আমি সর্পকূল রক্ষা—করেছি এবং ইহাতে পৃথিবীর—পক্ষে অতি মঙ্গলজনক কাজই হয়েছে। রাজা জন্মেজয় সর্পকূল ধ্বংস মানে—সে সর্পযজ্ঞ করে নিতান্ত গর্হিত অধর্ম্মের কাজ করতেছিল আমি তাহা হতে তাহাকে রক্ষা করেছি। তাহার পিতা পরীক্ষিত—মৌনব্রতী ঋষির গলে মৃত সর্প জড়ায়ে বৃহৎ অসঙ্গত কাজ করেছিল। সর্পদংশনে তজ্জন্য তাহার প্রাণহানি উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছিল। একেই ত তাহাদের অধর্ম্মের বংশ হইতে উদ্ভব তার উপর গর্হিত অধর্ম্ম করে পাপসাগরে না ডুবে যায়—এজন্যই আমি জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞ হতে প্রতি নিবৃত্ত করি।

আমি। অধর্ম্মের বংশ কিরূপে ?

মূর্ত্তি। অধর্ম্ম ও অসৎ কাজ হতেই তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের উদ্ভব। পরাশর মুনি নদীতীরে মৎসগন্ধার সহিত অন্যায়রূপে সঙ্গত হল তাহাতে ব্যাসদেবের জন্ম। সেই ব্যাসদেব দ্বারা আবার কৌরব ও পাণ্ডব বংশের সৃষ্টি ব্যাসদেবের ইহা ঘোর অপকার্য্য; তৎপর পাণ্ডু পত্নী কুন্তী মাদ্রীয় যে সব সন্তান হল তাহাও ঐরূপ অধর্ম্ম জনক কার্য্য করে। সুতরাং ঐ সবই সর্ব্বতো ভাবেই অধর্ম্মের বংশ এবং অধর্ম্ম জনক কার্য্য গতিকেই প্রায় সবই ধ্বংশ।

আমি। অধর্ম্ম জনক কার্য্যের জন্য কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু পাণ্ডবগণ ত আর অধার্ম্মিক ছিল না।

মূর্ত্তি। সবই অধার্ম্মিক এবং সকলেই কম বেশী অধর্ম্ম জনক পাপ কাজ করেছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণকে কিরূপ অন্যায় ভাবে মারা হয়েছে মনে করে দেখ। যুধিষ্ঠির • অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই এ সব বিষয়ে লিপ্ত ও জ্ঞাতসার পাপী। রামায়ণী যুগের সূর্য্যবংশ—যেরূপ শেষ ঘোর বিলাসীতার জন্য লোপ পাইল মহাভারতীয় যুগের' কুরু ও পাণ্ডু বংশ অধর্ম্মের জন্য শেষ ক্রমিক লয় হল। ঐ যে কুরু ক্ষেত্র যুদ্ধটি হল উহা অধর্ম্মের যুদ্ধ এবং উহার—কুফলেই ভারতের ক্ষত্রিয় বংশ নির্ম্মূল ও

ভারতের অধঃপতন। কুরুক্ষেত্রকে আমি ধর্ম্মক্ষেত্র না বলে অধর্ম্মক্ষেত্র বলি। এই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ফলে যে ক্ষত্রিয় বংশ—নির্ম্মূল হবে এবং ভারতের অধঃপতন ইহা বোধ হয় যুদ্ধের পূর্ব্বে কেহ মনে ধারণাও করে নাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুধিষ্ঠিরের উক্তিতেই তাহার অনেক আভাষ পাওয়া যায়।

আমি। পাণ্ডবগণ ত শেষে স্বেচ্ছায় রাজৈশ্বর্য্য ছেড়ে স্বর্গাভিমুখে গিয়েছিল।

মূর্ত্তি। কিন্তু সকলে ত সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেনি যুধিষ্ঠিরেরও নরক দর্শন হয়েছিল। তাহারাও যে পাপী পাপীলোক ত কখনও সশরীরে স্বর্গে যেতে পারে না। জনহীন শ্মশান সদৃশ রাজ্যে যে থাকা দুষ্কর সেজন্য তাহারা রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিল।

আমি। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ত আর পাপী নহে।

মূর্ত্তি। সবপাপী, সবই কমবেশী অধার্ম্মিক। তাহারা পাপ ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়েছে। জ্ঞানতঃ—পাপীও অধার্ম্মিকের পক্ষ সমর্থন করেছে সুতরাং তাহারাও পাপী।

আমি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ত দুষ্কৃতদিগের বিনাশ হয়েছে।

মূর্ত্তি। যাহারা বেঁচে ছিল তাহারাও নিষ্পাপী নহে। শ্রীকৃষ্ণ এক কুচক্রী—সেই এই ধ্বংস ব্যাপারে মূল কারণ তাহারই চক্রান্তে ক্ষত্রিয় বংশ নির্ম্মূল হল শেষ তাহার প্রতাপশালী যদুবংশও নির্ম্মূল হল। ছল করে—বলরামকে তীর্থভ্রমণে না পাঠালে বোধ হয় ক্ষত্রিয়কুল এরকম ধ্বংশ হত না। যুদ্ধ সংঘটন হতে না দেওয়াই—উচিত ছিল। পাণ্ডবগণের আশ্রয় দাতা যদুকুল, বিরাট, দ্রুপদ রাজা প্রভৃতিই ছিল : ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের পর বিবিধ জাতির অভ্যুত্থান—আগমন হল কিন্তু কিছুই টিকিল না। কুচক্রী কৃষ্ণ যেন শেষ পরিণাম দৃষ্টে ক্ষুন্ন মনে বৃক্ষারোহণে চিন্তামগ্ন অধোমুখে তবস্থান কালে ব্যাধের শরাঘাতে নিজেও লয় প্রাপ্ত হল।

আমি। কেন ?

মূর্ত্তি। অধর্ম্ম—পাপ ইহার মূল কারণ। বিশৃঙ্খলতা, বিলাসীতা, পরস্পরে শক্রতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি দেশের মূর্ত্তিমান হয়ে বিচরণ করিতে লাগিলে, সুতরাং বৈদেশিক প্রবল শক্তি সহজেই এসে আধিপত্য বিস্তার ও শৃঙ্খলতা সম্পাদন করিল।

আমি। অধর্ম্ম পাপ করে ত অনেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও হয়ে থাকে।

মূর্ত্তি। লোক অধর্ম্মাচরণ করে সাময়িক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরে সমূলে নষ্ট হয়। যথা

"বধত্য ধর্ম্মেণ নরস্তভো ভদ্রানি পশ্যতি।

ততঃ সপত্মান জয়তি সমূলস্তধিনশ্বতি ॥"

মনুসংহিতা ৪।১৭১

অর্থাৎ লোক অধর্ম্মাচরণ দ্বারা - বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়— অনন্তর—অভীষ্ট লাভ করে। তদনন্তর শত্রুদিগকে ও জয় করে কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আমি। অনেক সময় অধার্ম্মিক বা পাপীগণ উন্নতিতেই ক্ষয় প্রাপ্তি হয় তাহাদের নিজেদের অবনতি দেখা যায় না।

মূর্ত্তি। পাপীদের স্বীয় জীবনে অবনতি পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফলে না হলেও নিশ্চয়ই তাহাদের সন্তান সন্ততি ফল ভোগ করে। যথা

পাপং কর্ম্মকৃতং কিঞ্চিদ্ যদিতস্মিন্ দৃশ্যতে।

দৃশ্যতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেয় পিচ তৃপ্তষু ॥"

মবাভারত ৩।৯৪।৫

১২।১৩৯।২২

অর্থাৎ লোক পাপ কর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে তাহা হইলে পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্রকে

নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে মনুবাক্যে যে পরিশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে উহা অধার্মিক বা পাপীর নিজ জীবনে না হয়ে তাহাদের সন্তান সন্ততির সময়েও হতে পারে।

এইরূপ বলিয়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমি বিষন্ন মনে তথা হতে চলিয়া আসিলাম।

৪২। কল্পনা

একদিন রাত্রিতে আমি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট দিয়ে আসছি, রাত্রি অনেক হয়েছে রাস্তা প্রায় জনশূন্য। গুরুদাস চাটুয্যের পুস্তকের দোকানের নিকট যখন এসেছি তখন দেখ্‌তে পেলেম একটি ভদ্রলোক মূর্ত্তি তথায় দাড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

আপনি কে ? এখানে কেন ? এত রাত্রিতে এখানে আপনি কি কর্‌ছেন ?

মূর্ত্তি। আমি ভূত পূর্ব্ব ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি।

আমি। আপনি এখন এখানে কি জন্য।

মূর্ত্তি। আমি আমাদের সময়ে একজন প্রধান ঔপন্যাসিক ছিলেম তাই উপন্যাসের বাজার কিরূপ চল্‌ছে তাহাই দেখ্‌তে এলেম।

আমি। কিরূপ দেখ্‌লেন ?

মূর্ত্তি। অধিকাংশই আবর্জ্জনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাধারণের নিকট আদর লাভ হচ্ছে না।

আমি। আমনার লিখিত উপন্যাস গুলি যে এখনও বিলুপ্ত হয় নি।

মূর্ত্তি। সে সব চল্‌ছে বটে পূর্ব্বের মত চলে কি? বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস ও পূর্ব্বের মত চল্‌ছে না মৎ প্রণীত উপন্যাস ও পূর্ব্বের মত চল্‌ছে না বোধ হয় অধিকাংশই সত্বরই লোপ পাবে। এরূপ যে হবে তাহা পূর্ব্বে ভ্রান্ত কল্পনা প্রযুক্ত বুঝতে পারিনি।

শুধু কল্পনা হইতে প্রকৃত মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা স্বাভাবিক অপূর্ণ ভ্রান্ত মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন। সমস্ত মৌলিক সৃষ্টি না হইলেও তাহাতে নূতন রূপ দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে। বঙ্কিম বাবু ও রবি বাবু কোন কোন স্থলে এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মাইকেলও হয়েছেন।

আমি। কেন এরূপ বল্‌ছেন? আপনাদের গ্রন্থ যে গ্রন্থাবলী হইয়াছে।

মূর্ত্তি। সে সব গ্রন্থাবলী যে মাটীর দরে চল্‌ছে। কতক দিন পরে বোধ হয় তাহাও চল্‌বে না। এই যে সমস্যা সৃষ্টি ও তৎ মীমাংসা উল্লেখে ভূরি ভূরি গল্প

উপন্যাস নিত্য সৃষ্টি হইয়া সাহিত্য বাজারে সজ্জিত হচ্ছে তাহাদের অধিকাংশেরই অবিলম্বে বা বিলম্বে বিলোপ অবশ্যম্ভাবি।

আমি। পাশ্চাত্য জগৎ সম্বন্ধেও কি সে কথা প্রযুজ্য? সেখানে যে অনেক উপন্যাস লিখক নোবেল প্রাইজও পেয়েছে?

মূর্ত্তি। তা হউক। অনেক নোবেল প্রাইজ প্রাপকের এখন নামও শুনা যাচ্ছে না এবং তাহাদের সৃষ্টি গ্রন্থাদির ও নাই। তোমরা অযথা মনে কর যে যদি কোন কবি গ্রন্থকার নোবেল প্রাইজ পেলো তবে তাহার নাম ও গ্রন্থাদির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে।

আমি। কেন তাহা হবে না?

মূর্ত্তি। নোবেল প্রাইজ বিভিন্ন কারণেই লোক পেতে পারে। সেটা শুধু সাময়িক লোকের অভিমতের প্রকাশ ফল। কিন্তু স্থায়ীত্ব সাধারণতঃ সুনিশ্চিত নহে যেহেতু সে অভিমতের ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের দেশীয় গল্প উপন্যাসই বা কাব্য সম্বন্ধেও যে কথা প্রযুজ্য পাশ্চাত্য গল্প উপন্যাসাদি বা কাব্য সম্বন্ধেও সে কথা তদ্রূপ প্রযুজ্য। পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টান্তেই এতদ্দশীয় সাহিত্যের পরিণাম উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেহেতু

সাহিত্য সৃষ্টির—মূলভিত্তি সর্ব্বত্রই এক অপবি বর্ত্তনীয় নিয়মের উপর স্থাপিত।

আমি। তাহা কি?

মূর্ত্তি। নৈতিক আদর্শ। নৈতিক আদর্শ সৃষ্টিই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সাহিত্যের পরিণাম নৈতিক আদর্শ নহে প্রারম্ভে বা মধ্যে কতক নৈতিক তত্ত্ব থাকিলেও তাহার বিলয় সুনিশ্চিত। অধিকাংশ সৃষ্ট সাহিত্যেরই পরিণাম নৈতিক আদর্শ নহে।

আমি। যে সাহিত্য সৃষ্টি করে নৈতিক আদর্শ সৃষ্টিই তাহার অবশ্য লক্ষ্য থাকে।

মূর্ত্তি। নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি সাহিত্য স্রষ্টা সকলের লক্ষ্য থাকিলেও অনেকেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, বঙ্কিম বাবু ও হয়েছেন আমিও হয়েছি অনেকেই হয়েছে এবং হতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্ত উইল গ্রন্থের কৃষ্ণকান্ত ও রুহিনীর পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দ চরিত্রই কেবল সত্য ও অভ্রান্ত। ঐ গ্রন্থের আর সমস্তই অসত্য ও ভ্রান্ত কল্পনা সৃষ্ট। শরৎ বাবুর দত্তা গ্রন্থে রাসবিহারী চরিত্র ব্যতীত আর কিছুই স্বাভাবিক হয় নি।

আমি। কেন এরূপ হচ্ছে?

মূর্ত্তি। সাহিত্য সৃষ্টি প্রধানতঃ কল্পনার কার্য্য, কল্পনা

সাধারণতঃ ভ্রান্ত। ভ্রান্ত কল্পনার সৃষ্ট সাহিত্যই সাধারণতঃ অচিরস্থায়ী কল্পনা মানসিক বৃত্তি। জীবের মত সাধারণতঃ চঞ্চল। সকলের মানসিক বৃত্তি সমতুল্য শক্তিশালী নহে। সুতরাং সকলের কল্পনা অভ্রান্ত হতে পারে না। অনেকেরই ভ্রান্ত কল্পনা।

আমি। কল্পনা ভ্রান্ত না হতে পারে তদ্বিষয়ে প্রতি-বিধান কি ?

মূর্তি। মানবের সাধ্যায়ত্ব প্রতিবিধান বিবেকের যথা সাধ্য সাহায্য নেওয়া। ব্রহ্মাশ্রিত সৎ বুদ্ধিকেই কেবল বিবেক বলা হয় কর্ম্মফলানুযায়ী অসৎ বুদ্ধিকে কখনও বিবেক বলা, হয় না উহা ভ্রান্ত বিবেক। ভ্রান্ত বিবেক হইতেই কল্পনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভ্রান্ত কল্পনা হতেই যত অসত্য ও অস্বাভাবিক গ্রন্থের সৃষ্টি, সে সবই নৈতিক আদর্শ বিহীন হওয়ায় অস্থায়ী। অভ্রান্ত বিবেকই অভ্রান্ত সত্য উপলব্ধি কর্ত্তে কেবল সক্ষম হয়। সুতরাং সকল সাহিত্যিকেরই উপযুক্ত আয়াস ও যথাসাধ্য সাধনা দ্বারা অভ্রান্ত বিবেক জনিত অভ্রান্ত-সত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইংরেজ কবি পোপের একথাটি স্মরণকর

"The ease in writing cause from art, not
chance.
As those move easiest who have banrt
to dance"
Popes Essy on criticism.

তা হলে কল্পনা ও অভ্রান্ত হইবে। মূর্ত্তিটি এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিলাম।

৪৩। বিবেক।

কোন ধর্ম্ম মন্দিরের নিকট রাত্রিকালে নির্জ্জন সময়ে দেখা হল এক কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড বপু মূর্ত্তির সহিত। তাহাকে দেখেই চিনতে পারলাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের যেহেতু তাহাকে আমি জীবিতাবস্থায় ১১ বার দেখেছি এমন কি তাহার বক্তৃতাও শুনেছি তাহার সুললিত বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতাই ছিল। তাহার মূর্ত্তি দেখে আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এখন এখানে কি জন্য?"

মূর্ত্তি। আমি জীবিতাবস্থায় কলিকাতায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করেছি সমূহ ধর্ম্মের অবস্থা এখানে কিরূপ, ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে তাহাই দেখতে এলেম্।

আমি। তাহা কিরূপ দেখলেন?

মূর্ত্তি। ধর্ম্ম সংঘাদি পূর্ব্বাপেক্ষা নিঃসন্দেহ অনেক

ও বিবিধ প্রকারেই বৃদ্ধি হয়েছে প্রচারাদিও কিছু হচ্ছে। কিন্তু অনেকই ব্যবসা ও অর্থকরী হিসাবে হচ্ছে বোধ হয়।

আমি। আপনি যে অনেক ধর্ম্ম গ্রন্থাদি লিখেছিলেন। এখন ধর্ম্ম গ্রন্থাদি কিরূপ সৃষ্টি হচ্ছে?

মূর্ত্তি। বিবিধ প্রকারের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সৃষ্টি হচ্ছে সত্য কিন্তু অধিকাংশই অর্থকরী ও ব্যবসাদারী হিসাবে যেহেতু সাধারণতঃ—সৎ বিবেকের অভাব। সৎ বিবেকই সাহিত্য বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থাদি সৃষ্টির প্রধান সহায়।

আমি। সৎ বিবেক সাধারণতঃ কিরূপ ক্রিয়া দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায় হয়ে থাকে?

মূর্ত্তি। সাধারণতঃ বিবেককে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তি সমষ্টির বিচার নীতি অর্থাৎ সৎ অসৎ ভাল মন্দ বিচার পদ্ধতি বা তদ্রুপ বিচার শক্তি বলা যাইতে পারে। ফরাসী জার্ম্মাণিক কেহ কেহ ইহাকে আত্মজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি পর বিষয়, তৎপর মন, পরে বুদ্ধি, পরে মহান আত্মার (মহৎ), মহতের পর অব্যক্ত তারপর পরম পুরুষ। সুতরাং মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহতে (জীবে) এবং জীবকে ব্রহ্মে লীন করিতে পারিলেই বিবেকের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং

ব্রহ্মাশ্রিত সৎ বুদ্ধিই বিবেক। বিবেক কর্ম্মফলানুযায়ী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়াই নীতি সূত্রাদি প্রস্তুত করে এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত। করে বিবেকের কার্য্যে ইচ্ছা বা অভিলাষ হইতে সূচনা আরম্ভ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে পরিসমাপ্তি। উদ্দেশ্য সিদ্ধি সর্ব্বশেষ হইলেও উহাই মানবের মনে প্রথম উদয় হয় ইচ্ছা বা অভিলাষের পর মানবের মনে কর্ম্মপ্রণালী সৃষ্ট হয়। ইচ্ছা ও অনুভূতির সংযোগে লোকের আত্মীয় উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়। অনুভূতি পূর্ব্বে ইচ্ছা পরে। অনুভূতি যুগপৎ বিভিন্ন প্রকারের হয় তন্মধ্য হইতে আত্ম প্রতিষ্ঠিত স্থির বুদ্ধি ২।১টী মনোনীত করিয়া ইহা প্রকটিত করে মনোনীত করিয়া উদ্দেশ্য অবলম্বন পক্ষে বুদ্ধির স্থিরতা আবশ্যক। তাহা আধ্যাত্মিক ভাবেই সুসম্পন্ন হয়। যে যত অধিক আধ্যাত্মিক উন্নত সে তত বেশী স্থির বুদ্ধি। বিবেক সৃষ্টিতে ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিবেক সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাহিত্য সৃষ্টির মূল ভিত্তি নৈতিক আদর্শ গঠনের উপর স্থাপিত থাকায় সংবিবেকই উহার সৃষ্টিতে প্রধান সহায় এবং উপরোক্ত প্রণালীতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

আমি। ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সৃষ্টি করিতে বিবেক কি জন্য প্রধান সহায় উল্লেখ করিয়াছেন ?

মূর্ত্তি। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ভক্তি ও ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ সহায়। বিবেক হইতেই ভক্তি ও ধর্ম্মের সৃষ্টি সুতরাং বিবেকের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চস্তর হইয়াছে ধর্ম্ম এজন্য ধর্ম্মই সাহিত্যের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপাদান ও অবয়ব। সুতরাং কার্য্যতঃ বিবেকই ধর্ম্মগ্রন্থাদি সৃষ্টি পক্ষে বিশেষ সহায় বলা অসঙ্গত নহে।

আমি। নিষ্কলঙ্ক বিবেক রাখা সুকঠিন সকলে তাহা পারে না।

মূর্ত্তি। তাহা প্রকৃত কথা। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই।

আমি। অনেকের উপযুক্ত সাধনা প্রণালীই অজ্ঞাত।

মূর্ত্তি। চেষ্টা দ্বারা সাধনা অভ্যস্ত করিতে হয়। যাহারা সাধনায় কৃতকার্য্য তাহারা বিবেকের উচ্চ স্তরে পৌছিতে পারে। বিবেকীর সঙ্গে গুণ সংযুক্ত হইলে সোনায় সোহাগা সংযোগ তুল্য হয়। শস্ত্রে প্রকৃতই উল্লিখিত হয়েছে—

"বিবেকিনমনুপ্রাপ্তা গুণা যান্তি মনোজ্ঞতাম।
সুতরাং রত্নমা জাতি চামীকর নিয়োজিতম্ ॥"

অর্থাৎ গুণ যদি বিবেকীয় সঙ্গে যুক্ত হয়—
তবেই সে গুণ শোভা পায় অতিশয়॥
বাঙ্গগুণে সঙ্গে রত্ন হইলে মিলিত
সঙ্গ গুণে রত্ন হয় অতীব শোভিত॥

এইরূপ বলে মূর্ত্তি অন্তর্ধান হলে আমি হৃষ্ট চিত্তে তথা হতে গৃহে ফিরিলাম।

৩৪। সত্য।

এক স্থলে রাত্রিযোগে—দেখা হল এক তেজোপূর্ণ দিব্য কান্তি মূর্ত্তির রহির। আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম

"আপনি কে ?"

মূর্ত্তি। আমি মহাভারতোক্ত ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি।

আমি। ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি এখানে এখন কি জন্য ?

মূর্ত্তি। অধুনা সংসারে—এখানে সত্য প্রচার কিরূপ হচ্ছে তাহাই একটু দেখ্‌তে এলাম।

আমি। কিরূপ সে বিষয় দেখ্‌তে পেলেন ?

মূর্ত্তি। সত্যের নামে অসত্যই প্রায় অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত হতেছে।

আমি। সে কিরূপ ?

মূর্ত্তি। সত্যাসত্য প্রচার সাধারণতঃ কথা দ্বারা,

বাক্য দ্বারা, এবং লিখা অর্থাৎ গ্রন্থাদি দ্বারা হয়ে থাকে। ধর্ম্মাধিকরণেও অধিকাংশ স্থলে উকীল মোক্তারের এবং মামলাকারীদের চাতুর্য্যগুণে অসত্য ও সত্য রূপে প্রচারিত হচ্ছে, বাক্যে অনেক স্থলেই অসত্য সত্য স্বরূপ প্রতিফলিত করা হচ্ছে গ্রন্থাদি দ্বারা অসত্য যথেষ্ট রূপেই সত্য বলে প্রচলিত হচ্ছে। এজন্য অধিকাংশ গ্রন্থেরই স্থায়ীত্ব হচ্ছে না এবং স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা কম। অপ্রিয় সত্য প্রকাশে ও অনেক সাহিত্যের অনাদর।

আমি। সত্য কি?

মূর্ত্তি। "সত্যং শিবং সুন্দরং"। সত্যেই শিবসুন্দর বিধাতাপুরুষের অধিষ্ঠান। সত্যই স্থিতি এবং সত্যই স্থায়ী। পাশ্চাত্য কবি কীট্‌স্ যে বলিয়াছেন "Truth is Beauty and beauty is truth." ইহা অতি প্রকৃত কথা। সৌন্দর্য্যই ভগবৎ বিভূতি এবং সত্যেই সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সত্য প্রতি পালন ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন—স্বরূপ এজন্য শ্রীরামচন্দ্রের সত্য প্রতি পালন অতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ। সুতরাং সত্য সৃষ্টি নৈতিক আদর্শের এক শ্রেষ্ঠ পরিণাম। কার্য্য, বাক্য—এবং লিখার সত্য সৃষ্টিই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রে প্রকৃতই উল্লিখিত হয়েছে—

"সত্যো ধার্য্যতে পৃথ্বী সত্যেন তপতে রবিঃ।
সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিত" অর্থাৎ
"সত্যের উপরে হয় পৃথ্বী প্রতিষ্ঠিত—
সত্য ধর্ম্ম বলে সূর্য্য গগনে উদিত।
সত্যের বন্ধনে বায়ু প্রবাহিত হয়
অখিল জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়॥

বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি গ্রন্থে অভ্রান্ত সত্য সকল নিহিত রয়েছে এ জন্য সে সবটিই স্থানী। শাস্ত্রে প্রকৃতই উল্লিখিত হয়েছে

'শাস্ত্রেন হন্যতে কার্ব্যে কাবং গীতেন হন্যতে।
গীতস্ত স্ত্রী বিলাসেন স্ত্রীবিলাসোবুক্ষ॥"
অর্থাৎ "শাস্ত্রালাপ মধ্যে যদি কাব্য কথা হয়,
কাব্যরসে শাস্ত্রালোপ হয়ে যায় লয়।
সেই কাব্য কথা রস গীতে করে গ্রাস,
গীতে গ্রাসে আসে যদি মনে স্ত্রীবিলাস।
স্ত্রীবিলাসে বুধুক্ষায় নাশে সেই ক্ষণে
বুবুক্ষা রাক্ষসী নাশ চিন্তা কর মনে॥"

ইহাতেই বুঝা যায় কাব্য চর্চ্চায় অভ্রান্ত সত্য পরিপূর্ণ শাস্ত্র চর্চ্চা থাকিতে পারে না। সুতরাং কাব্যাদি সাধারণতঃ ভ্রান্ত অসত্যে পূর্ণ বা কাব্যাদিতে সত্যের

পরিমাণ অনেক কম। পেটে ক্ষুধা থাকিলে যেরূপ স্ত্রীবিলাস মনে আসিতে পারে না স্ত্রীবিলাস মনে আসিলে যেরূপ সঙ্গীত চর্চ্চা হইতে পারে না সঙ্গীত স্রষ্টার দ্বারাও তদ্রুপ প্রকৃত কাব্য চর্চ্চা বা সৃষ্টি হইতে পারে না যেহেতু সঙ্গীতে বিবিধ ও বিভিন্ন প্রকারের ভাবের সমাবেশ থাকায় তাহাতে সাধারণতঃ অভ্রান্ত সত্য থাকার সম্ভাবনা কাব্যাপেক্ষা কম।

আমি। আপনি কি মনে করেন কাব্য ও সাহিত্যাদি গ্রন্থে অভ্রান্ত সত্য অতি কম ?

মূর্ত্তি। নিশ্চয়। অনেক সাহিত্যিকেরই প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা যথেষ্ট নাই এ জন্য অনেক অসত্য ও অস্বাভাবিকতাও সত্য স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থাদির স্থায়ীত্ব অস্থায়ীত্ব দ্বারাই তাহা বিচার্য্য। সৌন্দর্য্য বোধ সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য পূর্ণ হইলেও প্রধান প্রধান নৈতিক আদর্শের অনুভূতি সাধারণ জ্ঞানী লোকের পক্ষে সমতুল্য সুতরাং সাহিত্যের অসত্য নির্দ্ধারণ সাধারণ জ্ঞানী লোকের পক্ষে অসম্ভব বা কষ্টকর নহে। এ জন্যই অসত্য পূর্ণ গ্রন্থাদি অনাদর প্রাপ্তে লোপ পেয়ে থাকে। বেদান্ত মতে সঙ্গত রূপেই প্রাণ শব্দে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাণের সহিত অতি

কম ব্যক্তিই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। প্রাণের সহিত সত্য ধর্ম্ম প্রচারই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

আমি। যে সব সাহিত্যিক ভ্রান্তি বশতঃ অসত্য বা অস্বাভাবিকতা সত্য স্বরূপ গ্রন্থাদি দ্বারা প্রচার বা প্রকাশ করিতেছেন তাহাদের উপায় কি এবং পরিনামই বা কি ?

মূর্ত্তি। ইহ জন্মে কতক পরলোকে যামী যন্ত্রণা ভোগ। ইহ জন্মে যখন তাহারা জানিতে পারে যে তাহাদের ভ্রান্ত অসত্য প্রচারের ফলে অনেক নরনারী কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছাচারী হইতে কুন্ঠিত হয় নাই সমাজও নীতি বির্গহিত কার্য্যানুষ্ঠানে সঙ্কুচিত হয় নাই সমাজ ও সংসারে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিতে শঙ্কা বোধ করে নাই আবার যখন জানিতে পারে যে সংসারের অনেকে ভ্রান্ত অসত্য পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাহাদিগকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে শ্লেষ নিন্দাদি করিতেও ত্রুটি করিতেছে না তখন সে সব ভ্রান্ত সাহিত্যিকের ইহ জন্মেই আত্ম গ্লানি ও অনুশোচনা রূপ মানসিক যামী যন্ত্রণা অপরিহার্য্য। প্রকৃত এক প্রকার নরক যন্ত্রণা ইহ জন্মেই তাহাদের ভোগ করিতে হয়।

আমি। পরলোকে তাহাদের কি গতি ?

মূর্ত্তি। আমার পারলৌকিক অবস্থা জান কি ? আমি জ্ঞানতঃ অন্যের অহিতকর কোন অসত্য বাক্য ও বলি নাই অসত্যের কাজও করিনি এবং অসত্য পূর্ণ গ্রন্থাদি ও প্রচার করিনি কেবল বিরাট রাজ্যে কঙ্কন রূপে অসত্য বাক্য বলতে হয়েছিল তাহাও অন্যের অহিতকর নহে।

আমি। কেন একথা বল্‌ছেন। আপনি যে "অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ" এইরূপ মিথ্যা ও অসত্য বাক্য জনিত ফলে শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন।

মূর্ত্তি। ইহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। সেই বাক্য আমার জ্ঞানতঃ মিথ্যা বাক্য নহে। অশ্বত্থমা নামক একটি গজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রকৃতই নিহত হইয়াছিল আমি গজ শব্দ নিম্নস্বরে মাত্র বলেছিলাম ইহাতে যে আমার অসত্য বলার পাপ হবে ইহা আমি ধারণা তখন কর্ত্তে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম আমি প্রকৃত সত্য বাক্যই বল্‌ছি কিন্তু যাহার নিকট বাক্যটি যে ভাবে বলেছিলাম তাহাতে তিনি যে তাহার নিকট কথিত সত্যকে অসত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন ইহাই আমার অপরাধ। এই

অপরাধের জন্য আমার নরক দর্শন ব্যবস্থা হয়েছিল। সাহিত্যে সত্যকে অসত্যকারে প্রতিপন্ন করাও ক্ষুদ্র অপরাধ নহে। তাহাও এক প্রকার অসত্য প্রচার।

আমি। আপনার সামান্য অপরাধ নহে ইহাতে এক জনের প্রাণহানি হল, দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় বীরের অন্যায় মৃত্যুর হেতু গুরুর অপরাধ গণ্য হতে পারে। ভ্রান্ত সাহিত্যিকেরের পারলৌকিক অবস্থা কি হতে পারে?

মূর্ত্তি। তাহাদের গুরুতর নরক যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগ ব্যবস্থা, তাহারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিবিধ অসত্য প্রচার ও প্রকাশ দ্বারা কত নরনারীর বিবিধ প্রকারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার অপরাধে এক ব্যক্তির মাত্র প্রাণ হানি হয়েছে আর তাহাদের প্রত্যেকের দুষ্কৃতের জন্য হয় ত বহুলোকের প্রাণ হানি বা তদপেক্ষা ও অবস্থা বিশেষে গুরুতর অনিষ্ট সাধন হইয়াছে বা হইবে। তাহাদের দুষ্কর্ম্ম ফল বহুলোক ও দীর্ঘকাল ব্যাপী।

প্রত্যেক কল্পনা প্রসূত সাহিত্যই সত্য অসত্য এবং অপ্রিয় সত্য মিশ্রিত। সত্যাংশ অতি কম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অপরাংশ বহু ও বিবিধ রূপ ভূরি ভূরি হিতকর অভ্রান্ত সত্যের এমনি মহিমা যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সত্য হইলে ও

তৎ সন্মিশ্রণে সে সব অহিতকর অপরাংশ অভ্রান্ত সত্য ও প্রিয় এবং হিতকর প্রতিভাত হইয়া লোককে সাধারণত পথ ভ্রান্ত করে। যে সব সাহিত্যে সত্যাংশ অধিক তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোনটি স্থায়িত্ব লাভ করা এইরূপ বলিয়া মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইলে আমি ক্ষুন্ন মনে গৃহে ফিরিলাম।

ওঁতৎসৎ

সম্পূর্ণ